REV

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব

বিশ্রামের শক্তি

OLU

গ্যারি কেসি

TION

R E V

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব

বিশ্রামের শক্তি

O L U

গ্যারি কেসি

T I O N

Your Financial Revolution, The Power of Rest, Bengali
Copyright © 2022 by Gary Keesee

Originally published in English
Copyright © 2018 by Gary Keesee
ISBN: 978-1-945930-03-4

Gary Keesee Ministries,
P.O. Box 779, New Albany,
OH 43054, USA

GaryKeesee.com

This book is a FREE GIFT from Gary Keesee Ministries and is NOT FOR SALE

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব, বিশ্রামের শক্তি, বাংলা,
কপিরাইট ©2022 গ্যারি কেসি কর্তৃক

ইংরেজি ভাষায়
মূল প্রকাশনা ©2018 গ্যারি কেসি কর্তৃক
ISBN: 978-1-945930-03-4

গ্যারি কেসি মিনিস্ট্রিস,
P.O. Box 779, New Albany,
OH 43054, USA

GaryKeesee.com

এই বইটি গ্যারি কেসি মিনিস্ট্রিস এর একটি বিনামূল্যের উপহার, এবং বইটি বিক্রয়ের জন্য নয়।

আমি এই বইটি আমার স্ত্রী ড্রেনডাকে উৎসর্গ করতে চাই, কারণ তার উৎসাহ, ঈশ্বরীয় বিষয়ে তার তীব্র ইচ্ছা, তার পরিবার ও আমার প্রতি তার প্রেম আমাকে আজ পর্যন্ত অনুপ্রানিত করেছে। আমরা দুজনে একসাথে প্রমাণ করেছি যে স্বপ্ন সত্যিই পূরণ হয়!

গ্যারি কেসি

সূচী পত্র

ভুমিকা..9

অধ্যায় ১: বিশ্রাম - প্রাথমিক কথা..15

অধ্যায় ২: বৈধ অধিকার..31

অধ্যায় ৩: ঈশ্বরের রাজ্যই হলো আপনার সমাধান..................................53

অধ্যায় ৪: আমি ঈশ্বরের রাজ্যের একটি প্রধান চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছি! 75

অধ্যায় ৫: হাঁটবার চেয়ে উড়ে যাওয়া উত্তম 91

অধ্যায় ৬: বিলের অর্থ পরিশোধ করা ছাড়াও জীবনে আরো অনেক কিছু রয়েছে!...113

অধ্যায় ৭: এটি অসম্ভব!...127

অধ্যায় ৮: দ্বিগুন অংশ..141

অধ্যায় ৯: প্রয়োজনের অধিক! 157

অধ্যায় ১০: দ্বিগুন অংশের রহস্য..183

ভূমিকা

যেদিন আমরা খামারবাড়িটি ছেড়ে চলে এসেছিলাম, দিনটি ছিল সুখ দুঃখে ভরা একটি দিন| আমরা প্রায় নয় বছর ওই পুরনো, ছোট, ভগ্ন প্রায় খামারবাড়িটিতে বাস করেছিলাম, আর সেদিন আমি বাকি পরে থাকা বাক্স প্যাঁটরা গুলি বাইরে দাড়িয়ে থাকা আমাদের ভ্যানে তুলছিলাম| আমি ওহাইও-এর একটি ২০ একর বন ও জলাভূমি সহ, ৫৫ একর মনোরম কৃষিজমির উপরে স্থিত আমাদের নিজেদের তৈরী ৭,৭০০ বর্গফুটের, নতুন চতুষ্কোণ বাড়িটির অভিমুখে যাত্রা করছিলাম| কয়েক বছর আগেও যে স্বপ্নের কথা কল্পনা করাও ছিল দুস্কর, আজ সেই স্বপ্নই সত্যি হয়ে গেছে|

যদিও আমরা সেই খামারবাড়িটি ছেড়ে চলে আসছিলাম, তবুও আমি সেই পুরনো সেই বাড়িটিকে ভালবাসতাম| হ্যাঁ, সেই ভাঙ্গা জালানার কাঁচ, অপরিস্কার ভাঁড়ার ঘর, আর যখন আমরা সেখানে বাস করতাম তখন আমরা অবিরত যে মৌমাছির কামড় সহ্য করেছিলাম সে সব সত্ত্বেও| মনের মধ্যে অনেক পুরনো কথা এসে পড়ে| আমার দুই সন্তানের জন্ম হয়েছিল ওই বাড়ির বৈঠকখানাতেই|

ওই বাড়িতে আমাদের বেশ কিছু সুখের মুহূর্তও যেমন ছিল ঠিক তেমনই ছিল বেশ কিছু আর্থিক চাপ ও আশাহীনতা সময়ও| আমাদের জানবার মত অনেক কিছুই ওখানে ছিল| নয় বছর আগে আমরা যখন সেই পুরনো খামারবাড়িটাই ঢুকেছিলাম, তখন প্রতিমাসে ৩০০ ডলার বাড়ি ভাড়া দেওয়াই আমাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল, যদিও এখন সে সব ঘটনার কথা চিন্তা করাই কঠিন| আমাদের দুটো গাড়িই ছিল বেশ পুরনো, ওগুলো লক্ষ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করেছিল, কিন্তু তারপরেও সেগুলির উপর ঋণের বোঝা ছিল| সেই সময়, এমন মনে হত যেন আমরা প্রত্যেকটি মানুষের কাছে ঋণী| আমাদের কাছে ঋণ সীমা অতিক্রম

করা ও বাতিল হওয়া দশটি ক্রেডিট কার্ড ছিল; দুটি ঋণ প্রদানকারী কোম্পানির ঋণ; আর তার সাথে আমাদের দুটি গাড়ির পাওনা, IRS বন্ধকী ঋণ; আমাদের আত্মীয়দের নিকট ঋণ নেওয়া হাজার হাজার ডলার অর্থ; আর সেই তালিকায় আরো অনেক কিছুই ছিল| আমরা আর্থিকভাবে শ্বাসরোধকারী এক জীবনযাপন করছিলাম, কখনও কখনও মুদির দোকানের মাল কেনবার জন্যও আমাদের কাছে যা কিছু ছিল সেগুলির বেশিরভাগকে বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে হত| আমাদের কাছে যা কিছু ছিল সেগুলি খুবই পুরনো ও ভাঙ্গাচোরা| আমরা ওগুলো পুরনো অবস্থাতেই কিনেছিলাম|

সেই সময়ে আমাদের শোচনীয় আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে ভবিষ্যতের উজ্বল ভবিষ্যতের আশা ছিল না বললেই চলে| সত্যি বলতে কি, পরিস্থিতির বদল যে হতে পারে আমি সেই ব্যাপারে খুব বেশি আশা দেখতে পাই নি| আমি আমার পরিবারকে ভালবাসতাম, আমার সুন্দর একজন স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু আমি তাদেরকে আর্থিক নরকের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম|

আমাকে ভয়ের আক্রমনের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য হতাশানাশক ওষুধ খেতে হত, আর ভয় আমার দৈনন্দিন জীবনকে গ্রাস করে ফেলেছিল| এক কথায় আমি মোটেই সব চাইতে বেশি সুখী ব্যক্তি ছিলাম না| আমি জীবন বীমা বিক্রি করছিলাম, কমিশনের উপর জীবন চলছিল, এবং আমি অন্য কোথাও নয় বরং এক আর্থিক রসাতলের দিকে আরো অধিক ডুবে যাচ্ছিলাম| যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের কাছে আর কোনো ঋণ গ্রহণের বিকল্প অবশিষ্ট না থাকে, ততক্ষণ ধীরে ধীরে আমরা আরো বেশি বেশি করে ঋণের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম| সেই সময়টিতেই আমি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলাম| ভয় ও ভীতি আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল| আমার মধ্যে গৃহত্যাগী হওয়ার আশংকাও দানা বেধেছিল, যদিও সেটি কমিশন ভিত্তিক বিক্রয়ের জন্য ভালো ব্যাপার ছিল না|

আমার স্ত্রীর মনে হয়েছিল যে তিনি তার স্বামীকে হারিয়ে ফেলবেন, এবং সেই সময় আমাদের যে চারজন সন্তান ছিল, তাদেরকে বড় করে তোলবার চিন্তাই তাকে কুড়েকুড়ে খাচ্ছিল| কিন্তু তিনি প্রার্থনার শক্তিতে একজন দৃঢ় বিশ্বাসী এবং তিনি আমার উপরে সবকিছু ছেড়ে দেন নি| আমরা একত্রে প্রার্থনা করেছিলাম এবং তারপর ঈশ্বরের রাজ্যের নীতিগুলিকে আবিস্কার করবার জন্য অভিযান শুরু করেছিলাম। আমরা যখন প্রার্থনার উত্তর ও ঈশ্বরের রাজ্যের নীতিসমূহের

জন্য ঈশ্বরের সাহায্য যাচঞ্ঞা শুরু করলাম, তখন আমাদের অন্তরে আশার উদ্রেক ঘটতে আরম্ভ করে দিল| ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দেখিয়েছিলেন, যখন আমরা সেগুলি প্রয়োগ করেছিলাম তখন আমরা একের পর এক পরাক্রম কার্য হতে দেখেছিলাম|

একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত তখন ঘটল যখন এক রাতে ঈশ্বর আমাকে দেখালেন যে আমাকে আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নিজের কোম্পানি খুলতে হবে| মানুষকে ঋণ মুক্ত করতে সাহায্য করতে হবে ও তাদেরকে সেই সকল নীতি শেখাতে হবে যা তিনি আমাকে দেখাচ্ছিলেন| সেই সময়ে, যেহেতু আমরা নিজেরাই অনেক ঋণের মধ্যে ডুবে ছিলাম, কাজেই কিভাবে ঋণমুক্ত হতে হয় মানুষকে তা দেখানোর জন্য একটি কোম্পানি শুরু করাটা বেশ অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল| আমরা এই বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু প্রভু আমাদের বলেছিলেন যে যেহেতু আমরা এগিয়ে গিয়েছি ও তাঁর নীতিগুলি শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেছি, তাই আমরা নিজেদের স্বাধীনতার সন্ধানও পাবো| সেই কোম্পানি শুরু করা ছিল বিশ্বাসের এক যাত্রা, কারণ কিভাবে তা করতে হয়, সে ব্যাপারে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু আমরা সেই ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম। কোম্পানির বৃদ্ধি হতে থাকলো, আর সেই কোম্পানি যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছিল, তা দিয়ে আড়াই বছরের মধ্যে আমাদের পরিবার সম্পূর্ণ ঋণ মুক্ত হয়েছিল| পরের অধ্যায়ে আমি আমাদের কোম্পানির সম্পর্কে আরো অধিক কিছু কথা বলব, কিন্তু এখন, এইটুকু জেনে রাখুন যে আমাদের জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল! ঋণ মুক্ত হতে পেরে, একটি গাড়ির ডিলারের দোকানে ঢুকে একটি নতুন গাড়ির জন্য নগদ অর্থ প্রদান করতে পেরে, আমাদের কেমন লেগেছিল আমার কাছে সেটি বর্ণনা করার কোনো উপায় নেই| আমাদের নতুন বাড়ির নকশা করা, গৃহ নির্মাণ করা ও অর্থ প্রদান

আমরা যখন প্রার্থনার উত্তর ও ঈশ্বরের রাজ্যের নীতিসমূহের জন্য ঈশ্বরের সাহায্য যাচ্ঞা শুরু করলাম, তখন আমাদের অন্তরে আশার উদ্রেক ঘটতে আরম্ভ করে দিল। ঈশ্বর আমাদের যা কিছু দেখিয়েছিলেন, যখন আমরা সেগুলি প্রয়োগ করেছিলাম তখন আমরা একের পর এক পরাক্রম কার্য হতে দেখেছিলাম

করতে পেরে কেমন লেগেছিল| আমরা যা উপভোগ করছিলাম সেটি আমরা যা কিছু কল্পনা করতে সক্ষম সেই সকল কিছুর উর্দ্ধে ছিল|

হ্যাঁ, খামারবাড়িটিতে বেশ কিছু পুরনো স্মৃতি ছিল| আমি বাড়ি থেকে শেষ বাক্সটি তুলে নেওয়ার জন্য ছোট খাবার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা আমার স্ত্রীর পাশ কাটিয়ে গেলাম| তিনি আমার দিকে তাকালেন| দেখলাম তার চোখ ভিজে গেছে| না, সে অশ্রু দুঃখের নয়, ওগুলো তো আনন্দ ও আবেগের অশ্রু| তখন তিনি সেই সকল কথা রোমন্থন করছিলেন যেগুলি ওই বাড়িটিতে ঈশ্বর আমাদের শিখিয়েছিলেন| সেই বাড়িতে যা কিছু ঘটেছিল সেগুলিকে মিশ্র আবেগ সহকারে স্মরণ করতে করতে, আমি যখন শেষবারের মত ঘরের ভেতরে চোখ বুলিয়েছিলাম তখন আমার চোখেও জল চলে এসেছিল| আমরা আমাদের জীবনের একটি অধ্যায়ের সমাপন ঘটাচ্ছিলাম এবং এক নতুন এলাকায় প্রবেশ করছিলাম| সেই সময়টিতে আমাদের সামনে কী ছিল? সেই যাত্রাটি আমাদেরকে হতাশা থেকে টেনে এনেছিল ও একটি প্রত্যাশা পূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে গিয়েছিল| আমি যখন শেষ বাক্সটিকে নিয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে গেলাম, তখন আমি থেমে গেলাম ও হাসি মুখে বাড়িটির দিকে ফিরে তাকালাম| "আমি তোমার অভাব বোধ করব না| এখন আমার কাছে একটি আরো ভালো জায়গা রয়েছে|

অবশ্যই আমাদের নতুন বাড়িতে চলে যাওয়ার ঘটনাটি ছিল রোমাঞ্চকর| কিন্তু আমাদের এই যাত্রাটির সেরা দিকটি ছিল এই যে অবশেষে বিশ্রামের দেখা মিলেছিল! আমি কেবলমাত্র পাওনার টাকা মেটাবার কথা নয় বরং আমার ভবিষ্যতের ব্যাপারেও ভাবতে পেরেছিলাম| বেশ কিছু বছর ধরে ঈশ্বরের বিশ্রামে থাকাটি একটি সম্পূর্ণ স্বপ্ন ছিল! আমাদের গাড়ির টাকা শোধ করে দেওয়াটি হলো বিশ্রাম| ঋণমুক্ত থাকাটি হলো বিশ্রাম| আমার ৫৫ একর জমির উপর নির্মিত স্বপ্নের বাড়িটির টাকা পরিশোধ করে দিতে পারা হলো বিশ্রাম| আমার স্ত্রী যখন বাজার করতে যান তখন তার মুখে হাসিটি দেখা এবং টাকার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে না হওয়া হলো বিশ্রাম| আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তার চাইতে অধিক থাকা, অন্যদেরকে লক্ষ লক্ষ ডলার অর্থ প্রদান এবং সুসমাচার প্রচার কার্যকে সাহায্য করবার মত

ব্রেনডা ও আমি যা খুঁজে পেয়েছিলাম, সেটি আমাদের কাছে যতটা পরিমাণ ছিল, সেই একই পরিমাপে আপনার কাছেও রয়েছে

যথেষ্ট অর্থ থাকা হলো বিশ্রাম| কিন্তু যে চাপ ও ভয় আমার জীবনের শুরুর ওই বছরগুলিতে আমাকে ঘিরে রেখেছিল, প্রতিদিন সেইগুলো নিয়ে ঘুম থেকে না উঠাই সম্ভবত আমার জীবনে সর্ববৃহৎ পরিবর্তন| কেবলমাত্র কোনো রকমভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখবার বদলে পুনরায় উত্তম বিষয়ের স্বপ্ন দেখা হলো বিশ্রাম| হ্যাঁ, যে দিন আমি আমাদের নতুন বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার জন্য শেষ বাক্স প্যাটরা গুলি গুছিয়ে ভ্যানে তুলছিলাম সেটি তিক্ত-মিঠা দিন ছিল ঠিকই| কিন্তু বিশ্বাস করুন, ড্রেনডা ও আমি যে বিশ্রামের মিষ্টতার সন্ধান পেয়েছিলাম সেটি সেই সকল পুরনো কথাকে পেছনে ফেলে দেওয়ার তিক্ততাকে এতটাই পরাভূত করেছিল যে আমাদের নিজেদেরকে পুনরায় দুজন ছোট্ট স্কুল ছাত্রদের বয়সী বলে মনে হয়েছিল, যারা একসাথে হাসাহাসি করে ও স্বপ্ন দেখে|

আমি জানি আপনি কী ভাবছেন| যদি আমারও অমন পরিস্থিতি থাকতো| আমার জীবনে যদি এমন ঘটনা ঘটত, আমি হাসতাম, স্বপ্ন দেখতাম, আর কেবলমাত্র ঋণ শোধ করা ছাড়াও আমি অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারতাম| যদিও বইয়ের এই পর্যন্ত পড়ে আপনার পক্ষে এই কথাটি বিশ্বাস করাটি শক্ত হতে পারে, তবুও আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে ড্রেনডা ও আমি যা খুঁজে পেয়েছিলাম, সেটি আমাদের কাছে যতটা পরিমাণ ছিল, সেই একই পরিমাপে আপনার কাছেও রয়েছে| আমার প্রার্থনা এই যে যখন আমরা আমাদের কাহিনীটি বলব, তখন আপনি নিজেও জীবনেও ঈশ্বরের নিয়ম ও নীতিগুলিকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন|

সত্যিই বিষয়টি তেমন কঠিন নয়; আপনাকে শুধুমাত্র বিশ্রামের শক্তিকে খুঁজে বার করতে হবে!

'হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।'

- মথি ১১:২৮-৩০

অধ্যায় ১

বিশ্রাম - প্রাথমিক কথা

বিশ্রাম – কোনো একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকবার জন্য রাখা বা ধরে রাখা, শ্রমসাধ্য বা বল প্রয়োগের কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার উদ্দেশ্যে শিথিল হওয়ার ঘটনা বা সময়কাল। (গুগল)

আপনি কি ক্লান্ত? আপনি কি অধিকাংশ দিন আচ্ছন্ন থাকেন আর কখনই কোনকিছুতে জড়িয়ে পড়েন না? আপনার অর্থের প্রয়োজনটাই কি আপনি কোথায় কাজ করবেন বা কিভাবে কাজ করবেন ও কতক্ষণ কাজ করবেন এই বিষয়গুলিকে নির্ধারণ করে দেয়? এর অর্থ কি এই যে আপনি কখনই ঋণমুক্ত হবেন না? এমন মনে হয় কি আপনি সেই প্রবাদগত ইঁদুর দৌড়ে জীবিত রয়েছেন? আপনি যদি এমন অবস্থায় থেকে থাকেন, তাহলে আপনি একা নন।

আপনি কি কখনও পৌনঃপুনিক চক্র দেখেছেন? আমার মনে হয় দেখেছেন, কিন্তু যদি না দেখে থাকেন, তাহলে বলি যে এটি এমন একটি চাকা যেটিকে একটি ইঁদুরের খাঁচার মধ্যে রাখা হয়। ইঁদুরটি সেই চাকার মধ্যে উঠতে পারে এবং যতক্ষণ না সে ক্লান্ত হয়ে যায় ততক্ষণ ছুঁটতেই থাকে। কিন্তু সেই চাকাটির একটি মাত্র সমস্যা রয়েছে। সেই ইঁদুরটি যত দ্রুত বা যতক্ষণ ধরেই দৌড় দিক না কেন, যখন সে ক্লান্ত হয়ে যায় ও ছোটাছুটি বন্ধ করে, তখন সে ঠিক সেই জায়গাতেই রয়ে যায় যেখান থেকে সে দৌড় শুরু করেছিল। কোনো কিছুই বদলে যায় নি। সেই ইঁদুরটি একটি পরিতৃপ্তির ভাব নিয়ে তার পশমে ভর্তি ছোট মুখ থেকে ঘাম মুছতে পারে। কিন্তু তার জীবনের অবস্থানের পক্ষে উপকারী হতে পারে এমন কোনকিছুই অর্জিত হয় নি; সে এখনও পরাধীন অবস্থায় একটি খাঁচায় বন্দী অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থাটি অধিকাংশ মানুষের না হলেও অনেক মানুষেরই

নিজেদের ও তাদের আর্থিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। সারা সপ্তাহ ধরে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং সপ্তাহান্তের একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একটি আলাদাভাবে জিরিয়ে নেয়, কিন্তু যখন সোমবার সকাল চলে আসে, তখন তারা দেখতে পায় যে এক সপ্তাহ আগে তারা যেখানে ছিল ঠিক সেই স্থানেই তারা রয়ে গেছে। তারা কেবলমাত্র আরেকটি সপ্তাহ টিঁকে থাকল।

এটিই ছিল আমার জীবনের দীর্ঘ নটি বছরের চিত্র। আমি প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৮ ঘন্টা কাজ করছিলাম, আমি পরিশ্রমী ছিলাম, এবং আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি, কিন্তু আমার দশমাংশ, বিলের ও ট্যাক্সের অর্থ পরিশোধ করবার পর, হাতে কিছুই থাকতো না। সাধারনত আমার যা প্রয়োজন ছিল তার থেকে আমার উপার্জন কমই হত, এবং ধীরে ধীরে বেঁচে থাকবার জন্য ধার করবার একটি অভ্যাস আমি গড়ে তুলেছিলাম। যখন আর্থিক চাপ বেড়ে যেত, তখন আমি যত দ্রুত সম্ভব দৌড়াতাম, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হতো না। যখন আমি থেমে যেতাম ও কতদূর এগোতে পেরেছি সেটি দেখতাম, তখন বুঝতাম যে তখনও আমি পেছনের দিকেই চলেছি।

অবশ্যই, এর ফলে কিছু গুরুতর মানসিক ক্ষতি হয়েছিল। প্রতিদিন আমি যে হতাশা ও ভয়ের সাথে সংগ্রাম করতাম তা ধীরে ধীরে আমার মন ও দেহের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল। ধীরে ধীরে ভয়ের আক্রমন, তীব্র ভীতি ও পক্ষাঘাত আমার দেহের উপর প্রভুত্ব করতে আরম্ভ করে দিল। আমার সমস্যাটি কী ডাক্তারেরা সেটি খুঁজে পায় নি। ভয় আমার ভাবনাকে এতটাই গ্রাস করেছিল যে আমি বেঁচে থাকব নাকি মারা যাবো আমি তা জানতাম না। বলতে গেলে প্রায় নয় বছর ধরেই বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করবার দোকানে গিয়ে ও আত্মীয়দের কাছ থেকে অর্থ ঋণ করেই জীবন চলছিল! সেই সময়টিতে বন্ধক দেওয়ার মত আর কিছুই ছিল না, আর আমার নিজের ভাবমূর্তি খাটো হয়ে গিয়েছিল। আমার সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। আপনি হয়তো আমার স্ব-ভাবমূর্তি, এবং তার সাথে আমার জীবনে অবশিষ্ট থাকা আনন্দকে একটি ময়লা রাখবার পাত্রের মধ্যে রাখতে পারতেন।

পাওনাদারেরা আমার বিরুদ্ধে মামলা করবার জন্য লাইন দিয়ে দাড়িয়ে ছিল, এবং সেই সময়েই এটি ঘটেছিল। আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের সাথে আশাহীনতা জরিয়ে থাকত। আর সেই সময় সেই ফোন কলটি এসেছিল। সেই ফোন কলটিও

সকালবেলার অন্যান্য বেশিরভাগ কলের মতই এসেছিল: “মিস্টার. কেসি, আপনি জানেন যে আপনি আমাদের মক্কেলের কাছে এত পরিমাণ অর্থ ঋণ করেছিলেন। আপনি সেই অর্থ কখন আমাদের কাছে ফেরৎ দিতে পারবেন বলে মনে করছেন? যাইহোক, মিস্টার. কেসি, শেষ তিনবার আমি যখনই ফোন করেছি আপনি এই একই কথাই বলেছেন। তিনদিনের মধ্যে আপনি যদি আমাদের কাছে টাকা না নিয়ে আসেন, তাহলে আমার মক্কেল আপনার বিরুদ্ধে এই ঋণের জন্য মামলা করবেন। মিস্টার কেসি, আপনি কি বুঝতে পারছেন? তিন দিন। গুড-বাই”

সেই ফোন কলটি আমাকে একশোটি ইটের ন্যায় আঘাত করেছিল। আমাদের আর্থিক অবস্থা কেমন শোচনীয় এর আগে আমি যে সেই কথা জানতাম না তা নয়। আমার কাছে কোনো অর্থ ছিল না। আমার কাছে যা কিছু ছিল সেগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমার রেফ্রিজারেটর ফাঁকা ছিল। আমার সুন্দর পরিবার নিজেদের গরম রাখবার জন্য ফায়ার প্লেসের কাছে শুয়েছিল কারণ জ্বালানী তেল কেনবার মত অর্থ ছিল না। আমার কোথাও পালিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। আমার বন্ধু ও পরিজনেরা আমার ঋণের টাকা পরিশোধ করতে করতে হাঁফিয়ে উঠেছিল। দিশেহারা হয়ে, ধীরে ধীরে আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে আমার শোবার ঘরে চলে গেলাম ও এবং বিছানার উপর আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে পড়লাম। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে সাহায্যের জন্য প্রভুর নিকট ক্রন্দন করেছিলাম।

প্রভু এত দ্রুততার সাথে আমার প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন সেটি দেখে আমার মনে হয় আমি হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। সেটি শ্রবনযোগ্য কোনো রব ছিল না, কিন্তু এমন এক রব যা সহসা আমার আত্মা থেকে উঠে এসেছিল এবং বেশ জোরদারভাবে আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। প্রভু আমাকে প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন সেটি হলো আমি যে বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ছিলাম, সেটির সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। আমার মনে হয় তিনি আমাকে এই কথাটি এই কারণে বলেছিলেন, যেহেতু, আমি আমার চিন্তা ভাবনার প্রেক্ষাপট থেকে এই ভেবে সামান্য বিভ্রান্ত ছিলাম যে তিনি কেন আমাকে সাহায্য করছেন না। আমরা একটি মহান মন্ডলীতে যেতাম, যখন সম্ভব হত আমরা উদারতা দেখাতাম, এবং বেশিরভাগ সময়তেই আমাদের দশমাংশ প্রদান করতাম। তার বদলে, তিনি আমাকে বললেন যে, যে কারণে আমি এই সমস্যায় ফেঁসে রয়েছি সেটি হলো এই যে তাঁর রাজ্য কিভাবে কার্য করে আমি কখনই সেটি জানি নি। তিনি আমাকে

জানালেন যে অর্থের বিষয়ে তাঁর রাজ্য পার্থিব জগতের ন্যায় কার্য করে না, আর আমি যদি মুক্ত হতে চাই তাহলে আমাকে অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাঁর রাজ্যের পন্থা পদ্ধতি জানতে হবে।

মনে পড়ে আমি ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়েছিলাম ও ড্রেনডাকে চেপে ধরে তাকে বলেছিলাম যে প্রভু এইমাত্র আমার সাথে কথা বললেন এবং সমস্যা সমাধানের পথ হলো তাঁর রাজ্য। অবশ্যই, আমরা সামান্য বিভ্রান্ত ছিলাম, কারণ আমরা মনে করতাম যে তাঁর রাজ্য কী আমরা সেটি বুঝি। শত হলেও, আমরা একটি বড় মন্ডলীতে যেতাম, আমরা দুজনই ঈশ্বরকে প্রেম করতাম, এবং আমরা জানতাম যে আমরা স্বর্গে যাওয়ার পথেই রয়েছি। আমি তো আগেই এই কথা বলেছি। কিন্তু তাঁর রাজ্যের বিষয়ে আমরা যখন অনুসন্ধান করা শুরু করেছিলাম, তখন দেখতে পেলাম যে তাঁর রাজ্যের এবং কিরূপে সেই রাজ্য কার্য করে সেই বিষয়ে আমরা সত্যিই খুব জানি।

ঈশ্বর আমার সাথে কথা বলেছেন এবং তিনি সমাধানের পথটি উন্মোচন করেছেন (যেটি তাঁর রাজ্য) এই কারণে আমি উৎফুল্ল ছিলাম। সেই কথার অর্থ কী সেটি তখনও বোঝা বাকি ছিল, কিন্তু আমি মনে বল পেয়েছিলাম। বাস্তবতা হলো এই যে ঈশ্বর রাজ্য এই শব্দটি দ্বারা যা বোঝাতে চেয়েছিলেন সেই বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমাকে বুঝতে হয়েছিল যে ড্রেনডা ও আমি যার জন্য আকাঙ্খিত ছিলাম ও যেটির সন্ধান করছিলাম প্রকৃতপক্ষে এই একটি শব্দই হলো সেই উত্তরটি।

সেইদিন ড্রেনডা ও আমি হাত ধরে প্রার্থনা করেছিলাম। প্রথমে, আমরা প্রকৃত অর্থে তাঁর বাক্য শিক্ষা করবার ও আর্থিক বিষয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে তাঁর রাজ্য কার্য করে সেই বিষয়ে জানবার উদ্দেশ্যে সময় ব্যয় না করবার জন্য ঈশ্বরের নিকট অনুতাপ করেছিলাম। দ্বিতীয়ত, নিজেদেরকে এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে আসবার জন্য, পরিবারের প্রধানরূপে, আমি, ড্রেনডার নিকট অনুতাপ করেছিলাম। আমরা উভয়ে প্রার্থনা করেছিলাম ও এই বিষয়ে একমত হয়েছিলাম যে ঈশ্বরের রাজ্য যেভাবে কার্য করে সেটি জানবার এবং বিগত নয় বছর ধরে আমরা যেভাবে জীবনযাপন করে এসেছি, সেটির চাইতে ভিন্ন এক জীবনযাপন করবার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এরপর যা ঘটেছিল সেটিকে বর্ণনা করবার সর্বোত্তম উপায়টি হলো একটি বৈদ্যুতিক সুইচের দিকে তাকানো। এমন একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করুন যেটি অন্ধকার ও সুইচটিতে চাপ দিন। আলো জ্বলবে! আপনি দেখতে পাবেন। ঈশ্বর যখন তাঁর রাজ্যের বিষয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন বিষয়টি তদ্রুপ ছিল। যেন কোনো একজন একটি বাতির সুইচকে অন করে দিল, এবং পূর্বে আমরা যা কিছু কখনই দেখি নি সেইগুলি আমরা দেখতে পেলাম। আমরা এই কথা বুঝতে শুরু করেছিলাম যে ঈশ্বরের রাজ্য এমন সব নিয়ম কানুন সহ একটি সরকার যে নিয়মগুলি পরিবর্তন হয় না। আমরা উপলব্ধি করলাম যে আমরা সেই সকল নিয়ম বা ধর্মগুলি জানতে পারি এবং আমাদের যে সম্পদের প্রয়োজন সেগুলি সৃষ্টি করবার জন্য ঈশ্বরের ক্ষমতা ও জ্ঞানের নাগাল পেতে পারি।

আমরা খুব রোমাঞ্চিত হলেও তখনও বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলাম। ঈশ্বরের রাজ্য যেভাবে পরিচালিত হয়, যখন তিনি আমাদেরকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, তখন বেশ আশ্চর্যজনক কিছু ঘটনা ঘটতে থাকলো। এই বইটিতে আমি সেই শুরুর দিনগুলিতে ঘটে যাওয়া বেশিরভাগ ঘটনাগুলির কথা আলোচনা করব না কারণ সেই সব ঘটনাগুলি আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: আজ্ঞাবহতার শক্তি নামের ধারাবাহিক এই বইগুলির প্রথম বইটিতে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। আপনি garykeesee.com অথবা Amazon.com এই ওয়েবসাইটগুলিতে গিয়ে ওই বইটির একটি কপি পেতে পারেন। এছাড়াও আপনার Faith Hunt নামের আমার লেখা বইটি প্রয়োজন, যেটি আপনাকে আমার একেবারে শুরুর দিনগুলিতে নিয়ে যাবে, যখন ঈশ্বর আমাকে আমার হরিন শিকারের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন যে কিভাবে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের উৎপাদন করতে হয়। কিন্তু অনেক বড় বৃত্তান্তকে সংক্ষিপ্ত করবার জন্য, এখানে আমি আপনাকে একটি নমুনা দিচ্ছি।

যে কথা আমি আপনাকে বলেছি, আমরা নিরুপায় হয়ে পুরোপুরি ঋণের মধ্যে ডুবে ছিলাম। IRS বন্ধক, বন্ধকী কারবারের দোকান, ১০ টি সীমা অতিক্রম করা ও বাতিল হয়ে যাওয়া ক্রেডিট কার্ড, এবং ২৮% হারে নেওয়া তিনটি ঋণ প্রদানকারী কোম্পানি। আমরা আমাদের দাঁতের চিকিৎসক, ধোপা, আমাদের পিতামাতা, ও আমাদের বন্ধুদের কাছে ঋণী ছিলাম। আপনি যাদের নাম বলবেন,

আমরা তাদের কাছেই ঋণী ছিলাম। স্বাভাবিকভাবে, কোনো আশা ছিল না। আমি কঠোর পরিশ্রম করলেও, আমার আর্থিক বিক্রয় ব্যবসাটি ভালো চলছিল না। কিন্তু তারপর ঈশ্বরের রাজ্যকে কিছু আকর্ষনীয় অতুলনীয় কার্য করতে দেখবার পর (আবার বলছি, উপরে উল্লিখিত দুটি বই পাঠ করুন), আমরা এই বিষয়ে উৎসাহিত হলাম যে আমাদের সমস্যার সমাধান হলো ঈশ্বরের রাজ্য। আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম যে আমরা সঠিক পথে রয়েছি, যদিও কিভাবে তা সম্ভব হচ্ছিল সেই বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না।

তারপর এক রাতে ঈশ্বর আমাকে একটি স্বপ্ন দিলেন ও সেই স্বপ্নে আমাকে দেখালেন যে গত ন বছর ধরে আমি যে কোম্পানিতে কর্মরত ছিলাম আমাকে সেই কোম্পানিটি ত্যাগ করতে এবং আমার নিজের কোম্পানি শুরু করতে হবে- এখন এটি বুঝতে পারি – মানুষকে ঋণ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবার জন্য! জানি, উদ্ভট মনে হচ্ছে, তাই না? আমি যদি সত্যিই জানতাম কিভাবে ঋণের হাত থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, তাহলে অনেক বছর আগেই আমি সেই কাজ করে ফেলতাম। কিন্তু ঈশ্বর ঠিক এই কাজটিই করেছিলেন। আসলে আমি কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। কিভাবে আমার নিজের কোম্পানি শুরু করতে হবে বা তার মধ্যে কী কী বিষয় জড়িত থাকে সেই বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু মানুষকে ঋণ মুক্ত হতে সাহায্য করবার কোম্পানি? কিভাবে সেটি করতে হয়, আমাকে সেই কথা বলতে পারে এমন একজনকে আমার দরকার ছিল!

আমি যখন এই বিষয়ে প্রার্থনা করা শুরু করলাম, তখন কিভাবে সেইসকল কাজ করা যেতে পারে সেই সম্পর্কে পবিত্র আত্মার সাহায্যে আমি একটি জীবন-পরিবর্তনকারী অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। ঘটনাটি তখন ঘটেছিল যখন আমার বীমা ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের জন্য আমার মক্কেলদের একজন আমাকে তলব করেছিল। আমি তো আপনাকে বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম যে এই সব যখন ঘটছিল তখন আমি আর্থিক সেবা প্রদানকারী শিল্পে বীমা ও আর্থিক নিরাপত্তা পলিসি বিক্রয়ের কাজে জড়িত ছিলাম। আমি জানি, ব্যাপারটা অনেকটা ফুটো পাইপ ধারী এমন একজন জলের কলের মিস্ত্রির ন্যায়, যে অন্য সকলের সমস্যার সমাধান করে, কিন্তু নিজের সমস্যাটা গায়ে মাখে না। যদিও ধীরে ধীরে আমি আমার আর্থিক সেবার কাজে ব্যর্থ হচ্ছিলাম, কিন্তু এই ক্ষেত্রটিতে আমি পূর্ববর্তী নয় বছরে আমি সাধারণ জ্ঞানের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, সেই সময়

ঈশ্বর আমাকে যা দেখাতে উদ্যত হয়েছিলেন সেই ক্ষেত্রে সেটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আমি যখন আমার মক্কেল ও তার গিন্নীর সাথে তাদের রান্না ঘরের টেবিলে বসে ছিলাম, তখন আমরা সাধারণ বিবরণ গুলি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, যার মধ্যে তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করবার ও আমাদের ভাষায় যাকে তথ্যের কাগজ বলি সেটা পূর্ণ করবার দ্বারা তাদের আর্থিক অবস্থা কি ধরনের তার একটি চিত্র নেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাদের কত পরিমাণ জীবন বীমা থাকা উচিত সেটি নির্ধারণ করবার জন্যই মূলত এই তথ্যগুলি ব্যবহার করা হয়। আমরা যখন তাদের ঋণের তালিকাটিকে দেখছিলাম, তখন তারা উভয়েই মনমরা হয়ে পড়েছিল এবং তারা যখন আমাকে বুঝিয়ে বলছিল যে তারা কতটা নিরাশা অনুভব করে তখন সেই স্ত্রীটি কাঁদতে শুরু করেছিল।

তারা দুজনেই পূর্ণ সময়ের চাকরি করছিল এবং প্রতি মাসেই তাদের অর্থ অকুলান হচ্ছিল।

আমি নিজেই সেইভাবে নয় বছর জীবনযাপন করবার পর, যখন ঈশ্বর ড্রেনডা ও আমাকে তাঁর রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, তখন তাদের জন্য আমার অনুভুতিটি কেমন ছিল আপনি সেটা অনুমান করতে পারেন। ড্রেনডা ও আমার মত তারাও খ্রীষ্টবিশ্বাসী ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে কার্য করে সেই বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। সেই সময়ে, ইতিপূর্বেই ঈশ্বর যে সকল প্রাথমিক বিষয়গুলি আমাদেরকে দেখিয়েছিলেন, সেগুলি ব্যতীত আমি ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে বেশি কিছু ব্যাখ্যা করতে পারি নি। আমি তাদেরকে সেইগুলি বলেছিলাম। এবং, অবশ্যই, আমরা নিজেদের পরিস্থিতিতে যে সকল আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটতে দেখেছিলাম, তার কয়েকটা তাদের বলেছিলাম।

স্পটভাবেই, আমি বলতে পারি যে জীবন বীমা তাদের তাদের বৃহৎ সমস্যা ছিল না। ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে ঈশ্বর আমাকে যা শিক্ষা দিচ্ছিলেন আমি কিছুটা সময় নিয়ে সেইগুলি ব্যাখ্যা করেছিলাম, কিন্তু তাদের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত বাস্তব কিছু আর্থিক সমাধান দেওয়ার জন্য আমি যা করতে পারি এমন বিষয়ে আমি আকাঙ্খী ছিলাম।

সেই রাতে অফিসে, আমি যখন আমার দিনের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিলাম এবং সাধারনত আমার কাছে যে ফাইলের ও মেসেজের স্তুপ থাকে তাদের মধ্য থেকে

সেইগুলিকে বেছে রাখছিলাম যেগুলি আমাকে ফেরৎ দিতে হবে, হটাৎ ই আমার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। আমি যদি জীবন বীমার ব্যাপারটাকে ছাড়িয়ে তাদের সামগ্রিক আর্থিক চিত্রটির দিকে ভালোভাবে দৃষ্টি দিই তাহলে কেমন হয়? সেখানে আমার করণীয় কিছু আছে কি? আমি যদি অর্থের খোঁজ করি তাহলে কেমন হয়? সেই কথা বলবার দ্বারা আমি যেটি বলতে চাইছিলাম সেটি হলো এই যে, তারা ইতিমধ্যেই যা কিছু করছে সেই কাজটিই কিভাবে সস্তায় করা যায় আমি যদি তার কোনো উপায় খুঁজে পাই তাহলে কী হবে? আমার লক্ষ্যটি খুব সহজ, তারা ইতিমধ্যেই যা কিছু করছে সেই কাজটিই কিভাবে সস্তায় করা যায় সেই পথ খুঁজে পাওয়া এবং তারপর আমি যে অর্থের হদিস পাবো সেটিকে তাদের cash flow বা নগদ প্রবাহ ও ঋণের মধ্যে প্রয়োগ করব। ব্যাপারটা সরল গাণিতিক বিষয় বলেই মনে হচ্ছিল, কিন্তু জীবন বীমা ব্যতীত অন্য কোনো আর্থিক ক্ষেত্র সম্পর্কে সত্যিই আমি তেমন কিছু জানতাম না। আর আমার এই কথা বলা দরকার যে এই ঘটনাটি ইন্টারনেটের যুগের আগের কথা। আমাকে যে গবেষণাটি করতে হত সেটি করতে হত সেকেলে নিয়মে – ফোন ও ইয়েলো পেজের দ্বারা।

যেহেতু পরের সপ্তাহে আমার সাথে সেই মক্কেলের পুনরায় সাক্ষাত করবার কথা ছিল, তাই আমি সারা সপ্তাহ ধরে কাজ করেছিলাম। আমি যখন প্রতিটি আর্থিক ক্ষেত্রকে তদন্ত করবার জন্য সময় ব্যয় করেছিলাম তখন প্রতি মাসে কত পরিমাণ অর্থ বাঁচানো সম্ভব সেটি দেখেই আমি অবাক হয়ে পড়েছিলাম। আমি যখন আমার কাজ সমাপ্ত করলাম, তখন সব অর্থের সর্বমোট মূল্য হলো প্রতি মাসে শত শত ডলার। আমার আর্থিক গনক যন্ত্রের সাহায্যে, আমি তাদের সকল ঋণের পরিমাণের সমষ্টি বার করলাম, আর তারপর মুক্ত হওয়া অর্থকে তাদের স্বাভাবিক মাসিক অর্থ প্রদানের মধ্যে প্রয়োগ করলাম। আমি যখন কম্পিউটারের বোতামে চাপ দিলাম, তখন কম্পিউটারের পর্দায় যে ফলাফলটি ভেসে উঠলো আমি ফ্যালফ্যাল করে সেটির দিকে তাকিয়ে রইলাম – ৬.২ বছর। ফলাফল স্বরূপ যে ৬.২ বছরটি দেখা গিয়েছিল, সেটি হলো আমার মক্কেলের আয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত না করেই, তার বাড়ির বন্ধক সহ তার সকল ঋণ পরিশোধ করতে মোট যত সময় লাগবে সেই সময়কাল। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন, তার মাসিক আয়ের পরিবর্তন না ঘটিয়েই। আমি হতচকিত হয়ে ছিলাম, এবং আমি যে কোথাও একটা ভুল করেছি সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম, তাই যতক্ষণ না আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত

হতে পারি যে আমার উত্তরটি সঠিক ততক্ষণ বারবার আমি সেই অঙ্কটি কষতে থাকলাম। এমন হয় নাকি? তাহলে সবাই কেন এটি জানে না?

তাড়াতাড়ি আমি আমার হাতে থাকা অন্য কয়েকজন মক্কেলের ফাইলগুলি তুলে নিলাম এবং সেগুলির উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম এবং একই ফলাফল খুঁজে পেলাম। তাদের প্রত্যেকেই নিজেদের মাসিক আয়ের পরিবর্তন না ঘটিয়েই, তাদের বন্ধকী সম্পদ সহ ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে ঋণ মুক্ত হতে পারে। আমি যখন আমার হিসেব নিকেশ করা শেষ করলাম তখন বেশ কিছুটা বিলম্ব হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বাড়ির পথে রওনা দেওয়ার সময় আমি বেশ উৎফুল্ল ছিলাম। আমি যা বার করেছিলাম সেগুলি যদি সত্য হয়, আর আমার হিসেব নিকেশ সেই দিকেই ইঙ্গিত করছিল, তাহলে সেটি বড়, সত্যিই বড় একটা ব্যাপার হবে।

এই ধরনের খবর পেয়ে আমার মক্কেলের মুখটা কেমন হতে পারে সেটা জানবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। পরের বার যখন তার সাথে দেখা করতে যাবো, তখন একটি এক পাতার সরল বিবরণের মধ্যে আমি সংখ্যাগুলি টাইপ করে নিয়ে যাবো বলে স্থির করলাম। আমার লক্ষ্য কেবলমাত্র তাদের আশা দেখানো। এখানে আমার নিজের কোনো লাভ নেই, কারণ আমি জানতাম যে জীবন বীমা বিক্রির আশা নেই বললেই চলে। কিন্তু আমি এটাও জানতাম যে আমি যা আবিস্কার করেছি সেটি তারা জানতে চাইবে। পরের সপ্তাহে আমি আমার হিসেব নিকেশগুলি পুনরায় পরীক্ষা করে দেখলাম এবং আমার হিসাব যে সঠিক সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম।

আমি যখন দরজার বেল বাজালাম, তখন আমাদের সাক্ষাতের ব্যাপারে আমি একটি উত্তেজনাপূর্ণ অধীরতা অনুভব করলাম। আমি যখন তাদের রান্নাঘরের টেবিলে বসলাম, তখন তাদের সংখ্যাগুলি নিয়ে সারা সপ্তাহ ধরে আমি যা কিছু করেছিলাম তাদেরকে সেইসব কথা জানালাম। আমি যে সকল সংখ্যাগুলি টাইপ করেছিলাম ধীরে ধীরে তাদেরকে সেগুলি দেখালাম। কিভাবে আমি মুক্ত হওয়া নগদ অর্থ প্রস্তুত করেছিলাম তা ব্যাখা করলাম। আমি তাদেরকে যা কিছু দেখিয়েছিলাম তার মধ্যে কোনো কোম্পানীর নাম ও যে সংখ্যাগুলি কাজে লাগাতে হবে সেগুলিও বললাম। আমি বলতে পারি যে মুক্ত হওয়া অর্থের পরিমাণ যখন বেড়ে চলেছিল তখন তারা উচ্ছসিত হচ্ছিল। কিন্তু পরিশেষে আমি যখন তাদের বর্তমান আয়েতেই ৬.২ বছরের মধ্যে তাদের বাড়ি সহ, বাকি সকল ঋণমুক্তির

কথাটি জানালাম, তখন তাদের দুজনেই কাঁদতে শুরু করল, এইবার আনন্দ সহকারে ক্রন্দন। তাদের চোখের ফল্গুধারা নিয়েই তারা সেখানে বসে ছিল এবং আমার গবেষণার ফলাফলে তারা যে কতটা হতবাক হয়ে পড়েছিল সেই কথাই বলে চলছিল। তারা লাফিয়ে উঠলো ও আমাকে জড়িয়ে ধরল, আর সেই রাতে আমাদের দারুন একটা আনন্দের সময় কাটলো।

সত্যি করে বলুন তো: কিভাবে স্বল্প ট্যাক্স বা শুল্ক দিতে হয় IRS কি আপনাকে সেটি বলবে? ব্যাঙ্কের কর্মী কি আপনাকে বলবে যে কিভাবে সুদ মেটানো এড়ানো যায়? না, পুরো ব্যবস্থাটাই আপনার অর্থ কে হরণ করবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়েছে, অর্থের সুরক্ষার জন্য নয়। আমি জানতাম যে আমি যা আবিস্কার করেছি সেটি আমেরিকায় প্রতিটি পরিবারকে শেখানো প্রয়োজন! আমার উপর সেই রাতের একটি নাটকীয় প্রভাব পড়েছিল, এবং আমার সাথে প্রতিজন মক্কেলের সাক্ষাত ঘটত তাদের জন্য আমি সেই একই কাজ করতে চাইতাম।

কাজেই, সেই তথ্যের সাহায্যে শক্তিশালী হয়ে এবং যে স্বপ্ন ঈশ্বর আমাকে দিয়েছিলেন তার নিশ্চয়তা সহকারে, আমি যে জীবন বীমা কোম্পানিতে চাকরি করতাম সেটা ছেড়ে দিয়ে ব্রেনডা ও আমি আমাদের নিজেদের কোম্পানি শুরু করলাম। আমি ওই মক্কেলটির জন্য যা করেছিলাম ঠিক সেই কাজটাই করতাম। প্রথম দিকের ওই কয়েকটি বছর আমরা আমাদের কোম্পানীর নাম দিয়েছিলাম, “Faith-Full Family Finances” (বিশ্বাস পূর্ণ পরিবার আথিক সংস্থা)। আমাদের কোম্পানীর নামটাই আমাদের সম্পর্কে সবকিছু বলে দিয়েছিল—আপনি যদি ঈশ্বরের রাজ্য ও বিশ্বাস বুঝে থাকেন, তাহলে আপনার অর্থভান্ডার পূর্ণ থাকবে। আমি মানছি একটি কোম্পানির পক্ষে এটি খুব ভালো কোনো নাম ছিল না – একনাগাড়ে পর পর দশ বার নামটিকে বলবার চেষ্টা করুন – কিন্তু তাতেই কাজ হয়েছিল। পরে আমরা নামটিকে বদলে Forward Financial Group রেখেছিলাম, আজও এই কোম্পানীর নাম এটাই রয়েছে এবং এখনও শক্তিশালীভাবে এগিয়ে চলেছে।

সত্যি বলতে কি, তখনও আমাদের নিজেদের অর্থভান্ডার পূর্ণ হয় নি। তখনও আমাদের সেই সকল ঋণ পরিশোধ করা বাকি ছিল, কিন্তু আমরা জানতাম যে আমরা দৌড়াবার জন্য নিজেদের গতিপথের সন্ধান পেয়ে গিয়েছি। যখন আমরা আমাদের নতুন কোম্পানিটি শুরু করেছিলাম, তখন আমরা রোমাঞ্চিত থাকলেও

সেই একই সময়ে কিছুটা ঘাবড়েও গিয়েছিলাম। একটি কোম্পানি গড়ে তোলা ও পরিচালনা করবার বিষয়ে আমাদের অনেক কিছু জানা বাকি ছিল, কিন্তু আমাদের যে সর্ববৃহৎ বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছিল সেটি হলো এই কাজ করে কিভাবে অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। আমাদের সামনে যে চ্যালেঞ্জটি ছিল সেটি হলো আমাদের মনে হয়েছিল যে লোকদেরকে তাদের ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করবার বিনিময়ে আমরা তাদের নিকট থেকে মূল্য আদায় করতে পারি না আর আমরা সেটি করতেও চাই নি। এটি এমন একটি বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল যার সম্পর্কে প্রার্থনা করবার ও উপায় খোঁজবার জন্য আমরা বেশ কিছুটা সময় ব্যায় করেছিলাম। সবিস্তারে না বলে এইটুকু বলতে পারি যে, প্রভু আমাদেরকে কোম্পানি গড়ে তোলবার এবং সেই কোম্পানিটিকে এমন একটি অবস্থায় আনবার জন্য একটি বিস্ময়কর পন্থা বাতলে দিয়েছিলেন যাতে মক্কেলদের কাছ থেকে কোনো রকম শুল্ক আদায় না করেই অর্থ উপার্জন করা যায়।

এরপর, আমি আমার মক্কেলদের তথ্যগুলি নিয়ে যে হস্তচালিত দীর্ঘ হিসাব নিকাশ করতাম সেটিকে তরান্বিত করবার জন্য আমাদের একটি উপায় খুঁজে বার করবার প্রয়োজন ছিল। আমি জানতাম যে আমরা যে কাজ করছি সেটিকে করবার জন্য আমাকে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামকে নিজের সুবিধামত করে তৈরী করে নিতে হবে, কিন্তু কম্পিউটার সম্পর্কে অথবা কিভাবে এমন কাউকে খুঁজে বার করা যায় যার সেই কাজ করবার সক্ষমতা রয়েছে সেই সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। এইবারেও, ঈশ্বর কিছু বিস্ময়কর কাজ করলেন। আমি আমাদের বাড়ি থেকে বহুদূরের এমন একজন ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ফোন কল পেয়েছিলাম যিনি আমাদের বিষয়ে শুনেছিলেন। তিনি আমরা যা করি সেটি একজন মক্কেলরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। আমরা যে কাজটি করতাম তিনি সেটি পছন্দ করেছিলেন, এবং আমরা যখন কথা বলছিলাম, তখন আমি জানতে পারলাম যে তিনি একজন কম্পিউটার প্রোগ্রাম নির্মাণকারী এবং তার মূল জীবিকার পাশাপাশি তার নিজস্ব কোম্পানিও রয়েছে। আমি তার সাথে আমাদের যা প্রয়োজন সেই সম্পর্কে কথা বলেছিলাম, এবং তিনি অতি উৎসাহী হয়ে বলেছিলেন যে আমরা যা করছি তাতে তিনি সাহায্য করতে চান। আমি তাকে বললাম যে আমরা সবেমাত্র আমাদের কোম্পানিটি শুরু করেছি এবং তিনি যে কাজ করবেন বলেছেন সেই কাজের পারিশ্রমিক দেওয়ার মত অর্থের যোগান এখনও আমাদের কাছে নেই,

যদিও তিনি একটি বড় পরিমাণ ছাড় দিয়ে কাজ করবেন বলে জানিয়েছিলেন। তারপরেও তিনি কাজটি করতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যে পরিমাণ অর্থই আয় হোক না কেন, আমি সেইটুকু অর্থই তাকে দিতে পারি। কাজেই আমরা সেই কাজটিই করলাম।

মানুষ আমাদের ব্যবসাটিকে ভালোবাসতো। আর ভালোবাসবেই না বা কেন? শত হলেও পরিষেবাটি ছিল বিনামূল্যে, এবং মানুষ অর্থের সন্ধান পেতে ও ঋণমুক্ত হতে পছন্দ করে। ব্যবসাটি একটি বড় অগ্রগতি করেছিল, এবং আমরা আড়াই বছরের মধ্যেই ঋণমুক্ত হতে পেরেছিলাম। অচিরেই আমাদের কাছে ৩০০ প্রতিনিধি চলে এলো যারা সারা দেশে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলত। আমাদের গাড়ির জন্য নগদ অর্থ প্রদান করতে পারার পাশাপাশি আমরা আমাদের স্বপ্নের বাড়িটি নির্মাণ করতে ও সেটির জন্যও অর্থ প্রদান করেছিলাম। আমাদের কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল এবং সেই কোম্পানিটি এত বছর ধরে আমাদেরকে সুসমাচার প্রচার ও মানুষকে সাহায্য করবার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার অর্থ দান করতে সক্ষম করে তুলেছে।

আমরা সেটিকে "ঋণ পরিকল্পনা" (debt plan) বলি, আর সেটি আজ ৩০ বছর পরেও বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। যত বছর অতিবাহিত হতে লাগলো আমাদের কোম্পানি তার লক্ষ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকলো। ২০০১ সালের আর্থিক বিপর্যয়ের পর আমরা অবসরকালীন বিনিয়োগের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলাম, এবং তারপর, অবশ্যই, ২০০৮ সালের বিপর্যয়ের সময়েও সেটিই করেছিলাম যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের অবসরকালীন সঞ্চয়ের ৫০% থেকে ৮০% হারিয়েছিল। আমরা সুরক্ষিত বিনিয়োগের উপায়ের উপর গবেষণা করেছিলাম এবং ২০০১ সালে আমাদের ব্যবসার সেই দিকটি চালু করেছিলাম। আমি গর্বের সাথে বলি এই মুহূর্তে আমরা আমাদের মক্কেলদের জন্য একশো মিলিয়ন ডলারের অধিক পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থাপনা করছি। বিগত ১৬ বছরে আমাদের দেশ ও বিশ্বের আর্থিক বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তাদের মধ্যে একজনও তাদের বিনিয়োগের মধ্যে এক পয়সাও হারায় নি। আর আমাদের প্ল্যান বা পরিকল্পনার মতই, আমাদের বিনিয়োগকারী মক্কেলদের জন্য কোনো শুল্ক নেই, নেই কোনো প্রারম্ভিক বা বার্ষিক প্রশাসনিক শুল্ক বা দালালি করবার শুল্ক। আপনি যদি আপনার অবসরকালীন অর্থ নিয়ে ঝুঁকি নিতে নিতে হাঁফিয়ে উঠে থাকেন, তাহলে আপনি 1-(800)-815-0818

এই নম্বরে ফোন করে Forward Financial Group এর সাথে যোগাযোগ করতে বা Forwardfinancialgroup.com- এই ওয়েবসাইটে গিয়ে অধিক তথ্য পেতে পারেন।

বিস্ময়কর, তাই না? পবিত্র আত্মার নিকট থেকে আসা একটি সাদামাটা ধারণা চিরকালের জন্য আমাদের জীবনকে পরিবর্তীত করে দিয়েছে! হ্যাঁ, আমাদেরকেই পথ চলতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোথায় চলতে হবে সেটি ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছিলেন। “ঋণমুক্ত হতে পেরে, কেমন লেগেছিল গ্যারি?” শান্তি! বিশ্রাম! এই বিষয়ে ভাবুন। আমরা চরম আর্থিক বিপর্যয় থেকে সম্পূর্ণভাবে ঋণমুক্ত হয়েছিলাম। আমরা নগদ অর্থে আমাদের গাড়ি কিনেছিলাম, বাড়ি তৈরী করেছিলাম, এবং আমাদের অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় বস্তু কিনেছিলাম। দীর্ঘ নয় বছর ধরে, আমি প্রতিটি দিনের প্রতিটি মিনিটে অত্যাধিক চাপের মধ্যে থাকতাম। আমার কোনো বিশ্রাম ছিল না। সপ্তাহের যে কোনো দিন হোক বা ছুটির দিন হোক, আমার কাছে সবই সমান ছিল। আমি শান্তিতে ছিলাম না। আমি যেখানেই গিয়েছি, আমার আর্থিক সমস্যা সেখানেই আমার পিছু নিয়েছে। আমাদের আর্থিক অবস্থার জন্য আমি অবিরত অপমান ও মানহানির শিকার হয়েছি। ভয় ছিল আমার চিরসঙ্গী, ভীতির আক্রমণ ও চরম নিরাশার সময় হতাশানাশক ঔষধ ছিল আমার জীবনের পথ।

সকল আর্থিক পরিবর্তন, এবং অবশ্যই আমাদের জীবনে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন ছিল সেগুলি যথাস্থানে থাকবার পর, আপনার হয়তো ভাবতে ইচ্ছা করবে যে আমাদের ব্যক্তিগত অর্থ সম্পদটিই বিজয়। হ্যাঁ, আমাদের যা কিছু প্রয়োজন ছিল, শেষপর্যন্ত সেইগুলি প্রাপ্ত করা একটি বড় বিজয় ছিল নিশ্চয়, কিন্তু প্রকৃত আনন্দের বিষয় হলো ঈশ্বরের রাজ্যকে কাজ করতে দেখা। যখন ড্রেনডা ও আমি বারংবার ঈশ্বরের রাজ্যকে সক্রিয় হতে দেখতাম, আমরা তখন মাঝে মাঝেই বলতাম, “তুমি কি ওটা দেখেছিলে?”

ঠিক যেমন একটি লাইটের সুইচকে অন করে দিলে, সেই আলোতে সকলকিছু পরিষ্কারভাবে দেখা যায়; আপনি সেটি দেখতে পারেন। সেইভাবেই, আপনি যখন অন্ধত্ব নিয়ে ও কোনো সমাধান ছাড়াই জীবনযাপন করবার পর দেখতে সক্ষম হয়ে উঠেন, তখন সেটি একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়ে উঠে। আমাদের প্রকৃত সম্পদ, অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যকে খুঁজে পাওয়া ছিল এক কথায় বিস্ময়কর। তখন

কেমন অনুভুতি হয়েছিল সেই কথাটি আপনাকে বলবার চেষ্টা করা বেশ সহজ – আমার জীবনে প্রথমবারের মত, বিশ্রাম ছিল!

পবিত্র আত্মার নিকট থেকে আসা একটি সাদামাটা ধারণা চিরকালের জন্য আমাদের জীবনকে পরিবর্তীত করে দিয়েছে! হ্যাঁ, আমাদেরকেই পথ চলতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোথায় চলতে হবে সেটি ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছিলেন

নাটকের যবনিকা পতন হয়েছিল! আগে যদি, আমাদের গাড়ির টায়ার ফেটে যেত, তাহলে সেটি একটি বিরাট দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠত। “টাকা কোথায় পাব? আমাদের ক্রেডিট কার্ডে কি ঋণ করবার মত এখনও কোনো সুযোগ রয়েছে?” কিন্তু আজ, যদি কোনো কারণে আমাদের গাড়িও নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমি আমার স্ত্রীকে কেবল এই প্রশ্ন করি, “এইবার কোন রঙের গাড়ি চাও?” কোনো নাটক নয়, ভীতি নয়, ঋণ নয়, শুধুমাত্র বিশ্রাম! আমরা আমাদের কার্য ও আমাদের উদ্দেশ্যে স্থির থাকতে পারি। কোনরকম বেঁচে থাকার জীবনযাপন করা আর নয়, এখন আমরা প্রকৃত জীবন উপভোগ করছি!

> *এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ‘কি ভোজন করিব, কি পান করিব’ বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা ‘কি পরিব’ বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়? আকাশের পক্ষীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তাহারা বুনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া থাকেন; তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও?*
>
> - মথি ৬:২৫-২৬

বিগত ৩৬ টি বছর ধরে, আমি হাজার হাজার মানুষের সাথে তাদের খাবার টেবিলের অপর প্রান্তে বসেছি এবং খুব ব্যক্তিগত স্তরে তাদের আর্থিক সংস্থানের বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমি সারা বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার জনতার ভিড়ের সাথে কথা বলেছি, আর আমি যেখানেই তাকিয়েছি সর্বত্র একটি জিনিস দেখতে পেয়েছি, আর সেটি হলো প্রত্যেকে বিশ্রামের সন্ধান করছে!!!! প্রত্যেকে সপ্তাহের শেষের দিন, ছুটি, বা অবসর গ্রহণের দিকে তাকিয়ে থাকে – থামবার ও বিশ্রাম করবার জন্য।

সাম্প্রতিককালের বেশ কিছু সমীক্ষাগুলি পড়ে আমি দেখেছি যে আমেরিকানদের ৭০% তাদের চাকরিকে পছন্দ করে না, এবং সেই ৭০% এর মধ্যে ২০% আবার সমীক্ষাগুলিতে যুক্ত নয়, এবং অনুমান করা হয় তারা তাদের কাজকে ঘৃণা করে। তারা যেটিকে ঘৃণা করে কেন তারা সেই স্থানে উপস্থিত হয়? তারা এমন কোন ধরণের মানসিক চাপের মধ্যে জীবনযাপন করছে যার কারণে প্রাত্যহিকভাবে এত পরিমাণ মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে? সোজাভাবে বলতে গেলে, তারা দাস। (আমরা সকলেই তাই ছিলাম। আমরা এমন এক পৃথিবীতে বড় হয়েছি যেখানে সফল হওয়ার একমাত্র উপায় হলো বিকল্প পেতে হলে যথেষ্ট অর্থ থাকতে হবে। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই, এমন পরিস্থিতি থাকে না।) জীবনে বিকশিত হওয়ার তাদের স্বপ্নগুলি ধীরে ধীরে ধুসর বর্ণ ধারণ করে এবং যখন তাদের বয়স ৩০,৪০ এমনকি ৫০ এর কোঠাতেও পৌঁছে যায়, তখনও তারা অগ্রগতিহীন চাকরির মধ্যে পড়ে থাকে এবং এইরূপে তাদের জীবন শুধুমাত্র বেঁচে থাকার লড়াইয়ের জীবনে পরিণত হয়।

আর্থিক চাপের জীবনযাপন করা... সৃষ্টির প্রাক্কালে ঈশ্বরের এই প্রকার পরিকল্পনা ছিল না, এবং আজও আপনার জন্য এটি তাঁর পরিকল্পনা নয়

একটি সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে আমেরিকার জনসংখ্যার ৬৯% এর এক হাজার ডলার সঞ্চয়ও নেই1। বেশিরভাগ মানুষ যে মানসিক চাপ ও যাতনার মধ্যে জীবিত থাকে, সেটি তাদের পরিচিতি ও আত্ম-মূল্যের চেতনাকে সংকুচিত করে দেয়। জরুরী প্রয়োজনের কারণে তাদের স্বপ্নগুলি মুলতুবি হয়ে যায় এবং একটি ঘোলাটে হতাশা কর্তৃত্ব ফলাতে থাকে। আনন্দ গায়েব হয়ে যায়।

আমার মনে আছে, একদিন আমি আর্থিক সংস্থান বিষয়ে একজন পালকের সাথে কথা বলছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন তিনি তার পরিচর্যা ও মানুষকে ভালবাসেন, প্রতিদিন সকালে তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে ঘুম থেকে ওঠেন, কিন্তু যখন তার নিজের আর্থিক পরিস্থিতির কথা মনে আসে যখন সেই উচ্ছাস আর থাকে না। তিনি আমাকে বলেছিলেন সেটি সূর্যালোককে ঢেকে দেওয়া একটি প্রকান্ড কালো মেঘখন্ডের ন্যায়, যেহেতু তার মনের মধ্যে নিরাশাজনক ভাবনাগুলি গড়ে ওঠে এবং তাকে জীবনে টিঁকে থাকবার মানসিকতা, আর্থিক নিরাশা, এবং দর্শনহীন দাসত্বের মধ্যে পণবন্দী করে ফেলে।

জীবনের স্থান দখল করেছে অপরের বিজয়। হলিউড বড় পর্দায় জনতাকে অন্যদের বিজয় গাঁথা দেখিয়ে কোটি কোটি ডলার কামিয়েছে। যে সকল লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের জিততে দেখতে পারে না, তারা বড় পর্দায় উপযুক্ত মানুষদের উপযুক্ত জীবনযাপন করতে দেখবার দ্বারা, নিজেদের নীরস খাটুনির জীবন থেকে কয়েক মিনিটের রেহাই পায় এবং তাদের স্বপ্নের জগতে বেঁচে থাকে।

বর্তমানে ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলি প্রতি বছর সারা বিশ্বের দর্শকদের নিকট থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। ২০১৭ সালে NFL প্রতিযোগিতা ৭.৮ বিলিয়ন ডলার; Super Bowl, আনুমানিক ১৫.৫ বিলিয়ন ডলার উপার্জন করেছিল; এবং সেটি কেবলমাত্র একটি খেলা!2 3 লোকেরা তাদের প্রিয় দলের জয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থাকে।

কিন্তু আমাদের যেটি বোঝা প্রয়োজন সেটি হলো আমাদের সকলকে জয়ের জন্য নিরূপিত ও সৃষ্ট করা হয়েছিল – যুদ্ধের মধ্যে, খেলার মধ্যে, এবং শেষপর্যন্ত বিজয়ের নিমিত্ত। বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই আর্থিক নিরাশা কোনো ব্যতিক্রম নয়, তাদের কাছে সেটাই স্বাভাবিক – কাজেই একমাত্র বাঁচবার পথ হলো আমরা সকলে যে জীবনের স্বপ্ন দেখি সেটিকে অপরের জীবনের মধ্য দিয়ে যাপন করা। লটারী জেতবার ফাঁদটি কেমন? কেন “কৌন বনেগা ক্রোড়পতি” টেলিভিশন শো এত জনপ্রিয়? কেন ধনী হওয়ার স্কিম বা প্রকল্পগুলিকে এখনও লোভনীয় বলে মনে হয়? উত্তরটি কী? বিশ্রাম! প্রত্যেকে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, প্রত্যেকে সম্পদ সন্ধানের ভার তাদের স্বপ্নগুলিকে হরণ করে নেওয়া অবস্থায় ঘুম থেকে উঠতে উঠতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আর্থিক চাপের জীবনযাপন নতুন কিছু নয়; বাস্তবে, পৃথিবীতে মানুষ যত কাল যাবৎ রয়েছে ততদিন ধরেই এই বিষয়টিরও উপস্থিতি রয়ে গেছে। তবে, সৃষ্টির প্রাক্কালে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এটি ছিল না, এবং আজও আপনার জন্য এটি তাঁর পরিকল্পনা নয়।

অধ্যায় ২
বৈধ অধিকার

নিরাশা- কিভাবে বিশ্রাম করতে হয় সেটি বোঝবার পূর্বের আমাদের জীবনকে আমি এইভাবেই বর্ণনা করব। আর্থিক বিশৃঙ্খলা ও মানসিক চাপের মধ্যে জীবনযাপন করবার পক্ষে নয় বছর বেশ দীর্ঘ একটি সময়। আমার মনে আছে আমরা যে মাসিক ৩০০ ডলার ভাড়ায় খামারবাড়িটিতে থাকতাম, কষ্টে সৃষ্টে কোনরকম সেই ভাড়ার অর্থ পরিশোধ করতে পারতাম। সেই বাড়ি ভাড়া ছিল খুবই সস্তা। সেই বাড়িটি যে ৮৫ একর আবাদী জমির উপরে অবস্থিত ছিল, সেটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম যে আমি কি কখনও এই রকম একটি জমির মালিক হতে পারব।

সেই জমির মালিক ভবিষ্যতে সেই জমির উপর একটি গল্ফ খেলার মাঠ নির্মাণ করবেন, এবং তিনি চাইতেন যে সেই কাজ শুরু করা পর্যন্ত কেউ একজন সেই জমিটির উপরে নজর রাখবার জন্য সেখানে বাস করুক। তারা সেই কাজ আরো তিন থেকে পাঁচ বছর পর শুরু করবে বলে স্থির করেছিল। পুরনো খামারবাড়িটি "যেমন ছিল তেমনই" থাকবে, আর তারা সেই সময়কালের মধ্যে সেটির মেরামতের জন্য কোনো অর্থ ব্যয় করবে না। আমরা বাড়িটি নিয়েছিলাম, আর বাড়িটিতে বেশ কিছুটা রঙের কাজ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করবার পর, সেই পুরনো বাড়িটি একটি অনুপম সৌন্দর্য্য লাভ করেছিল। সেখানে আমাদের তিন বছর থাকবার পর অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমাদের সেখানে বসবাস করবার অষ্টম বৎসরের মাথাতেও, আমরা কোনো কিছুর মালিক হওয়ার ধারেকাছেও ছিলাম না।

ঈশ্বর আমাকে তাঁর রাজ্যের সম্পর্কে বলবার পর, আমরা যখন তাঁর রাজ্যের নীতি ও ধর্মগুলির বিষয়ে অধ্যয়ণ ও সেগুলিকে প্রয়োগ করা শুরু করেছিলাম, তখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া শুরু হয়েছিল। শুরুর দিকে যখন আমাদের আর্থিক সংস্থানের হাল ফিরতে শুরু করেছিল, তখন আমরা ছোট ছোট সাফল্যতেও অতি রোমাঞ্চিত হয়ে পড়তাম। আমার সেই পুরনো খামারবাড়িটির জন্য একটি থালা ধোয়ার মেশিন কেনবার কথা মনে আছে, আর ড্রেনডা ও আমি খুব আনন্দিত ছিলাম, বিশেষ করে ড্রেনডা! যদিও সময় বিশেষে আমি তাকে থালা ধোয়ার কাজে সাহায্য করতাম ঠিকই, কিন্তু আমাকে আমার ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকতেও হত। সেই সময় বাড়িতে চারটি সন্তান নিয়ে, তিনিই সবসময় থালা পরিস্কার করতেন। আমরা যখন সেই যন্ত্রটি কিনেছিলাম, তখন আমার মনে আছে তাকে আমি এই রকম কিছু একটা বলেছিলাম, “বিশ্বাস করতে পারো যে আমরা নগদ টাকা দিয়ে একটি নতুন থালা ধোয়ার মেশিন কিনেছি?” জানি, আপনি মনে মনে চিন্তা করছেন, “একটা থালা ধোয়ার মেশিন কেনার মধ্যে কী এমন বাহাদুরী আছে?” বেশ কথা, ওই মেশিন কেনবার সাথে অন্য কিছুর তুলনা করবার জন্য, আপনাকে আমাদের সেই খামারবাড়ির রান্নাঘরের অন্যান্য সরঞ্জামের দিকে নজর দিতে হবে। আমাদের স্টোভ ও রেফ্রিজারেটর দুটোই ছিল সবজে রঙের আর সেগুলি ২৫ বছর পুরনো। কাজেই সেটির সাথে তুলনা করলে, একটি নতুন থালা ধোয়ার মেশিন কেনা ছিল আমাদের পক্ষে একটি বিরাট সাফল্য।

ঈশ্বর যেভাবে আমাকে এমন একটি ব্যবসা আরম্ভ করবার জন্য স্বপ্ন ও পরিকল্পনা দিয়েছিলেন যেটি আমাদের আর্থিক বিশৃঙ্খলার সমাধান হয়ে উঠবে, শেষ অধ্যায়ে আমি সেই কথা বলেছি। আপনি হয়তো ভাববেন, “ঈশ্বর যদি আমাকেও তেমন কোনো একটা পথ বলে দিতেন।” সুখবর হলো এই যে তিনি সেটি করতে চান, কিন্তু সেই প্রকার সাহায্যের নাগাল পাওয়ার পূর্বে, যেভাবে ঈশ্বরের রাজ্য পরিচালিত হয় তার সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। সেই দিন স্বপ্নের মধ্যে আমি যে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত করেছিলাম সেটি ঘটবার একমাত্র কারণ ঈশ্বর তাঁর রাজ্যের বিষয়ে আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেটি এবং সেটি তিনি আমাদের যা দেখিয়েছিলেন সেগুলিকে প্রয়োগ করবার একটি সরাসরি ফলাফল। যদিও আমি আমার আগের বইটিতে সবিস্তারে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে আলোচনা

করেছি, তবুও যে অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে আমাদেরকে সেই অবস্থানটি প্রদান করবার জন্য এখানে আমার সেটির পুনরীক্ষণ করা প্রয়োজন।

লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করে যে ঈশ্বরের রাজ্য বলতে আমি বোঝাতে চাই। যদিও আমি একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী ছিলাম তথাপি ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমি জানতাম যখন আমার মৃত্যু ঘটবে, তারপর আমি স্বর্গে যাবো, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ে ও বাস্তবে সেই রাজ্য কিভাবে পরিচালিত হয় সে ব্যাপারে আমার কোনো বোধ ছিল না। এই ধারণাটিকে বুঝতে হলে, রাজ্য শব্দটির অর্থ কী সেটি আপনার বোঝবার প্রয়োজন। আক্ষরিক অর্থে, এই শব্দটির অর্থ রাজার কর্তৃত্ব। একজন রাজার রাজ্য উক্ত রাজার মুখের কথায় পরিচালিত হয়ে থাকে। তার মুখের কথা সেই আইনে পরিণত হয় যা তার রাজ্য ও তার নাগরিকদের জীবনকে পরিচালিত করে। একটি রাজ্যের সাথে যুক্ত অপর একটি ধারণা হলো লক্ষ লক্ষ মানুষের জনতা একটি রাজ্য গড়ে তোলে না। রাজ্য এমন একটি আইন সহ সরকারের থেকে গড়ে উঠে যেটি রাজার আইনকে উক্ত রাজ্যের প্রত্যেকজন বৈধ নাগরিকের উপরে লাগু করে। ঈশ্বরের যে স্বীকৃত আইন বা ধর্মসহ একটি রাজ্য রয়েছে যেগুলি তাঁর রাজ্যের প্রতিজন বৈধ নাগরিকের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য এই ধারণাটি অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের মধ্যে বাতিল বলেই মনে হয়। অধিকাংশ খ্রীষ্টবিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর কোন প্রার্থনার উত্তর দেবেন বা কার প্রতি তিনি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করবেন সেটি তিনি স্থির করেন। তারা বিশ্বাস করে যে তারা যদি অতি দীর্ঘ সময় ধরে উপবাস করে বা ঈশ্বরের জন্য অধিক আত্মিক কার্য করে, তাহলে তারা তাঁর করুনার দৃষ্টি লাভ করবে। বন্ধু আমার, ইতিমধ্যেই আপনি তাঁর অনুগ্রহে রয়েছেন।

> *অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটীর লোক*
>
> - ইফিষীয় ২:১৯

আপনি কেবলমাত্র তাঁর রাজ্যের নিছক একজন নাগরিক নন, আপনি তাঁর আপন বাটীর লোকও বটে, রাজার একজন পুত্র বা কন্যা। আপনার ও আমার কাছে এর অর্থ কী গালাতীয় ৪ অধ্যায় সেটিকে আরো পরিস্কার করে দেয়।

'কিন্তু আমি বলি, দায়াধিকারী যত কাল বালক থাকে, তত কাল সর্ব্বস্বের স্বামী হইলেও দাসে ও তাহাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; কিন্তু পিতার নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত সে পালকদের ও ধনাধ্যক্ষদের অধীন থাকে। তেমনি আমরাও যখন বালক ছিলাম, তখন জগতের অক্ষরমালার অধীন দাস ছিলাম। কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হইলেন, যেন তিনি মূল্য দিয়া ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে মুক্ত করেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব প্রাপ্ত হই। আর তোমরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের আত্মাকে আপনার নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন; ইনি "আব্বা, পিতা" বলিয়া ডাকেন। অতএব তুমি আর দাস নও, বরং পুত্র; আর যখন পুত্র, তখন ঈশ্বরকর্ত্তৃক দায়াধিকারীও হইয়াছ।

- গালাতীয় ৪:১-৭

আপনি একজন পুত্র বা কন্যারূপে সমগ্র রাজ্যের একজন দায়াধিকারী, এবং তাঁর রাজ্যের একজন নাগরিকরূপে আপনার বৈধ অধিকার রয়েছে! এক মিনিটের জন্য সেটিকে প্রবেশ করতে দিন – ইতিমধ্যেই আপনার কাছে পূর্ণ বিষয়টি রয়েছে। আপনার প্রয়োজনীয় এমন কোনো কিছু নেই যা ইতিমধ্যেই আপনার নিকট নেই। কাজেই ভিক্ষা ও ক্রন্দন করা থামান। আপনার নিকট ইতিমধ্যেই যা রয়েছে এমন কোনো কিছুর জন্য আপনি ভিক্ষা করতে পারেন না। ঈশ্বর কাকে সাহায্য করবেন এবং কাকে করবেন না সেই বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের একজন পুত্র বা কন্যা, এরই মধ্যে সেই ব্যক্তির নিকট তাঁর সাহায্য রয়েছে।

অনুভূতিগুলি সুন্দর, এবং আমি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে ভালবাসি, কিন্তু যখন বৈধ বিষয়গুলির প্রশ্ন উঠে, তখন পরিত্রাণ প্রাপ্ত করবার জন্য আমার নিজেকে পরিত্রাণ প্রাপ্ত বোধ করবার প্রয়োজন নেই

আমি এই বিষয়টিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক হওয়ার সাথে তুলনা করি। আপনি যদি একজন নাগরিক হয়ে থাকেন, তাহলে আইন যা বলে সেটিকে লাগু করবার জন্য আপনার কাছে ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সমর্থন

রয়েছে। আপনার নাগরিকত্বের সাথেই এই সুবিধাটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আপনি ঈশ্বরের সাহায্য উপার্জন করবার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে উপবাস ও প্রার্থনা করতে পারেন না; যীশু যা করেছিলেন, তার মাধ্যমে তিনি বিনামূল্যে আপনাকে সেটি প্রদান করেছেন। তাই সেটিকে উপভোগ করুন। সেটি আপনার!

> *এবং তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন; উদ্দেশ্য এই, খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি প্রদর্শিত তাঁহার মধুর ভাব দ্বারা যেন তিনি আগামী যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহ-ধন প্রকাশ করেন।*
>
> - ইফিষীয় ২:৬-৭

"তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন" এই বাক্যাংশটি ঈশ্বরের রাজ্যে আপনার বৈধ অবস্থানের বিষয়ে বলছে। যীশু পিতার দক্ষিণ দিকে উপবিষ্ট, এবং আপনিও সেই স্থানে রয়েছেন, কারণ আপনি খ্রীষ্টের দেহ। সেই কারণে, ঈশ্বরের যা কিছু রয়েছে, যীশুর সাথে আপনি সেই সকল কিছুর সহ-দায়াদ। আমি জানি সেই বিষয়ে ভাবা অবিশ্বাস্য, কিন্তু এটিই সত্য। আপনার সকল কিছু রয়েছে; আপনি ঈশ্বরের বাটীর লোক, এবং এটি পারিবারিক বিষয়! কিন্তু যেহেতু দিয়াবল আপনার প্রকৃত পরিচয় ও আপনার নিকট যা কিছু রয়েছে সেগুলিকে আড়াল করবার চেষ্টা করেছে, তাই অধিকাংশ মানুষ, এমনকি খ্রীষ্টবিশ্বাসীরাও, সেই সকল লোকেদের ন্যায় জীবনযাপন করে, যারা বেঁচে থাকবার জন্য পৃথিবীর অভিশপ্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা আবদ্ধ রয়েছে!

যে প্রধান বিষয়টি আমার জীবনকে পরিবর্তিত করেছিল সেটি হলো যখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ঈশ্বরের রাজ্য একটি আইন বা ধর্ম সম্বলিত একটি সরকার বা বাইবেলের পরিভাষায় যাকে কর্তৃত্বভার বলা হয়, এবং সেই রাজ্যের একজন নাগরিকরূপে সেই রাজ্যে আমার বৈধ অধিকার ও সুবিধা রয়েছে। অনুভুতিগুলি সুন্দর, এবং আমি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে ভালবাসি, কিন্তু যখন বৈধ বিষয়গুলির প্রশ্ন উঠে, তখন পরিত্রাণ প্রাপ্ত করবার জন্য আমার নিজেকে পরিত্রাণ প্রাপ্ত বোধ করবার প্রয়োজন নেই। এটি একটি বৈধ বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক হওয়ার জন্য আমার নিজেকে একজন মার্কিন

নাগরিকরূপে অনুভব করবার প্রয়োজন নেই। আগে থেকেই আমি জানি যে সেটি একটি আইনি বিষয়, এবং এই দেশে আমার জন্ম হওয়ার কারণে আমার নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত হয়েছে। ঈশ্বরের সাক্ষাতে যখন আপনি ধার্মিক থাকেন এবং আপনি কী রকম অনুভব করেন তার পরিবর্তে আপনার জীবন যখন ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তখন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে!

> *আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি তাহা শুনেন, তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি, সেই সকল পাইয়াছি।*
> -- ১ যোহন ৫:১৪-১৫

এক মিনিটের জন্য এই বাক্যের সম্পর্কে চিন্তা করুন; এটি আমার প্রিয় পদগুলির একটি। আমি যদি তাঁর ইচ্ছানুসারে কোনো কিছু যাচ্ঞা করি, আমি জানি তিনি সেটি শ্রবণ করেন! আপনি আপনার কান দিয়ে যে শব্দ তরঙ্গ শ্রবণ করে থাকেন এই বাক্য সেটির প্রতি ইঙ্গিত করছে না। এটি একটি আইনি বিবৃতি। একজন বিচারক ও তার আদালত কক্ষের কথা চিন্তা করুন। একজন বিচারক যদি কোনো একটি মোকদ্দমার শুনানি গ্রহণ করতে চান, তার অর্থ হলো তিনি আইন যা বলে তার উপর ভিত্তি করে কোনো একটি বিষয়ের নিস্পত্তি করতে সম্মত হয়েছেন। আমাদের বেলায়, যেহেতু আমরা রাজার আইন অনুসারে যাচ্ঞা করেছি, তাই এরই মধ্যে আমরা জানি যে তিনি তাঁর নিজের আইন লাগু করবেন। সেইভাবেই, আমরা ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত; কোনো অনুমান করার অবকাশ সেখানে থাকবে না।

যেমন ধরুন যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো রাজা নেই তাই এটি কোনো রাজ্য নয়, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এমন কিছু আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে, যেগুলি প্রতিজন বৈধ নাগরিকের জন্য সমান ও প্রাপ্তিসাধ্য। সেই একইভাবে ঈশ্বরের রাজ্যও কিছু আইনের বা ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়, যে আইনগুলি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই প্রতিজন নাগরিকের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য। বাইবেলে আমরা যে কাহিনীগুলি পাঠ করি, সেগুলি কেবলমাত্র আমাদেরকে মুগ্ধ করবার জন্য নয়

বরং আমাদের নিমিত্ত সেই সকল ধর্মগুলিকে ব্যাখ্যা করবার জন্যও দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা সেগুলিকে শিখতে ও ব্যবহার করতে পারি। ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে মানুষের কাছে সেটি ব্যাখ্যা করবার সময়ে যীশু বহুবার "ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ" এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করতেন। যীশু যখন দৃষ্টান্তকথাগুলি বলতেন তখন তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের সেই ধর্মগুলির দিকে ইঙ্গিত করতেন। তিনি কিভাবে সেই ধর্মগুলি কার্যকর হয় তার একটি দৃশ্য ছবি দিতেন অথবা কেন কোনো ঘটনা ঘটে সেটিকে চিহ্নিত করতেন। কিছু কারণের জন্য, মানুষের এই বিষয়ে কোনো ধারণা নেই যে ঈশ্বরের রাজ্যের কিছু ধর্ম রয়েছে যা সেই রাজ্যের কার্যকারীতা পরিচালিত করে। অনেকে মনে করে যে ঈশ্বর নিজের ইচ্ছামত যখন তখন যা কিছু করতে পারেন, কারণ তিনি ঈশ্বর। আমি এই বিষয়ে একমত হব যে ঈশ্বরের নিজের ইচ্ছামত যা কিছু করবার ক্ষমতা রয়েছে; তবে, তিনি তাঁর নিজের আইনেই বাঁধা। আমি জানি এই কথাটা আপনার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু নিজের কথার সমর্থনে, আসুন মার্ক ৬ অধ্যায়টিতে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

> *তখন যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, আপনার দেশ ও আত্মীয় স্বজন এবং আপনার বাটী ভিন্ন আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন না। তখন তিনি সে স্থানে আর কোন পরাক্রম-কার্য্য করিতে পারিলেন না, কেবল কয়েক জন রোগগ্রস্ত লোকের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। পরে তিনি চারিদিকে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ দিলেন।*
>
> - মার্ক ৬:৪-৬

আপনি যখন এই পদগুলিকে পাঠ করেন, তখন দুটি বিষয় আপনার চোখে পড়া উচিত যে বিষয়গুলি ঈশ্বরের রাজ্যের কার্যকারিতা সম্পর্কে আপনাকে অন্তর্দৃষ্টি দেয়।

কোন পরাক্রম-কার্য্য করিতে পারিলেন না....

সর্বপ্রথম অনেক খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা এই পদটিকে দেখে নি, এবং আপনি যদি বলেন যে বাইবেলে এমন কিছু পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে যীশু সুস্থ করতে পারেন

নি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তারা আপনার সাথে তর্ক জুড়ে দেবে। কিন্তু আপনি তো দেখতেই পেলেন যে যীশু পরাক্রম কার্য করতে পারলেন না। আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে ঈশ্বরের রাজ্য কিছু ধর্ম বা নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়, তারপর আপনি এই কাহিনীর মধ্যে গভীরতরভাবে দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করবেন। অধিকাংশ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের পক্ষে মামুলি ধারণাটি হবে এই যে যীশু সুস্থ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আপনার যদি ঈশ্বরের রাজ্যের বৈধতার সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকে তাহলে এই কথাটিকেই যৌক্তিক বলে মনে হবে। যীশুর নিকট রোগ আরোগ্যকারী শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি তা করেন নি, বৈধ কর্তৃত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা ছাড়াই এই কথা জানলে তো স্বাভাবিকভাবেই আপনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে তিনি সুস্থ না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে?

যখন কেউ কেউ কোনো একটি সমস্যা বা ক্লেশের কথা বলে যার মধ্যে দিয়ে হয় তারা নিজেরা অথবা তাদের কোনো একজন বন্ধু পার হচ্ছে, তখন আপনি হয়ত তাদেরকে এই কথাগুলি বা এই সকল বাক্যগুলির মত অন্য কোনো কথা বলতে শুনবেন, "ঈশ্বর এটি ঘটতে দিয়েছিলেন" বা "ঈশ্বরই ভালো বলতে পারবেন" বা "ঈশ্বর এই সবের সমস্ত কিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন"। সাধারণ খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা এই জায়গাতেই আটকে থাকে। ঈশ্বরের রাজ্যের নীতিগুলি অথবা প্রকৃতপক্ষে যীশুকে কোন বিষয়টি বাধা দিয়েছিল সেটি না জেনে, তারা একমাত্র যে উপসংহারে উপনীত হতে পারে সেটি হলো সেই সকল লোকেদের সুস্থ করাটি নিশ্চয় ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না। আমার বন্ধু, বাইবেল বলে না যে তিনি সুস্থ না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাইবেল বলে যে তাদের বিশ্বাসের ঘাটতির কারণে তিনি তাদেরকে সুস্থ করতে পারেন নি। আপনি যখন উপলব্ধি করবেন যে এই কাহিনীতে আরোগ্য সাধনে বাধাটি ঈশ্বরের আরোগ্য করবার ইচ্ছার অভাব নয়, বরং, সেখানে কর্তৃত্বের আত্মিক কিছু নীতি ছিল যেগুলি ঈশ্বরের ক্ষমতাকে থামিয়ে দিয়েছিল।

অন্যান্য কাহিনীগুলিতে, আপনি উপলব্ধি করবেন যে কোনো একটি পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অন্তর্ভুক্ত করবার বা না করবার (যেমনটি এই কাহিনীতে দেখা গেল) জন্য ঈশ্বরের শক্তির কর্তৃত্ব থাকবার পেছনে আইনি কারণ রয়েছে। সুতরাং, কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের এই নীতিগুলি কার্য করে, সেটি জানা আপনার পক্ষে

অতি জরুরী। কোনো একদিন যখন আপনার স্বর্গ থেকে একটি পরশ লাভ করবার প্রয়োজন হতে পারে, তখন আপনি চাইবেন না যে স্বর্গের ক্ষমতার শর্ট সার্কিট ঘটুক, বরং, আপনার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উৎপন্ন করবার স্বাধীনতা সেই শক্তির থাকুক। আর ঠিক সেই কারণেই আমি এই বইটি লিখেছি।

প্রকৃত অর্থে আপনার যাত্রা শুরু করবার জন্য, আমি সুপারিশ করব যে আপনি আপনার মনের একটি পরিচ্ছন্ন অবস্থা সহকারে শুরু করুন এবং এটি উপলব্ধি করুন যে কেন ঈশ্বর কোনো কিছু করেন বা করেন না সারা জীবন ধরে সেই সম্পর্কিত যে ধর্মীয় উত্তরগুলি আপনি শুনেছেন সেগুলিকে বিসর্জন দিতে হবে। আমি আশা করি যে এখন আপনি জানেন যে, ছোট্ট ছেলে জন কেন মারা গিয়েছিল, এই বিষয়ে বলতে গিয়ে সাধারণভাবে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, আপনাকে সেই ব্যাখ্যা বাতিল করতে হবে। "ঈশ্বরই ভালো জানেন, তিনিই সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন" ইত্যাদি। না, যীশু কেন সুস্থ করতে পারেন নি সেটি এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের পরাক্রমের প্রবাহকে যে ধর্ম বা নীতিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি আপনার জানা প্রয়োজন। "যীশু কেন সুস্থ করতে পারেন নি?" আপনার এই প্রশ্নটির উত্তর জানা প্রয়োজন। আমি যদি বলি যে সেই প্রশ্নটির একটি উত্তর রয়েছে, তাহলে আমার কথাটি বেশিরভাগ মানুষকে অসন্তুষ্ট করে তুলবে। কিন্তু আমি শুধু সেই কথাটাই বলছি যা বাইবেল বলে, এবং আমি পুনরায় বলছি যে আপনাকে অতি অবশ্যই সেই প্রশ্নটির উত্তর জানতে হবে।

তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদেরকে আরোগ্যতার, পুনরুদ্ধারের, আর্থিক বৃদ্ধি, এবং আরো অনেক কিছুর প্রতিজ্ঞা করে - কেবলমাত্র ক্লেশ বা বিপর্যয়ের কারণে যাতনা সহ্য করবার সক্ষমতা থাকাই নয়

ওই কাহিনীটিতে যীশু কেন সুস্থ করতে পারেন নি তার একটি সরল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো সেই সুস্থতা সাধন করবার মত বৈধ অধিকার স্বর্গের কাছে ছিল না। সেই অধিকারটি পার্থিব রাজ্যে একজন পুরুষ বা নারী স্বর্গ যা বলে সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমনা হয়ে তাদের বিশ্বাসের দ্বারা প্রদান করে থাকে। যদিও আমরা উভয়েই এই বিষয়ে একমত হব যে যীশুর কাছে মানুষকে সুস্থ করবার পরাক্রম ও ইচ্ছা দুই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা করতে পারেন নি। যীশু

নিজেই বলেছিলেন যে সুস্থ করতে ব্যর্থ হওয়াটি তাঁর নিজস্ব কোনো দুর্বলতার কারণে ঘটে নি, বরং সেটি হয়েছিল কারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল না। এটিকে লিখে রাখুন! এখানে একটি প্রধান বিষয় রয়েছে! বিশ্বাস!

আমার আগের বইটিতে, বিশ্বাস কাকে বলে, কিভাবে সেটি কাজ করে, আমাদের কেন বিশ্বাসের প্রয়োজন, কেন ঈশ্বরের বিশ্বাস প্রয়োজন, কিভাবে আমরা বিশ্বাস পাই, এবং কিভাবে আমরা জানবো যে আমরা বিশ্বাসে রয়েছি কিনা এই সকল বিষয় ব্যাখ্যা করবার জন্য আমি অনেকটা সময় ব্যয় করেছি। ঈশ্বরের রাজ্যের এই সর্বাধিক মূল নীতিটির বিষয়ে আপনার ধারণা গুরুত্বপূর্ণ, এই কথা বললে সুবিচার করা হবে না। এটি জীবন ও মৃত্যুর মত!

কিছুদিন আগে আমি একটি সু-পরিচিত খ্রীষ্টীয় মিনিস্ট্রি বা পরিচর্যাকারী সংস্থার পক্ষ থেকে একটি সংবাদপত্র পেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত, এই পত্রটির বিষয়বস্তু অধিকাংশ খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা যা বিশ্বাস করে একদম সেই রকম। এখানে আমি কিছুটা বলছি।

পত্রটি **দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:৬** থেকে নেওয়া একটি মহান বাক্য দ্বারা শুরু হয়েছে।

> *তোমরা বলবান হও ও সাহস কর, ভয় করিও না, তাহাদের হইতে মহাভয়ে ভীত হইও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপনি তোমার সহিত যাইতেছেন, তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না, তোমাকে ত্যাগ করিবেন না*

তারপর সেই পত্রটি এই কথাগুলি বলে...

"ঈশ্বর সন্ত্রাসবাদ ও যাতনা কেন থামিয়ে দেন না? কেন তিনি মানুষের মৃত্যু হতে দেন? প্রশ্নের বৃদ্ধি ঘটে, এবং এই বিষয়ে সত্যটি হলো এই যে আমরা মোটেই সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। কেন ঈশ্বর কিছু কিছু ঘটনা ঘটবার সুযোগ দেন আমরা তা জানি না। আমরা যেটি জানি তা হলো ঈশ্বরের প্রেম সিদ্ধ। তাঁর পথ সর্বদাই আমাদের পথের উর্দ্ধে। আমাদেরকে তাঁর সেই প্রতিজ্ঞাসমূহতে বিশ্বাস করতে হবে যা আমাদের বলে যে তিনি আমাদের সহ্য সীমার অধিক কিছু দেবেন না, কিন্তু তিনি যা কিছু আমাদের দেন, তিনি পথের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের সাথে থাকবেন।

ভুল ভুল ভুল! বলা ভালো যে বাইবেল আমাদেরকে ঠিক এর বিপরীত কথাটি বলে।

> *মনুষ্য যাহা সহ্য করিতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা সহ্য করিতে পার*
>
> \- ১ করিন্থীয় ১০:১৩

তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদেরকে আরোগ্যতার, পুনরুদ্ধারের, আর্থিক বৃদ্ধি, এবং আরো অনেক কিছুর প্রতিজ্ঞা করে – কেবলমাত্র ক্লেশ বা বিপর্যয়ের কারণে যাতনা সহ্য করবার সক্ষমতা থাকাই নয়। সিদ্ধ প্রেম সমাধান দেয়। এই বিষয়ে আমি লম্বা আলোচনা করতে পারি, কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের সম্পর্কে এটিই বিশ্বাস করে। কোনো মানুষ কিভাবে এই কথা চিন্তাতেও আনতে পারে যে ঈশ্বর, যার প্রেম সিদ্ধ, তিনি একজন ব্যক্তিকে ক্যান্সারের মত রোগ দেবেন বা যখন তাঁর নিকট সেই সব রোগীদের সুস্থ করবার ক্ষমতা রয়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে সুস্থ করতে অস্বীকার করবেন, তা আমার বোঝার ক্ষমতার বাইরে। যখন তাদেরকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখনও তাদের সাধারণ উত্তরটি হয় এইরূপ: তাঁর পথ আমাদের পথ নয়। মস্করা করছেন নাকি? আমাদের নিকট সিদ্ধ প্রেম নেই তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সন্তানদের প্রতি এমনটি করব না! অপরদিকে, তিনি তাঁর বাক্যে তাঁর পরিকল্পনার কথা অতি স্পষ্ট করেছেন। সেই সংবাদপত্রটি বলতে চেয়েছিল যে তিনি আমাদের যা কিছু দেন, আমরা যখন সেগুলির কারণে যাতনা ভোগ করব তখন তিনি সেই পথের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি থাকবেন। ঈশ্বর কি আমাদের এমন কিছু দিতে চলেছেন যেটি মন্দ? না, বাইবেল যখন আমাদের বলে যে তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন এবং কখনই তিনি আমাদের পরিত্যাগ করবেন না, তখন তার অর্থ এই যে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞাকে সফল করবার জন্য আমাদের সাথে সেই স্থানে থাকবেন! বন্ধু আমার, ঈশ্বর আমাদের শত্রু এহেন শিক্ষা ঈশ্বর হতে নয়। আমি যে ঈশ্বরের পরিচর্যা করি এটি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে না, এবং আমি আশা করি, আপনি এটিকে সহ্য

করবেন না। আপনার মন্ডলী যদি এই প্রকারের আবর্জনা শিক্ষা দেয়, তাহলে আপনার উচিত অবিলম্বে সেই মন্ডলী ত্যাগ করা!

ঈশ্বর প্রেম এবং বাক্য বলে যে প্রেম কখনও ব্যর্থ হয় না। তবে, যেটি ব্যর্থ হয়, সেটি হলো ঈশ্বরের অধিকার, পার্থিব জগতে বা রাজ্যে হস্তক্ষেপ করবার তাঁর সেই সক্ষমতা, যা আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা উৎপন্ন হয়। আবারও, এটি কোনো গায়ে কাঁটা দেওয়ার মত বিষয় নয়, অনুভুতির বিষয় নয়, বা অন্য কোনো কিছু নয়, এটি একটি আইনি বিষয়। এটি নিছক একটি আইনি বিষয় যেটি আপনার অবশ্যই জানা প্রয়োজন। যে কথা আমি বলেছি, যেহেতু পার্থিব রাজ্যে মানুষের অধিকার রয়েছে, তাই ঈশ্বর যা খুশি তাই করতে পারেন না। সেই পরিস্থিতিটিতে ঈশ্বরের পরাক্রম নিয়ে আসবার ও ধার্মিকতা উৎপন্ন করবার উদ্দেশ্যে স্বর্গকে অধিকার দেওয়ার জন্য স্বর্গের সাথে আপনার চুক্তি, আপনার বিশ্বাস এইগুলি প্রয়োজন। বন্ধু, বিশ্বাস কাকে বলে এবং ঈশ্বরের থেকে গ্রহণ করবার জন্য কেন সেই বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় আপনাকে অবশ্যই তা জানতে হবে।

আপনি যদি আমার পূর্ববর্তী বইটি (আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: আজ্ঞাবহতার শক্তি) না পড়ে থাকেন, তাহলে বিশ্বাস কাকে বলে আমি সংক্ষেপে সেটির পর্যালোচনা করি। যদিও আপনি ধরে নিতেই পারেন যে বিশ্বাস এই শব্দটিকে ব্যবহারকারী প্রায় প্রতিজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী জানবে যে বিশ্বাস কাকে বলে, কিন্তু আপনার ধারণা ভুল। বৈধ অধিকার সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক ধারণাকে বুঝতে গেলে আমাদের অল্পসল্প ইতিহাসের পড়াশোনা করতে হবে।

আসুন **রোমীয় ৪:১৮-২১** দেখা যাক:

> *অব্রাহাম প্রত্যাশা না থাকিলেও প্রত্যাশাযুক্ত হইয়া বিশ্বাস করিলেন, যেন 'এইরূপ তোমার বংশ হইবে,' এই বচন অনুসারে তিনি বহুজাতির পিতা হন। আর বিশ্বাসে দুর্ব্বল না হইয়া, তাঁহার বয়স প্রায় শত বৎসর হইলেও, তিনি আপনার মৃতকল্প শরীর, এবং সারার গর্ভের মৃতকল্পতাও টের পাইলেন বটে, তথাপি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন না; কিন্তু বিশ্বাসে বলবান্ হইলেন, ঈশ্বরের গৌরব*

করিলেন, এবং নিশ্চয় জানিলেন, ঈশ্বর যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সফল করিতে সমর্থও আছেন।

অব্রাহম আমাদের বিশ্বাসের আদিপিতারূপে পরিচিত। তিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত ছিলেন যে ঈশ্বর যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেটি করবার মত ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। ঈশ্বরের সাথে ঐক্যমত্ত হয়ে, সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত থাকাকে বিশ্বাস বলা হয়। সেই চুক্তিটি ছাড়া, ঈশ্বর পার্থিব রাজ্যে কার্য করতে পারেন না। তাই আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, "কেনই বা কোনো কিছু করবার জন্য ঈশ্বরের এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রয়োজন হবে যে ব্যক্তিটি তাঁকে কোনো কিছু করবার সুযোগ দেবে বা তিনি যেটি করবেন বলে মনস্থ করেছেন সেই কাজ করতে তাঁকে বাধা দেবে? তিনি তো ঈশ্বর।" এই প্রশ্নের উত্তরটি দেওয়ার জন্য, আমাদেরকে সৃষ্টির আদিকালে আদমের সময়ের দিকে, দ্রুত দৃষ্টিপাত করতে হবে।

তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, প্রতাপ ও সমাদর-মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ; এবং তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে স্থাপন করিয়াছ; সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ।" বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি তাহার অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই; কিন্তু এখন এ পর্য্যন্ত, আমরা সকলই তাহার অধীনীকৃত দেখিতেছি না।

- ইব্রীয় ২:৭-৮

এই পদগুলি সৃষ্টি কালে আদম ও হবার কথা বলছে। দয়া করে লক্ষ্য করবেন যে পৃথিবীতে এমন কিছুই ছিল না যা তাদের বৈধ অধিকারের অধীনস্ত নয়। আদমকে ঈশ্বরের রাজ্যের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক অধিকারের সাহায্যে পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে রাখা হয়েছিল। তিনি সমগ্র ভূমির উপরে রাজত্ব করেছিলেন।

পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের

পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্ত্তৃত্ব করুক

- আদিপুস্তক **১:২৬**

কাজেই, আবারও, আমরা দেখি যে আদম প্রতিনিধিত্বমূলক অধিকারের সাহায্যে পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করেছিলেন এবং গৌরব (অভিষেক বা শক্তি) ও সমাদরে ভুষিত হয়েছিলেন। এমন কিছুই ছিল না যা তাঁর অধীনে ছিল না। বরং, আপনি যদি সৃষ্টি বিবরণ পাঠ করেন, তাহলে দেখবেন বাস্তবে আদম প্রানীদের নামকরণ করেছিলেন, এবং তিনি সমগ্র পৃথিবীর উপরে ছিলেন। যেমনটি আমরা সকলে জানি, আদম শয়তানের উপর নিজ কর্তৃত্বের স্থানটি হারিয়ে ফেলেছিলেন, যে শয়তান হবাকে প্রবঞ্চিত করেছিল এবং আদমকে ঈশ্বরের কর্তৃত্বভারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রলোভিত করেছিল, আর আদম সেই বিদ্রোহ করেছিল। পৌল ২ করিন্থীয় ৪:৪ এ লিখেছিলেন যে আদমের বিদ্রোহের মাধ্যমে, শয়তান এই জগতের দেবে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন নি যে শয়তান একজন দেবতা, তিনি বলেছিলেন যে শয়তান এই জগতের দেবতা, অর্থাৎ তার কাছে এখানকার বৈধ আত্মিক অধিকার ছিল। যদিও মানুষ তারপরেও এই পৃথিবীতে বাস করত, কিন্তু আত্মিকভাবে সে ছিল ঈশ্বরের নিকট মৃত। মানুষের আত্মা, যেটিকে ঈশ্বরের আত্মার সাথে একত্রে গমনাগমন করবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তখন সেই আত্মা তাঁর থেকে বিচ্ছিন হয়ে গিয়েছিল। মানুষ তার নিজের বোধ, মন, ইচ্ছা ও আবেগ দ্বারা চালিত হওয়া শুরু করেছিল।

পরে সে তাঁহাকে উপরে লইয়া গিয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে জগতের সমস্ত রাজ্য দেখাইল। আর দিয়াবল তাঁহাকে বলিল, তোমাকেই আমি এই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ও এই সকলের প্রতাপ দিব; কেননা ইহা আমার কাছে সমর্পিত হইয়াছে, আর আমার যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করি; অতএব তুমি যদি আমার সম্মুখে পড়িয়া প্রণাম কর, তবে এ সকলই তোমার হইবে

- লুক ৪:৫-৭

আপনি লক্ষ্য করবেন যে শয়তান বলে যে পৃথিবীর উপর তার যে কর্তৃত্ব রয়েছে, সেটি তার প্রতি **"সমর্পিত"** হয়েছিল। আমরা নিশ্চয় জানি যে তাকে যে

ব্যক্তি এই কর্তৃত্ব দিয়েছিল, সৃষ্টিকালে সেই ব্যক্তি ছিল এই কর্তৃত্বের বৈধ অধিকারী। সেই ব্যক্তি হলো আদম। এটি গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবে, শয়তান যদি অবৈধভাবে পার্থিব রাজ্যে সিঁদ কেটে ঢোকার চেষ্টা করত, তাহলে তাকে তৎক্ষনাত ধাক্কা দিয়ে বাইরে নিক্ষিপ্ত করা হত। আপনি যদি এমন একজন পুলিশ অফিসারের কথা চিন্তা করতে পারেন যিনি কোনো কিছুকে থামবার আদেশ দেন, তাহলে আমি কেন বলছি যে শয়তানকে বলপূর্বক নিক্ষেপ করা হত, সেই বিষয়ে আপনার একটি ভালো ধারণা হবে। অফিসার যে ব্যাচ পড়ে থাকেন সেটি দর্শায় যে তার মুখের কথাকে সমর্থন করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র শক্তি ও ক্ষমতা কার্যকর রয়েছে।

আদম ঈশ্বরের কর্তৃত্বভারের পক্ষে কর্তৃত্ব করবার যে কিরীটটি পরিধান করেছিলেন (তিনি যে পদমর্যাদায় ছিলেন), সেটি তাকে সাহায্য করবার জন্য ঈশ্বরের সমস্ত পরাক্রম আনয়ন করেছিল। পৃথিবীতে আদমের পদমর্যাদার কারণে, পার্থিব রাজ্যে শয়তানের মোটেই কোনো অধিকার ছিল না। সে আদম ও হবা কর্তৃক শাসিত ছিল। পার্থিব রাজ্যে অধিকার লাভ করবার জন্য শয়তানের একমাত্র বৈধ উপায় ছিল আদম যদি নিজে তার কিরীট নামিয়ে দেয়। কিন্তু আদমকে বলপূর্বক সেই কাজ করাবার কোনো অধিকার শয়তানের ছিল না। শয়তান জানত যে একমাত্র যে ব্যক্তি আদমের মস্তক থেকে সেই কিরীট অপসারণ করতে পারে, সে হলো আদম নিজেই। সেই কারণেই শয়তানকে তার ছলনা করবার ফন্দির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেই ছলনাটি কী ছিল? শয়তান বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে ঈশ্বর বিশ্বাস্য নন এবং তার হৃদয়ে তাদের জন্য মঙ্গল চিন্তা নেই। সে হবাকে বুঝিয়েছিল যে ঈশ্বরকে অমান্য করবার মধ্যে লাভ আছে এবং ঈশ্বরের নিয়ম-কানুনগুলি তাকে ও আদমকে লাভজনক কিছু বিষয় থেকে বিরত করছে।

শয়তানকে আদম ও হবাকে তার কথা বিশ্বাস করাতে অথবা তাদেরকে ঈশ্বরের বদলে তার নিজের সাথে যুক্ত করতে হত।

সোজা কথায়, এটি হলো বিশ্বাস। বিশ্বাসকে ঈশ্বর যা কিছু বলেন সেই বিষয়ে “পূর্ণ আশ্বস্ত” হওয়ারূপে বর্ণনা করা যেতে পারে। আদম ও হবা এই কথা প্রত্যাখ্যান করেছিল যে ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস্য এবং তার পরিবর্তে শয়তান যা বলে সেই বিষয়ে একমত হয়েছিল। তারা তারপর তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য করেছিল, যেটি ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের ধার্মিকতাকে অকার্যকর করে তুলেছিল

এবং শয়তানকে মানুষের কার্যকলাপের উপর বৈধ অধিকার প্রদান করেছিল। ফলাফল? আদম, যার পার্থিব রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব ছিল, সে যখন শয়তানের সাথে মিত্রতা করল তখন আত্মিকভাবে ঈশ্বরকে বাইরে ঠেলে দিল! শয়তানকে অনুসরণ করবার জন্য আদম তার কিরীট, তার কর্তৃত্বের স্থান জলাঞ্জলি দিল। সেই কাজ করবার দ্বারা, সে মূলত নিজের জীবন থেকে ঈশ্বরকে বাইরে ঠেলে দিল। অনেক লোক বলে উঠবে, "না, এমনটা হতে পারে না; আদম পার্থিব জগৎ থেকে ঈশ্বরকে বাইরে ঠেলে দিতে পারে নি!" কিন্তু যতদুর মানুষের কার্যকলাপের প্রশ্ন উঠে, সে নিঃসন্দেহে সেটিই করেছিল। আমি আপনার কাছে সেটি প্রমাণ করব। আসুন আরেকটিবার **আদিপুস্তক ৩:১৭-১৯** দেখা যাক। আদম পাপ করবার পর, ঈশ্বর তার কাছে গিয়েছিলেন ও তাকে বলেছিলেন,

> *এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে; আর উহাতে তোমার জন্য কন্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে। তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্য্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি ত তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।*

লক্ষ্য করুন, বাক্য বলে, *"তোমার নিমিত্ত ভূমি [পৃথিবী] অভিশপ্ত হইল।"* সোজা কথায় অভিশপ্ত হওয়ার অর্থ হলো ঈশ্বরের উপস্থিতি ও আশীর্বাদের অভাব। পৃথিবীর উপরে আদমের কর্তৃত্ব ছিল, সে পার্থিব রাজ্যে ঈশ্বরের বৈধ অধিকার থামিয়ে দিয়েছিল। মূলত ঈশ্বর বলছেন, "এই যে আদম, তোমার কারণে, আমার হাত বাঁধা। আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি না।" তারপর তিনি আদমকে বলেন যে এখন তার বেঁচে থাকাটি নিজের কঠোর ও কষ্টকর পরিশ্রমের দ্বারা, তার নিজের উপর নির্ভর করবে। আমি এটিকে টিঁকে থাকবার জন্য "পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়া" বলে থাকি। আমরা সকলে এখানেই বড় হয়ে উঠেছি – টিঁকে থাকা ও ভয়ের রাজ্য। আমরা দুশ্চিন্তা করতে শিখেছি, আমাদের জন্মগ্রহনের পর থেকে ভয় আমাদের ভাবনার উপর কর্তৃত্ব করেছে। পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়ার সম্পর্কে আরো আলোচনা করবার জন্য আমি এই পদের উপর পুনরায় আর একটু মনোযোগ দিতে চাই, কিন্তু এখন, আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে

চাই যে শয়তান পার্থিব রাজ্যের প্রবেশের সুযোগ যেভাবে লাভ করেছিল আপনি সেই কথা বুঝতে পেরেছেন। তাকে পার্থিব রাজ্যে এমন একজন পুরুষ বা নারীর সন্ধান পেতে হয়েছিল যার কাছে পার্থিব রাজ্যে তাকে প্রবেশ করাবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করবার ঈশ-প্রদত্ত বৈধ অধিকার ছিল। আদমের কাছে সেই চাবি ছিল, এবং শয়তান আদমকে দিয়ে সেই দ্বার খোলাবার জন্য তাকে প্রবঞ্চিত করতে পেরেছিল। এখন, পুনরায় ইব্রীয় ২:৭-৮ দেখা যাক।

> *তুমি দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, প্রতাপ ও সমাদর-মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ; এবং তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে স্থাপন করিয়াছ; সকলই তাহার পদতলে তাহার অধীন করিয়াছ।" বস্তুতঃ সকলই তাহার অধীন করাতে তিনি তাহার অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই; কিন্তু এখন এ পর্য্যন্ত, আমরা সকলই তাহার অধীনীকৃত দেখিতেছি না।*
>
> - ইব্রীয় ২:৭-৮

লক্ষ্য করুন যে এই পদ বলে যে ঈশ্বর তাহার অনধীন কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নি। যদিও এই শাস্ত্রাংশটি বহু পূর্বের একটি ঘটনার কথা বলছে, কিন্তু এই পদটির ইংরেজি সংস্করণে is এই সাহায্যকারী ক্রিয়াপদটি present tense বা বর্তমান কালে ব্যবহার করা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের বর্তমান অবস্থাকে বর্ণনা করবার জন্য সেটি ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও আদমের পাপের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে তার আত্মিক কর্তৃত্ব খুইয়ে ফেলেছিল, কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে তার বৈধ বসবাসের অধিকার হারায় নি, সেইভাবেই is শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। পৃথিবীর উপরে মানুষের এই যে বৈধ মর্যাদা রয়েছে তার কারণে, এবং মানুষের উপরে শয়তানের বৈধ আত্মিক দুর্গের কারণে, ঈশ্বর সহসা পার্থিব রাজ্যে ঢুকে পড়তে ও তাঁর আপন কথার খেলাপ করতে পারেন না। সেটি করলে শয়তান বলবে যে ঈশ্বর আপন নিয়ম ভঙ্গ করেছেন।

ঈশ্বরকে পার্থিব রাজ্যে এমন একজন পুরুষ বা স্ত্রীর সন্ধান করতে হবে যে তাঁর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে, যা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য যাতে বৈধ অধিকার লাভ করে সেই উদ্দেশ্যে আত্মিক দ্বার উন্মুক্ত করবে। ঠিক যেভাবে শয়তানকে

দ্বার রক্ষক আদমের মাধ্যমে কাজ করতে হয়েছিল, সেইভাবেই এখন ঈশ্বরকে, পৃথিবীতে তাঁর রাজ্যকে অধিকার প্রদান করবার জন্য, নারী ও পুরুষের মাধ্যমে কাজ করতে হবে, যারা পৃথিবীর দ্বার রক্ষক। স্বর্গ যা বলে সেই বিষয়ে আপনার মন ও অন্তরকে পূর্ণভাবে আশ্বস্ত করাকেই বিশ্বাস বলা হয়। ঈশ্বরের রাজ্যকে যদি পৃথিবীতে অধিকার লাভ করতে হয়, তাহলে অবশ্যই বিশ্বাস থাকতে হবে। কিভাবে বিশ্বাস অর্জন করতে হয় বা আপনি বিশ্বাসে রয়েছেন কিনা কিভাবে সেটি জানতে হয় সেসব কথা ব্যাখ্যা করবার জন্য এখানে আমি সময় ব্যয় করব না। এই ধারাবাহিকে আমার প্রথম বইতে এই সকল কিছুর আলোচনা রয়েছে। এই আলোচনার উদ্দেশ্যের জন্য, আমি নিশ্চিত হতে চাই যে বিশ্বাস কাকে বলে সেটি এবং এখানে এই পার্থিব রাজ্যে স্বর্গকে আসবার জন্য কেন সেই বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় আপনি তা জানেন।

আশা করি যীশু কেন তাঁর নিজ নগরে অনেক আশ্চর্য কার্য করতে “পারেন নি” সেই সম্পর্কে এখন আপনার আগের চাইতে অধিক ভালো ধারণা রয়েছে – সেইখানের লোকেদের বিশ্বাস ছিল না। সেই কারণে, স্বর্গের কোনো আত্মিক অধিকার ছিল না। আমি যা বলছি সেটিকে দেখাবে এমন একটি মহান পদের দ্বারা আমি এই আলোচনার ইতি টানব।

সকলেই রোমীয় ১০:১০ শুনেছেন:

> *কারণ হৃদয়েই তুমি বিশ্বাস করো ও ধার্মিক বলে গণ্য হও এবং তোমার মুখে তা স্বীকার করো ও পরিত্রাণ পাও*

শাস্ত্রের এই অংশটিকে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা রোমান পথ বলে আখ্যায়িত করে থাকে, এটি সেই চারটি পদের একটি যা আমাদের দেখায় যে কিভাবে পরিত্রাণ প্রাপ্ত করা যায়। কিন্তু রোমীয় ১০:১০ আপনাকে যে প্রক্রিয়া দেখাচ্ছে আপনি কি সত্যিই সময় নিয়ে সেটির সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছেন? আপনার অন্তরের সাহায্যেই আপনি বিশ্বাস করেন বা স্বর্গের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। স্বর্গের সাথে আপনার অন্তরের চুক্তিবদ্ধ থাকাটি স্বর্গের পক্ষে পৃথিবীকে জয় করাকে বৈধ করে তোলে। এই পদ বলে আপনি যখন স্বর্গের কথায় বিশ্বাস করেন, তখন আপনি ধার্মিক প্রতিপন্ন হন। ন্যায়বিচার হলো আইনের শাসন। কাজেই আপনার অন্তরের বিশ্বাস, স্বর্গ যা

কিছু বলে সেটিকে গ্রহণ করবার একটি বৈধ অধিকার স্বর্গ ও পৃথিবীর সাক্ষাতে আপনাকে প্রদান করে। কারণ সেটি পার্থিব রাজ্যে স্বর্গকে বৈধতা প্রদান করে। কিন্তু লক্ষ্য করুন, এখনও কোনো কিছু ঘটে নি। এই পদটির একটি দ্বিতীয় ভাগ রয়েছে: *"... তোমার মুখে তা স্বীকার করো ও পরিত্রাণ পাও।"* আপনি দেখবেন, যদিও আপনার অন্তর স্বর্গের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকতে পারে, যে চুক্তিটি পৃথিবীতে স্বর্গের প্রবেশকে বৈধ করে, কিন্তু যতক্ষণ না আপনি, অর্থাৎ পার্থিব রাজ্যের একজন পুরুষ বা নারী, যার পার্থিব রাজ্যের উপরে একটি অধিকার রয়েছে, সেই অধিকার পার্থিব রাজ্যের মধ্যে মুক্ত করেন, ততক্ষণ কোনকিছুই ঘটে না। কেন? কারণ এই স্থানে আপনার অধিকার রয়েছে; আপনাকে ছাড়া স্বর্গের সেই অধিকার নেই!

আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা পৃথিবীতে যা আবদ্ধ করবে তা স্বর্গেও আবদ্ধ হবে এবং পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করবে তা স্বর্গেও মুক্ত হবে
- মথি ১৮:১৮

আমি এইমাত্র যে বিষয় সম্পর্কে বললাম, এই পদটি মূলত সেই কথাই বলছে। আপনি পৃথিবীতে যা কিছু বদ্ধ করবেন, স্বর্গ সেটিকে সমর্থন করবে, এবং পৃথিবীতে আপনি যা কিছু মুক্ত করবেন, স্বর্গ সেটিকে সমর্থন করবে। আপনাকে ছাড়া স্বর্গ সেটি করতে পারে না। স্বর্গ আপনার পরিচর্যা করছে, এবং একজন পুরুষ বা নারী যিনি বিশ্বাসে রয়েছেন বা স্বর্গের সাথে চুক্তিবদ্ধ আছেন, যতক্ষণ না পার্থিব রাজ্যে সেই কর্তৃত্ব মুক্ত না করেন স্বর্গ ততক্ষণ সক্রিয় হতে পারে না।

কিভাবে পার্থিব রাজ্যে স্বর্গের কর্তৃত্ব ও পরাক্রমকে মুক্ত করতে হয় সেটি বোঝাটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমার জীবনে সেটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আমি নিম্নলিখিত যে ইমেলটি পেয়েছিলাম সেখানেও সেই একই কথা রয়েছে।

"নমস্কার! আমার স্বামী ও আমি আমাদের বিস্ময়কর 'বিশ্বাসের অনুসন্ধান'-এর ঘটনা আপনাকে বলতে চাই! ২০১১ সালে, আমরা আমাদের 'স্বপ্নের গৃহে' বাস করছিলাম, কিন্তু আমরা নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থায় বেঁচে ছিলাম, এবং মাঝে মাঝে মুদি খানার টাকা শোধ করবার ও আমাদের বাড়িকে গরম রাখবার টাকা দেওয়ার জন্য আমাদের ক্রেডিট কার্ডগুলিকে ব্যবহার করতাম।

আমরা বেঁচে ছিলাম ঠিকই কিন্তু সমৃদ্ধ হচ্ছিলাম না। আমি আমাদের মন্ডলীর আরাধনা দলের প্রধান ছিলাম, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আমাদের আর্থিক বিষয়ের সাথে যুক্ত ছিল না। আমি Daystar চ্যানেলে আপনার Fixing the Money Thing অনুষ্ঠানটি দেখেছিলাম, যেটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আমি Fixing the Money Thing বইটি ও তার সাথে Financial Revolution সিডি অর্ডার করেছিলাম। আমরা সর্বদা এই সিডিটি শুনতাম ও একে অপরকে বইটি পাঠ করে শোনাতাম।

"আমরা যে বিশ্বাসে নেই সেই ব্যাপারে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না! আমরা জানতাম যে এই স্বপ্নের বাড়িটিকে রক্ষা করতে হলে, ঈশ্বরের রাজ্যে কিভাবে অর্থ পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে আমাদের কিছু উত্তর প্রয়োজন। আমরা Faith Life Ministries এ একটি ২০০ ডলারের বীজ বপন করেছিলাম (যার মূল্য আমাদের নিকট ২০০০ ডলারের সমতুল্যও হতে পারতো। সেই সময় ওই পরিমাণ অর্থও আমাদের কাছে অনেক ছিল!) এবং বাজারের মধ্যে আমাদেরকে এমন একটি কাজের সন্ধান দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম যে কাজটি আমি বাড়িতে করতে পারব।

"ঈশ্বর আমাদের নিজেদের বাড়িতেই গোল্ডেনডুডো কুকুরছানা পালন করবার একটি ব্যবসার পরিকল্পনা প্রদান করেছিলেন। আমরা বেল্লা ও গ্রেসি নামের দুটি গোল্ডেনডুডো কুকুরছানা ক্রয় করেছিলাম, তাদেরকে দিয়ে গোল্ডেনডুডো কুকুরছানা প্রসব করবার উদ্দেশ্যে তাদের লালনপালন করেছিলাম, এবং আমরা ঈশ্বরের সাথে অংশীদারিত্ব করেছিলাম। আমরা জানতাম আমরা কুকুরছানা তৈরী করতে পারি না!! আমরা আমাদের দুটি কুকুরকে পালন করেছিলাম, এবং ২০১৪ সালে, আমাদের নিকট বাজারে বিক্রি করবার জন্য ১৩ টি কুকুরছানা হয়ে গিয়েছিল, যাদের প্রতিটির মূল্য ১২০০ ডলার। এই বছর, ২০১৫ তে আমাদের কাছে ৬৩ টি কুকুরছানা ছিল, তাদের সকলে সুস্থ। আমাদের কুকুরছানাগুলি বিক্রি করে, আমাদের গৃহ ব্যতীত বাকি সকল ঋণ থেকে মুক্ত হয়েছিলাম। এখন আমাদের কাছে জরুরী অবস্থাকালীন প্রয়োজন মেটাবার জন্য একটি পূর্ণ অর্থ তহবিলও রয়েছে।

"আমাদেরকে রীতিমত অবাক করে দিয়েই, আমার মা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে আমরা তার দুটি গোল্ডেনডুডো কুকুরকে লালন করতে

চাই কিনা, কারণ তিনি অবসর গ্রহণ করছিলেন! ঈশ্বর আমাদেরকে বিনামূল্যে আরো দুটি ডুডো কুকুর দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন! আর জুলাই মাসে, আমার স্বামী আমাদের স্থানীয় স্কুলে হাই স্কুল পরিচালকের পদে উন্নীত হয়েছিলেন!! এক বছরেই, আমাদের আয় দ্বিগুন হয়ে ছয় অঙ্কের ঘরে চলে গিয়েছিল!! বিশ্বাসের অনুসন্ধান সফল হয়েছিল!! আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলির নাগাল পেয়েছিলাম। এখন, আমরা সকল প্রকার ঈশ্বরের রাজ্যের কাজে বীজ বপন করি এবং প্রতি রবিবার আমাদের স্থানীয় মন্ডলীতে আরাধনা পরিচালনা করবার আগে অনলাইনে আপনার মন্ডলীতে যোগদান করে থাকি! কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য পরিচালিত হয়ে থাকে আমাদেরকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!"

- কারলা

এই সপ্তাহে এই দম্পতিই আমাকে একটি পরবর্তী একটি ইমেল পাঠিয়েছিলেন।

"খুশীর ইস্টার! তিনি উঠেছেন! আমরা আমাদের অনলাইন পালক গ্যারিকে একটি খবর দিতে চাইছিলাম। দয়া করে তাকে জানিয়ে দেবেন যে এই বছর যিরূশালেমে আমরা যীশুর জন্ম পালন করেছিলাম (নগদ অর্থ প্রদান করে)। এছাড়াও আমরা আমাদের কিশোর ছেলে কার্টারকে যর্দন নদীতে বাপ্তাইজিত করতে পেরে, এবং সন্ধ্যাবেলায় হিলসং অস্ট্রেলিয়ার সাথে গালীলসাগরে আরাধনা করতে পেরে ধন্য হয়েছি! কি দারুন!!! আমরা আর্থিক বিষয়ের সমাধান করতে পেরে অতি কৃতজ্ঞ!

এখন আমাদের কাছে ১২১ টি কুকুরছানা রয়েছে। আমাদেরকে একটি কুকুরছানার দাম বাড়িয়ে ২,৩০০ ডলার করতে হয়েছিল কারণ ওদের অপেক্ষমান ক্রেতাদের তালিকাটি খুব দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছিল! ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক।"

- কারলা

ঈশ্বরের রাজ্য আপনার জীবনে যা করবে এটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই ইমেলটি পাওয়ার পর আমি এই সপ্তাহে কারলাকে একবার ফোন করেছিলাম এবং তিনি খুব রোমাঞ্চিত ছিলেন!!! তিনি বলেছিলেন যে এই বছরে তারা তাদের বাড়ির ঋণ পরিশোধ করে দেবেন। তিনি প্রথমে যে ইমেইলটি পাঠিয়েছিলেন আপনি যদি সেটি দেখে থাকেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে সেই সময় তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন (উপরের ইমেইল থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে):

"আমরা নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থায় বেঁচে ছিলাম, এবং মাঝে মাঝে মুদি খানার টাকা শোধ করবার ও আমাদের বাড়িকে গরম রাখবার টাকা দেওয়ার জন্য আমাদের ক্রেডিট কার্ডগুলিকে ব্যবহার করতাম। আমরা বেঁচে ছিলাম ঠিকই কিন্তু সমৃদ্ধ হচ্ছিলাম না।"

এখন, মাত্র দুবছর পর, তারা সেই বাড়ির অর্থ পরিশোধ করবে? ঈশ্বরের রাজ্য!

অধ্যায় ৩

ঈশ্বরের রাজ্যই হলো আপনার সমাধান

ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে সেই সব ধর্ম ও নীতিগুলির দ্বারা পরিচালিত হয় যেগুলি কখনও পরিবর্তিত হয় না, এখন যখন সেই সম্পর্কে আপনার একটি মূল ধারণা হয়ে গিয়েছে, তখন আমি সেই সকল ধর্মগুলির প্রতি মনোযোগী হওয়া শুরু করতে চাই বাস্তবে আপনার আর্থিক সঙ্গতির, ও শেষ পর্যন্ত আপনার বিশ্রামের উপর যেগুলির একটি প্রভাব রয়েছে।

কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগে, কেন আমি এই বইটির নামকরণ বিশ্রামের ক্ষমতা করেছি এবং আথিক সঙ্গতি ও ঈশ্বরের রাজ্যের প্রেক্ষাপটে বিশ্রাম এই শব্দটির দ্বারা আমি কী বোঝাতে চেয়েছি সেটি আমি ব্যাখ্যা করতে চাই। আশ্চর্যের বিষয়, বিশ্রাম যে আর্থিক সঙ্গতির সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে সেটি আমার মাথায় আসে নি, এই ধারণাটি ঈশ্বরের ছিল।

> *এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।*
>
> - আদিপুস্তক ২:১-৩

প্রথমত, আমি এই বিষয়টি পরিস্কার করে দিই: ঈশ্বর ক্লান্ত ছিলেন বলে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন নি। ঈশ্বর ক্লান্ত হন না। তিনি বিশ্রাম করেছিলেন কারণ বাক্য বলে যে, সকলকিছু সম্পূর্ণ এবং তাঁর কার্য সমাপ্ত হয়েছিল। তিনি

সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনের শেষে মানুষকে সপ্তম দিনে জীবিত থাকবার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। সপ্তম দিনে কোনরকম ভয়ের ভাবনা, বেঁচে থাকার ভাবনা, অসুস্থতা, বা প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্ত করবার জন্য কোনোরূপ বেদনাদায়ক শ্রম বা ঘাম কোনকিছুই ছিল না। তার পরিবর্তে, আদমের ভাবনা শুধুমাত্র ঈশ্বরের, তার স্ত্রীর, তাঁর কর্মের ও উদ্দেশ্যের প্রতি স্থির থাকার কথা ছিল। তার যা কিছু প্রয়োজন ছিল সেগুলি ছিল তার কাজের সুবিধার্থে এবং জীবনটি ছিল প্রস্তুত ও প্রাপ্তিসাধ্য; ঈশ্বরের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ছিল। আদমের যা ছিল মানুষ আজ সেটি পাওয়ার স্বপ্ন দেখে, দুশ্চিন্তা মুক্ত একটি জীবন, প্রয়োজনীয় বস্তুর বিষয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা না করে তাদের ইচ্ছার ও সম্পর্কগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সক্ষমতা থাকা। দুর্ভাগ্যবশত, আদম যখন বিদ্রোহ করেছিল, সে তখন ঈশ্বরের সরবরাহ হারিয়ে ফেলেছিল, এবং তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষ জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুর পেছনে ছুটতে (বেদনাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম সহ) বাধ্য হয়েছে।

> *কেননা পরজাতীয়েরাই এই সকল বিষয় চেষ্টা করিয়া থাকে; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা ত জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। '*
>
> - মথি ৬:৩২-৩৩

জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করা একটি ভারী বোঝা ও সেটি জীবন সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে বিকৃত করে। সম্পদের প্রলোভন, বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় বেদনাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম থেকে মুক্ত হওয়া, মানুষ এসবেরই স্বপ্ন দেখে। একজন কোটিপতি হওয়ার একমাত্র অর্থ হলো, কোটিপতি হলে বুঝি রোজগারের জন্য মানসিক চাপ ও বোঝা লঘু হবে এবং আমরা উদ্দেশ্য ও কর্মের প্রতি মনোযোগী হতে পারব। লটারী এই কারণে অত্যাধিক জনপ্রিয় কারণ লটারী কোনো রকম পরিশ্রম ছাড়াই সম্পদের যোগান

যেটি আপনাকে নিজের উদ্দেশ্য খুঁজে বার করবার সুযোগ দান করে, সেই সমৃদ্ধি লাভ করবার ও নিজের কার্যে স্থির থাকবার জন্য, আপনার যে সকল উত্তর প্রয়োজন, সেগুলি ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে রয়েছে

দিয়ে থাকে ও সেটি পৃথিবীর অভিশপ্ত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে অব্যহতি দেয়। রাতারাতি ধনী হয়ে যাওয়ার পন্থাগুলির তাদের সকল প্রকার রূপেই বারবারন্ত ঘটছে, এবং সেগুলি অবিরত আমাদের ইমেইল ও ফেসবুক পোষ্টের মধ্যে ভরে যাচ্ছে। কাজেই আমাদের আর্থিক সংস্থানের প্রসঙ্গে, আমাদের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে: সেই সপ্তম দিন যেখানে প্রত্যেকটি বিষয় সম্পূর্ণ, অক্ষত ও প্রাপ্তিসাধ্য ছিল, সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ রয়েছে কি? উত্তরটি হলো হ্যাঁ রয়েছে! কিভাবে সেটি ঘটে সেটি জানা ও ঈশ্বরের রাজ্যের সেই সকল ধর্মকে বুঝতে পারা যেগুলি সেই প্রকারের ফল উৎপন্ন করবে, এইগুলিই এই বইটির উদ্দেশ্য। আমি জানি জীবন বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা বা মন্ডলী ও খ্রীষ্টবিশ্বাসীরাও দ্বিমত পোষণ করে বলতে পারে যে আমি যা বলছি তা সত্য হতে পারে না। কারণ বহু খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা "দরিদ্রতা পবিত্র" এই ঈশতত্ত্বকে গ্রহণ করে নিয়েছে। কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে যেটি আপনাকে নিজের উদ্দেশ্য খুঁজে বার করবার সুযোগ দান করে, সেই সমৃদ্ধি লাভ করবার ও নিজের কার্যে স্থির থাকবার জন্য, আপনার যে সকল উত্তর প্রয়োজন, সেগুলি ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে রয়েছে।

ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই

- লুক ৬:২০

দরিদ্র হওয়ার সমস্যার সমাধান হলো ঈশ্বরের রাজ্য! ঈশ্বর যখন আমাকে তাঁর রাজ্যের আর্থিক নীতির বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া শুরু করেছিলেন, তখন এটিই ছিল সেই প্রথম পদ যার প্রতি তিনি আমাকে চালিত করেছিলেন। অবশ্যই, এই ধারনাটিকে বুঝতে হলে, আপনাকে জানতে হবে যে ঈশ্বরের রাজ্যের ধারণার অর্থ কী, যেটি ইতিমধ্যেই আমি উল্লেখ করেছি। আর আমার মনে হয় যে আদম যখন পাপ করেছিল তখন এদোন উদ্যানে আসলে যা ঘটেছিল সেই বিষয়ে আপনার নিশ্চয় একটি স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। তাই আমি তাড়াতাড়ি বিষয়গুলির পর্যালোচনা করছি।

একেবারে শুরুতে, আদম ও হবা কোনো কিছুর বিষয়ে দুঃখিত ছিল না; প্রতিদিন তাদের ভাবনাকে কোনো রকম অসুস্থতা জনিত বা নিজেদের প্রয়োজন না মেটবার সমস্যা গ্রাস করত না। প্রতিদিন, তাদেরকে কেবলমাত্র তাদের প্রতি

অর্পিত কার্যভারের বিষয়ে ভাবতে হত। তাদের কাজ ছিল ঈশ্বরকে প্রেম করা, একে অপরকে ভালবাসা, এবং ঈশ্বর তাদেরকে যে পৃথিবী ও উদ্যান দিয়েছিলেন তার তত্ত্বাবধান করা। তাদের জীবন থেকে ভয় সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু আদম যখন বিদ্রোহ করল, তখন অবশ্যই সকলকিছুর পরিবর্তন ঘটল। যেমনটি আমি বলেছি, শয়তান এই জগতের অধিপতি হয়ে গিয়েছিল, মানুষ ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এবং ঈশ্বর মানুষের উপর বৈধ অধিকার কায়েম করা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আদম জীবনের একটি নতুন বাস্তবরূপ দেখে হতচকিত হয়েছিলেন। আদম পাপ করবার পর, ঈশ্বর তাঁর প্রতি যে বাক্য আনয়ন করেছিলেন সেগুলি হলো এইরূপ।

> *তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে; আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে। তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে;*
>
> - আদিপুস্তক 3:17-19

এরপর যন্ত্রণাদায়ক শ্রম, ঘাম, ভয়, দুঃখ ও টিঁকে থাকবার মানসিকতা আদম ও হবার ভাবনাকে গ্রাস করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য, যা ছিল তাদের নিমিত্ত ঈশ্বরের পরিকল্পনা, তখন সেটি দৌড় ও টিঁকে থাকবার লড়াইয়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। আদমের রাজকীয় কার্য, তার উদ্দেশ্য, তখন জীবনের ভাবনা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রয়োজনের দ্বারা পদদলিত হয়ে পড়েছিল। তিনি তার আত্মপরিচয়ের বিষয়ে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন তিনি কেবলমাত্র যে উদ্দেশ্যটিকে দেখতে পাচ্ছিলেন সেটি হলো টিঁকে থাকা, যার জন্য অবিরাম শ্রম ও ঘাম ঝরানোর প্রয়োজন ছিল। সেই দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বেশি কিছুর পরিবর্তন ঘটে নি।

আজ, একজন পালকরূপে, আমি দেখেছি লোকেরা আমাকে যে সর্ববৃহৎ প্রশ্নটি করে থাকে, সেটি হলো, "আমার জীবনে আমার কী করার কথা?" তারা যে কারণে এই প্রশ্নটি করে থাকে সেটি হলো আদমের সময় থেকে পার্থিব রাজ্যে, প্রয়োজন মেটানোর জন্য ছুটে চলাই হলো সেই লক্ষ্য যার দ্বারা বাকি সকলকিছুর

পরিমাপ করা হয়ে থাকে। সাধারণত, অর্থের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে নয়। অর্থ ও সেই অর্থের প্রয়োজন মানুষকে এমন কাজ করতে বাধ্য করে যেটি তারা ঘৃণা করে। বাস্তবে, অধিকাংশ মানুষের এই ধারণা নেই যে বাস্তবে তারা কারা। এই লেখাটিকে দাগ দিয়ে রাখুন, ‘‘যতক্ষণ না আপনি ঈশ্বরকে জানবেন, ততক্ষণ আপনার জীবনের জন্য তাঁর পরিকল্পনার কথা আপনি কখনই জানতে পারবেন না। তিনিই আপনাকে রচনা করেছিলেন’’।

মানুষ তাদের নিজেদের পরিচয় সন্ধানের বিষয়ে অতি ক্ষুধার্ত। জগতে তাদেরকে দেখে কেবলমাত্র সংখ্যা বলেই মনে হলেও, ঈশ্বরের নিকট তারা অতি বিশেষ এবং এমন দক্ষতা ও সম্ভবনা দ্বারা নির্মিত অনুপম সৃষ্টি যা অন্য কারো কাছে নেই। কিন্তু যেহেতু তারা ঈশ্বরকে চেনে না এবং যে কারণে তারা নিজেদেরও চেনে না, তাই তারা সকল ভুল স্থানে তাদের মূল্য সন্ধান করে। তারা তাদের সংস্কৃতি যে কথা বলে থাকে সেটিকে গ্রহণ করবার দ্বারা সেই সংস্কৃতিকে তাদের মূল্য নির্ধারণ করবার সুযোগ দিয়ে দেয়। কিন্তু মিডিয়া বা গণ মাধ্যম যে চিত্র অঙ্কিত করে ও সংস্কৃতির দর্পণ এই সবই অস্থায়ী ছায়ার ন্যায়। যতক্ষণে আপনি চিন্তা করবেন যে সেই সংস্কৃতি যেটিকে গ্রহণ যোগ্য বলে আপনি সেই অনুসারে চলছেন, ততক্ষণে আপনি দেখবেন যে সেই সংস্কৃতিটি বদলে গেছে ও এরই মধ্যে আপনি পিছিয়ে পড়েছেন।

আমার প্যারিসে থাকা ও ড্রেনডার সাথে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কথা মনে পড়ে। নিঃসন্দেহে, প্যারিস ফ্যাশনের জন্য খ্যাত; আর সেই বছরের ফ্যাশন ছিল শুধুই ধুসর ও কালো রঙের। প্রতিটি দোকানের জানালাগুলিতে শুধুমাত্র ধুসর ও কালো রঙের জামা কাপড়ে ভর্তি ছিল। আমি যখন রাস্তার দিকে নজর দিলাম, রাস্তার দু ধারেই আমি শতশত লোককে হেঁটে যেতে দেখলাম। আমি দেখে অবাক হলাম যে কোথাও একবিন্দু রঙও দেখা যাচ্ছে না। প্রতিটি ব্যক্তি, ব্যতিক্রমহীন ভাবে, ধুসর ও কালো বর্ণের কাপড় পরিহিত ছিল। সেখানে শতশত লোক ছিল যাদেরকে দেখে একই রকম মনে হচ্ছিল। শেষবার কবে কোনো ব্যক্তি আপনাকে বলেছিল যে তার প্রিয় রং হলো ধুসর ও কালো? কিন্তু সেইদিন সেই জনতা নিশ্চিত ছিল যে তাদের প্রিয় রং ধুসর ও কালো।

যেহেতু প্রয়োজনীয় সম্পদ সন্ধানের চাপ এতই প্রবল এবং সেটি আমাদের পরিচয়কে বিকৃত করে, তাই যা কিছু আমাদের সাহায্য করতে পারে বলে আমাদের

মনে হয় আমরা সেটিকেই সন্ধান ও স্বীকার করে ফেলি। ড্রেনডা ও আমি বেশ কিছু বছর ধরে যেটি প্রচার করে আসছিলাম আমাদের সেই কথাটি বলার একটি অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল: "আপনি যদি আপনার আর্থিক সমস্যার সমাধান না করেন, তাহলে আপনি কখনই আপনার গন্তব্যের সন্ধান পাবেন না!" টিঁকে থাকবার একজন দাস হয়ে থাকলে অনেক বিকল্পের বিষয়ে অনুসন্ধান বা সেই সকল সুযোগ সৃষ্টি করবার জন্য খুব কম সময় পাওয়া যায়। যে কথা আমি বলেছি, সত্য হলো এই যে বেশিরভাগ সময়ে মানুষ হয় প্রয়োজনীয় সম্পদ সন্ধান অথবা সেটি সঞ্চয় করবার লক্ষ্যকে মাথায় রেখেই তাদের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে থাকে। তারা বেতনের জন্য তাদের ইচ্ছাগুলিকে এবং সম্পদের জন্য দর্শনকে পরিত্যাগ করে। বাস্তবতা হলো এই যে আমরা আমাদের বেদনাদায়ক শ্রম ও ঘামের টিঁকে থাকবার মানসিকতার দ্বারা এতটাই পিষ্ট রয়েছি যে আমরা স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দিয়েছি। ভয় আমাদের স্বপ্নকে পণবন্দী করে রাখে, এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব অসম্ভবের নিকট আমাদের স্বপ্নগুলিকে রুদ্ধ করে রাখে।

আমি সেই দিনগুলির কথা মনে করতে পারি যখন আমার স্বপ্ন ছিল বাড়ি ফেরবার জন্য গাড়ির খরচের জন্য যথেষ্ট অর্থ থাকা, জীবন পরিবর্তনকারী বিষয়গুলির কথা তো ছেড়েই দিলাম। সেই দিনগুলিতে আমার ভাবনার মধ্যে কোনো বড় দর্শন ছিল না। যে সকল কল্পনাগুলি আমার পক্ষে একত্রিত করা সম্ভব ছিল সেগুলিকে শুধুমাত্র মাসিক ভাড়া প্রদানের রসিদটি কেড়ে নিয়ে যেত। আমি স্বীকার করব যে আপনার কাছে যখন খাদ্যের সংস্থান করা কঠিন হয় বা আপনি যখন আসন্ন কষ্টকর আর্থিক দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হন তখন টিঁকে থাকার বাইরে কোনকিছু দেখা কঠিন হয়ে পড়ে।

আদম যখন ঈশ্বরের রাজ্যকে হেলায় হারিয়ে ফেলেছিলেন, তখন তার জীবনের উপরে মৃত্যু, ভয়, টিঁকে থাকা ও ভীতির এক নতুন জগৎ প্রভুত্ব করেছিল। আমি নিশ্চিত যে ভয় পেলে কেমন লাগে আমরা সকলেই তা জানি। আমি নিজেই যেহেতু দীর্ঘ নয় বছর ধরে আর্থিক বিশৃঙ্খলার কারণে যাতনাগ্রস্থ ছিলাম, এবং শেষপর্যন্ত ভীতির আক্রমণ সহ্য করে, ও হতাশা নাশক ওষুধ খেয়ে বেঁচে ছিলাম, তাই আমি আমার নিজের ভীতি, লজ্জা ও ভয়ের জীবনের অসংখ্য ঘটনা আমি স্মরণ করতে পারি। পৃথিবীর টিঁকে থাকার অভিশাপের প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবনযাপন করাটি আমাদের সকলকে জীবনের প্রতি একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে

ধাতস্থ করেছে। কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় ভালোভাবে এটিকে মোকাবিলা করে, কিন্তু খ্রীষ্ট ব্যতীত, এই নেতিবাচক মনোভাব আমাদেরকে ক্রমাগত বলে চলে যে আমরা পর্যাপ্ত নই।

আপনি কি কখনও কাউকে বলতে শুনেছেন, "বেশি উত্তেজিত হয়ে পড় না"? ছেলেবেলায়, আমি যদি এমন কোনো কিছুর ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে পড়তাম, আমার বাবার দৃষ্টিতে যেটি মুর্খতা, তাহলে তিনি বলতেন, "একদিন তুমি বড় হবে।" তার এই কথার কারণে আমার বাবা যেগুলিকে প্রয়োজনীয় বলে নির্ধারণ করে দিতেন সেগুলি ব্যতীত সাধারনত, অন্য কোনো কিছুর বিষয়ে আমি স্বপ্ন দেখতাম না। আমি বিশ্বাস করি আমার বাবা একটি মদ্যপ পরিবারে বেড়ে উঠবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, এবং তাকেও বড় হয়ে উঠবার সময়ে এই কাজটিই করতে হয়েছিল।

সত্যি বলতে কি, যখন থেকে আমাদের জন্ম হয়েছে তখন থেকে আমরা সকলে পেশাদার যোদ্ধারূপেই বড় হয়েছি। পার্থিব রাজ্যে ভয় হলো সাধারণ ভাষা। আপনি যদি একটু থামেন ও চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে যে সময় আমরা জন্মগ্রহণ করেছিলাম তখন থেকে এই না শব্দটি খুব গভীরে প্রোথিত রয়েছে। "না, তুমি ওটা পেতে পারো না"। "না, জিনিসটাকে ওখানেই রেখে দাও। "না, তুমি ওখানে যেতে পারো না"। "না, তুমি ওটার ব্যয়ভার বহন করতে পারো না"। ধীরে ধীরে, যে সকল কার্যকলাপ আমাদের প্রকৃত অবস্থার প্রতি আমাদের মনকে অসার করে তোলে, সেই সকল কাজ থেকে কদাচিত রেহাই পাওয়া ছাড়া আমরা যে কোনো বিষয়ে "হ্যাঁ" বলাই বন্ধ করে দিই। যেমন আমাদের প্রিয় সহজপাচ্য খাবারগুলিকে অধিক গরম করে দেওয়া।

একটি সমীক্ষার হিসাব অনুযায়ী একটি শিশু যখন বড় হয়ে উঠে সেই সময় গড়ে সে না অথবা করবে না এই শব্দগুলি ১৪৮,০০০ এর অধিক সংখ্যক বার শুনে থাকে, কিন্তু হ্যাঁ সূচক বাক্যগুলি মাত্র কয়েক হাজার বার শুনে থাকে।4

সম্প্রতি আমি আমাদের বাৎসরিক সম্পদের অধিবেশন আয়োজন করেছিলাম, আর মঞ্চের উপরে আমি একটি ২০১৭ ফেরারী মডেলের গাড়ি রেখেছিলাম, নিশ্চিতভাবেই এটি একটি প্রসংশনীয় গাড়ি। এই গাড়ির মালিক আমার মন্ডলীতে আসেন এবং নগদ অর্থে গাড়িটি ক্রয় করেছিলেন। গাড়িটির মূল্য ৪ লক্ষ ডলারের কাছাকাছি। যখন অংশগ্রহণকারীরা সকলে ভেতরে প্রবেশ করেছিল, তখন তারা

গাড়িটির তারিফ করেছিল ও সেটির দিকে তাকিয়েছিল, সকলে গাড়িটির উপরে দৃষ্টি দিচ্ছিল। কিন্তু যদিও তারা সকলে গাড়িটির তারিফ করেছিল, কিন্তু গাড়িটিকে মঞ্চের উপর রাখার দ্বারা আমি যে মতটিকে প্রতিষ্ঠিত করছিলাম সেটির উদ্দেশ্য পার্থিব লক্ষ্য অর্জনের জীবনশৈলীকে উদ্বুদ্ধ করা নয়, বরং, তাদেরকে একটি শিক্ষা দেওয়া। যে সকল লোকেরা সেই গাড়িটির আশেপাশে জড়ো হয়েছিল, তারা সকলে বলছিল যে তারা এই গাড়িটিকে চালাতে চায়।

আমি জানতাম তারা পৃথিবীর যে যন্ত্রণাদায়ক শ্রম ও ঘামের প্রক্রিয়ায় “না” বলার ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল, সেটিই অবচেতনভাবে চিৎকার করে বলছিল, “না, তুমি কখনই এমন একটি গাড়ি কিনতে পারবে না! না, কখনই ওই রকম গাড়ি কেনবার সামর্থ্য তোমার হবে না; এই বিষয়ে চিন্তাও করো না।” তারা যে “না” বলার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল, আমরা সকলেই যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলাম, তার কারণে, সেখানে উপস্থিত অধিকাংশ মানুষ কখনই সত্যি সত্যিই একটি ফেরারী গাড়ির মালিক হওয়ার কথা মাথাতেও আনে নি। কারণ সেই না বলার মানসিকতা সেটিকে দেখতে বা গ্রহণ করতে পারে নি। তবে, আমি যদি প্রতি ঘন্টায় গাড়িগুলিকে পাল্টাতে থাকি, দামী থেকে সবচেয়ে সস্তা দামের গাড়ি পর্যন্ত, তাহলে শেষপর্যন্ত, মঞ্চের মধ্যে আমার এমন একটি গাড়ি থাকবে যেটা দেখে তারা এই কথা চিন্তা করবে ও বলবে, “আমার এই গাড়িটি পছন্দ; আমার এমন একটি গাড়ি কেনা উচিত।”

পার্থক্যটি কী ছিল? সেটি আর কিছুই নয় বরং তারা কীভাবে নিজেদেরকে, নিজেদের সামর্থ্যকে দেখেছিল, এবং গাড়িটির মূল্য। হ্যাঁ, এমনটা হতেই পারে যে সেই স্থানে গুটিকয়েক লোক ছিল যারা হয়ত মনে মনে বলেছে, “একদিন আমি এই গাড়ি কিনব,” অথবা সম্ভবত এমন কিছু মানুষ ছিল যাদের কাছে অর্থ ছিল এবং যারা গাড়িটিকে ভিন্নভাবে দেখেছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে, এই রকম একটি গাড়ির মালিক হওয়াটি তাদের ভাবনার পরিধির মধ্যেও ছিল না। যে ধনবান ব্যক্তিটি নগদ অর্থে গাড়িটি ক্রয় করেছিলেন তার কাছে বাস্তবে ছয়টি ফেরারী গাড়ি রয়েছে। তার চিন্তাভাবনায়, গাড়িটি শুধুমাত্র দারুন একটি গাড়ি। তিনি যখন গাড়িটি দেখেছিলেন, তখন তিনি সেটিকে কেনবার কথা কল্পনা করেছিলেন, এবং তারপর ইতালি থেকে গাড়িটিকে অর্ডার করার প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, তারপর যুক্তরাষ্ট্রে তার বাড়িতে সেই গাড়ি

পৌঁছে গিয়েছিল। যেহেতু তার কাছে সম্পদ ছিল তাই গাড়িটি ক্রয় করবার তার দর্শন অনুযায়ী কার্য করা তার পক্ষে শক্ত ছিল না। এখানে বিশ্রাম করবার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা যায় – সম্পদ হলো দর্শনের-সপক্ষ।

মুখ্য বিষয়:

সম্পদ হলো দর্শনের-সপক্ষ

সম্পদ ছাড়া কোনো দর্শন থাকে না; থাকে কেবলমাত্র টিঁকে থাকা। পৃথিবীর দরিদ্রতার অভিশাপের প্রক্রিয়া আমাদের স্বপ্ন ও ভবিষ্যতকে চুরি করে নিয়েছে। আমি জানি ফেরারী একটি মূলগত উদাহরণ, কিন্তু সেটি আমার কথাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেখানে উপস্থিত লোকেরা নিজেদেরকে সেই রকম একটি গাড়ির মালিক হওয়ার স্বপ্নও দেখতে দেয় নি, কারণ তাদের চোখে সেটি ছিল প্রাপ্তির অসাধ্য। তারা যদি মুহূর্তের জন্য নিজেদেরকে সেই গাড়ির মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখবার সুযোগ দিয়ে থাকতো, তাহলে পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়ায় তাদের প্রশিক্ষণটি তাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে বলে উঠত, "টাকার অপচয়!" কিন্তু আপনার বর্তমান ব্যাঙ্ক একাউন্টে ২৫ বিলিয়ন ডলার নগদ অর্থ থেকে থাকে (আমি শুধুমাত্র একটি মত প্রতিষ্ঠা করছি), তাহলে কী ঘটবে? তাহলে সেই গাড়িটিকে এতই সস্তা বলে মনে হবে যে আপনি শুধুমাত্র সপ্তাহের শেষের দিনগুলিতে ব্যবহার করবার জন্যই অমন একটি গাড়ি কিনে ফেলবেন। সবই হলো দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার, এবং যেহেতু ঈশ্বরের বাক্য বলে যে তাঁর প্রতিটি প্রতিজ্ঞা "হ্যাঁ" ও "আমেন (তাই হোক)", তাই যেভাবে ঈশ্বর চিন্তা করেন সেইভাবে চিন্তা করবার জন্য আপনার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন।

কারণ ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞা, তাঁহাতেই সেই সকলের 'হাঁ' হয়, সেই জন্য তাঁহার দ্বারা 'আমেন'ও হয়, যেন আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হয়
- ২ করিন্থীয় ১:২০

অভিধানের মতে, দৃষ্টিভঙ্গির সংজ্ঞা হলো: কোনো কিছুর প্রতি একটি নির্দিষ্ট মনোভাব বা কোনো কিছুর সম্পর্কিত একটি পথ বা উপায়; একটি দৃষ্টিকোণ,

মনোভাব, চিত্রাঙ্কন বিদ্যা, বা ব্যাখ্যা। সোজা কথায়, দৃষ্টিভঙ্গি হলো কোনো কিছুর সম্পর্কে আপনি কিভাবে চিন্তা করেন।

যে ধারনাটি সম্পর্কে আমি আপনাকে ভাবাতে চাই সেটি হলো এই। শয়তানের বশ্যতা স্বীকার করবার পূর্বে আদম একজন রাজপুত্র ছিল। কাজেই আপনি যদি সেই পতনের পর দেখে থাকেন, তাহলে আপনি তাকে বিশৃঙ্খল পরিবার (তার পুত্র কয়িন, আপন ভ্রাতা হেবলকে হত্যা করেছিল) সহ একজন হতভাগ্য মানুষরূপে দেখবেন এবং আপনি তাকে কোনরূপ গুরুত্ব দেবেন না। কিন্তু আপনি যেটি দেখেন নি সেটি হলো এই যে তার শিরায় শিরায় রাজকীয়তা প্রবাহিত হচ্ছিল। যদিও আপনি তাকে সেই আকারে দেখেন নি, কিন্তু বাস্তবে তাকে জীবনে প্রভুত্ব ও রাজত্ব করবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই একই সত্য আপনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আপনি কোথায় বাস করেন, আপনার কী রয়েছে, এবং আপনার বর্তমান পরিস্থিতি কেমন, কেবলমাত্র এই সবের উপর ভিত্তি করে নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করতে ও নিজের সক্ষমতার বিচার করতে পারেন না। আপনাকে নিজের নির্মিত ক্ষমতার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

যেভাবে ঈশ্বর চিন্তা করেন সেইভাবে চিন্তা করবার জন্য আপনার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন

আমি সেইসব দিনের কথা স্মরণ করতে পারি যখন আমি কিছু কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং আমি এমন কিছু বড় সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলাম যেটি আমার থেকেও বড় দেখাচ্ছিল। আমি এমন কিছু সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হয়েছিলাম যেগুলির জন্য তখন আমার কাছে যত পরিমাণ অর্থ ছিল তার চাইতে অনেক অধিক অর্থের প্রয়োজন ছিল। আমার মনে হয়েছিল যে ঈশ্বর আমাকে যা করতে বলছিলেন সেটি আমি জানি, কিন্তু সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার ক্ষেত্রে আমি কিছুটা ভীত ছিলাম। সেই সময় প্রভু আমাকে একটি স্বপ্ন দিয়েছিলেন। আমি একটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলাম। আমার হাতে ছিল একটি তরবারি। আমার নীচে সেই পাহাড়ের পাদদেশে হাজার হাজার না হলেও শতশত শত্রুপক্ষের সৈন্য আমার বিরুদ্ধে তাদের তরবারি উঁচু করে ধরে ঘোরসওয়ার অবস্থায় রয়েছে। আমি সেই পাহাড়ের একপাশে সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম এবং নিশ্চিতভাবেই শত্রুর সংখ্যা বিপুল ছিল। আমার স্বপ্নের মধ্যে একটি কণ্ঠস্বর এই কথাগুলি উচ্চারণ করেছিল,

"গ্যারি, নিজেকে ছোট ভেবো না! এই কথা শোনামাত্র, আমি আমার তরবারি উঁচিয়ে ধরে সেই পাহাড়ের তলদেশে শত্রুদের নিকট বেগে আমার ঘোড়া ছুটিয়ে নেমে যেতে থাকলাম, ততক্ষণে তারাও আমার ছুটে আসা দেখে, তাদের তরবারি উঁচিয়ে আমার দিকে লক্ষ্য করে পাহাড়ের উপর দিকে তেড়ে আসছিল। আমি তখন তাদের দিকে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেলাম, তখন চিৎকার করে বলে উঠলাম, "থোর!"

যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন আমি জানতাম যে প্রভুই আমার সাথে কথা বলছিলেন ও আমাকে সাহস যোগাচ্ছিলেন, কিন্তু ওই থোর শব্দটির অর্থ যে কী সেটা আমার জানা ছিল না। আমার মন্ডলীতে একজন লোক ছিল যে ৩০ বছর পালকত্ব করেছিল, এবং অনেক ভাষা শিক্ষা করেছিল। সেই শব্দের অর্থ কী সেটি তার জানা আছে কিনা আমি তাকে সেটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং সে বলেছিল যে সে সেটি পরীক্ষা করে দেখবে। সে পরের দিন আমাকে ফোন করল ও বললো যে থোর শব্দের অর্থ মেঘধ্বনির পুত্র। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম এবং প্রভু আমাকে যা বলছিলেন সেই কথায় আশ্চর্য হলাম। শত্রুদের নিকট, আমি মেঘধ্বনির ন্যায় গর্জন করি! দিয়াবলকে যদি না আমি বলি যে আমি কতটা দুর্বল, তাহলে আমি যখন কথা বলি, তখন তার কাছে সেটি মেঘধ্বনির ন্যায় গর্জন (শক্তি) বলে মনে হয়।

২০১০ সালে আমি আমাদের একেবারে প্রথম সম্পদের অধিবেশনে প্রচার করছিলাম ও এই গল্পটি বলছিলাম। আমি যখন সেই কাহিনী বলেছিলাম, তখন প্রভু আমাকে সেই স্বপ্নটিতে যা বলেছিলেন শেষে সেই কথাটি আমি উল্লেখ করেছিলাম। "গ্যারি, শত্রু যখন তোমায় আসতে দেখে, তখন তুমি মেঘধ্বনির ন্যায় গর্জন কর"। যে মুহুর্তে আমি বলেছিলাম, "মেঘধ্বনির ন্যায় গর্জন বলে মনে হয়", তখনই একটি উচ্চস্বরের মেঘগর্জনে আকাশ-বাতাস পূর্ণ হয়েছিল। কোনো বৃষ্টিপাত হয় নি, তার আগে কোনো মেঘধ্বনিরও হয় নি, কিন্তু সারা রাত ধরে মেঘধ্বনির গর্জন শোনা গিয়েছিল। সেই রাতে ওখানে যে লোকেরা ছিল তারা হতচকিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি যতটা আনন্দে পূর্ণ ছিলাম ততটা কেউ ছিল না, কারণ আমি জানতাম যে আমি যা কিছু বলেছিলাম, যেহেতু সেগুলি প্রভুর সকল সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছিল, তাই আমার কথার উপরে প্রভু তার "আমেন" লিখে দিচ্ছিলেন। যাই হোক না কেন, সেই রাতে টেলিভিশন ক্যামেরা

ঘুরছিল, এবং আপনি যদি সেই অনুষ্ঠানটি দেখতে চান তাহলে আপনি এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করতে পারেন: https://youtu.be/rtx1XYJGIAg.

কাজেই আপনাকে যে ধারণাটিকে বুঝতে হবে সেটি হলো এই।

দাসেরা বড় স্বপ্ন দেখে না!

দাসেরা কোন বিষয়ে স্বপ্ন দেখে? থেমে যাওয়া, এই তাদের স্বপ্ন। তারা একটি দিনের দুপুরের পর থেকে সারাটি বেলা বিকেল ৫ টা বাজবার স্বপ্ন দেখে ও সর্বক্ষণ তাদের নজর নিজেদের হাতঘড়ির দিকে থাকে, তারা চায় থামতে ও কাজ ছেড়ে যেতে। তারা লম্বা ছুটির, অবসর গ্রহণ করার, এবং তারা যাতে কাজ করা থামাতে পারে সেই কারণে অর্থের স্বপ্ন দেখে। দাসেরা থামবার স্বপ্ন দেখে, আরো কাজ সৃষ্টি করবার নয়! দাসসুলভ মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গি কার্য উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করে না; কিভাবে কাজ থেকে রেহাই মিলতে পারে সেই উপায়ের সন্ধান করে। একজন দাস ইতিমধ্যেই হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছে ও প্রতিদিন তাকে পাশ কাটিয়ে যে সম্ভবনাগুলি চলে যাচ্ছে সেটি সে দেখে না।

পুচ্ছ নয় কিন্তু মস্তক হওয়ার জন্য, আপনার মানসিকতাকে একজন দাস থেকে পরিবর্তিত হয়ে একজন মালিক বা স্রষ্ট্রার ন্যায় হতে হবে। আপনাকে পুনরায় স্বপ্ন দেখা শুরু করতে হবে। আপনি নিজেকে যা মনে করেন সেখান থেকে দুরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে, কারণ যদিও আপনার নিজের কাছে নিজেকে দুর্বল বলে মনে হয়, দিয়াবলের কাছে আপনি মেঘধ্বনির ন্যায়। আপনার শিরা উপশিরায় রাজকীয় রক্ত প্রবাহিত হয়, আপনাকে কেবলমাত্র এই বিষয়ে চিন্তা করতে ও সেইরূপ কার্য করতে হবে।

আমার একজন অতি ধনী বন্ধু আছে। তার অনেক সুন্দর বাড়ি রয়েছে, সেইগুলির সবকটি সমুদ্র বা হ্রদের ধারে। একদিন যখন আমি তার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলাম, তখন আমরা পোতাশ্রয়ের ভেতর দিয়ে নৌকাগুলির মাঝখান দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। আমরা যখন একটা নৌকা পার করে অপর একটি নৌকার পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম, তখন আমার বন্ধুটি আমার কাছে নৌকাগুলির মালিকদের নাম বলছিলেন। আমাদের কথপোকথনটি কেমন চলছিল আমি আপনাকে তার একটি উদাহরণ দেব, কিন্তু নৌকার মালিকদের নামগুলি এখন আমার স্মরণে

আর নেই, তাই আমি তাদের একটি করে কল্পিত নাম ব্যবহার করব। তাই আমার বন্ধুর কথাবার্তাগুলি ছিল কিছুটা এই ধরণের: "এই নৌকাটি বিলি স্মিথের, যিনি ওহাইও মেডিকাল সার্ভিসেস এর মালিক। পরের নৌকাটির মালিক হলেন জন রজার, যিনি রজার্স এন্ড রজার্স নামের একটি আইনি প্রতিষ্ঠানের মালিক। পরের নৌকাটি রালফ টাইডওয়েলের, হাই স্ট্রিটের উপর ওই সুন্দর জুতোর দোকানটি হলো ওনার।"

আমরা যখন নৌকার সারির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এবং প্রায় গোটা কুড়ি নৌকা পার হয়ে যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারলাম যে নৌকাগুলির প্রতিটির মালিক এমন ব্যক্তিরা যাদের একটি করে ব্যবসা রয়েছে। একটিও নৌকার মালিক আপনার চেনা ওই সাদামাটা সুরেশ বাবুর মত নন, যিনি স্থানীয় আইস ক্রিম বিক্রির দোকানে নয়টা পাঁচটা ডিউটি করেন। এইবার, ভাববেন না যে আমি পাড়ার আইস ক্রিম বিক্রির দোকানে কাজ করবার বিরোধী। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি একজন কর্মীরূপে কাজ করবার বিরোধী নই। আমি কেবলমাত্র আপনাকে সেই প্রকার মানুষদের উদাহরন দিচ্ছি যাদের নিকট সম্পদ রয়েছে।

আমি যা বলছি দয়া করে সেটির প্রতি মনোযোগ দিন। তাদের কাছে যে অর্থ রয়েছে সেটি বড় বিষয় নয়, তাদের মানসিকতাটাই হলো আসল কথা। ঘোড়ার আগে গাড়ি বাঁধবেন না অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে না করে এলোমেলোভাবে কাজ করবেন না। বেশিরভাগ মানুষ বলবে, "যদি আমার কাছে অত টাকা থাকতো কতই না ভালো হত।" তাদের যা বলা উচিত সেটি হলো, "তারা যেমন চিন্তা করে আমিও যদি তেমন করে ভাবতে পারতাম!" জীবন ও নিজেদের সম্পর্কে ওই লোকগুলির একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

অধিকাংশ পরিবারগুলি কখনই সেই পরিমাণ আয়ের ধরে কাছে পৌঁছাতে পারে না যে পরিমাণ অর্থকে প্রয়োজনাধিক উপার্জন বলে গণ্য করা যেতে পারে। সাম্প্রতিককালের একটি সমীক্ষা বলে যে আমেরিকার কর্মীদের ৫১% এক বছরে ৩০,০০০ ডলারের কম অর্থ উপার্জন করে।5 আমাদের দেশের অর্ধেকের বেশি সংখ্যক মানুষ এক বছরে ৩০,০০০ ডলারের কম অর্থ উপার্জন করে?! আপনার বয়স যদি কুড়ির ঘরে হয়ে থাকে, এবং আপনি কেবলমাত্র যাত্রা শুরু করেছেন, অথবা আপনি এমন একটি অবস্থায় রয়েছেন কারণ আপনি সেই অবস্থায় থাকতে চান, এবং যদি অর্থ আপনার তালিকার প্রথমে না থেকে থাকে তাহলে তো

ভালোই, কিন্তু আমি জানি আমাদের দেশের অর্ধেকের অধিক জনগণের ক্ষেত্রে এটি সত্য নয়। আমি জানি তাদের অধিক অর্থের প্রয়োজন। বিশ্বাস করুন, আমি ৩৬ বছরের বেশি সময় ধরে আমার আর্থিক পরিষেবা শিল্পে কাজ করবার সুবাদে হাজার হাজার পরিবারে গিয়েছি, এবং আমি এটি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি।

তাহলে তাদের নিকট অধিক উপার্জন নেই কেন? জীবন কতটা অন্যায়ী বা আপনি কিভাবে কোনকিছুর শিকার হয়েছেন বা অন্য কোনো অনর্থক বিষয়ে আপনি চিৎকার করতে শুরু করবার আগে, আমি আপনাকে বলব যে এটি দুটি কারণে হয়ে থাকে। প্রথমত, তারা পৃথিবীর দরিদ্রতার অভিশাপের প্রক্রিয়ার মধ্যে ফেঁসে রয়েছে এবং তারা ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর সম্পদের নীতিগুলির কথা জানে না। দ্বিতীয়ত, তাদের পচনশীল নেতিবাচক ভাবনা রয়েছে, এরও কারণ তারা যে পৃথিবীর অভিশাপের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত করেছে সেটি, এবং যেহেতু তারা সমাধানের পথ খুঁজে পায় না, যদিও সেই সমাধানের পথ সহজেই দেখা যায়। মূলত, দাসদের মানসিকতাই হলো দাসত্বের, যে কথাটি আমি বলে আসছি। যখন তারা বিশ্রামের সন্ধান করে তখন সেই বিশ্রামের সুযোগ তারা খুঁজে পায় না। একথা মানতেই হবে যে, প্রকৃত সমাধানসূত্র ছাড়া, মানুষ নিরাশ হয়ে পড়ে।

আমি আমার সেমিনারগুলিতে যে উদাহরনটি ব্যবহার করে থাকি আপনাকে সেটি দিই। মনে করুন, আমি আপনাকে বলেছি যে একটি সহজ বাক্যতেই আমি আপনার সব অর্থের সমস্যা সমাধান করে দিতে পারি। আপনার কাগজ ও কলম তৈরী রাখুন কারণ আমি গ্যারান্টি দেব যে সেই বাক্যটিই আপনার সমস্যার সমাধান হবে। রেডি? বেশ, এই হলো সেই বাক্য: এই বছর ৫ মিলিয়ন ডলার আয় করুন। যখন আমি মঞ্চ থেকে এই কথাটি বলি, প্রত্যেকে হাসতে শুরু করে। কিন্তু তারা হাসে কেন? কারণ তারা ওই পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে একথা তারা ভাবতেই পারে না, বা তারা চিন্তা করে না যে তাদের দ্বারা এক বছরে ৫ মিলিয়ন ডলার অর্থ উপার্জন করা সম্ভব।

তারপর আমি তাদের বলি যে তারা যা দেখতে পায় না সেটি কখনই তারা অধিকার করতে পারবে না। তারপর আমি অনুশীলনীটির পুনরাবৃত্তি করি, কিন্তু এইবার আমি ক্রমাগত সংখ্যাগুলিকে কম করতে থাকি: ২০০,০০০ ডলার, ১০০,০০০ ডলার, ৭০,০০০ ডলার বা ৪০,০০০ ডলার। সবশেষে আমি তাদের বলি, "আমি এমন একটি সংখ্যায় নেমে আসবো যেখানে আপনারা বলবেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি এই টাকা রোজগার করতে পারব"।

তারপর আমি তাদেরকে আরেকটি কাহিনী বলি। মনে করুন আমি রপ্তানী ব্যবসায় একজন ধনী ব্যবসায়ী। আমি চীনে বল পাঠাতে চাই, এবং সেগুলিকে প্যাক করে জাহাজে তোলবার জন্য আমার সাহায্যের প্রয়োজন। আমি তাদের বলি যে তারা যে বলগুলি বাক্সে ভরে দেবে সেই প্রতিটি বলের জন্য আমি তাদেরকে ৫০০ ডলার অর্থ দেব। তারা একদিনে ২০০ টি বল বাক্সবন্দী করতে পারে ধরে নিলে, একদিনে তারা প্রায় ১০০,০০০ ডলার উপার্জন করতে পারবে। আমি তাদেরকে বলগুলিকে প্যাক করবার জন্য সেই একই হারে পারিশ্রমিক দেওয়ার এক বছরের একটি চুক্তিও করতে চাইব। এখন, আমি যদি তাদের বলি যে তাদের সমস্যার সমাধান হলো বারো মাসে ৫০ লক্ষ ডলার উপার্জন করা, তাহলে তাদের উত্তরটি কী হবে? "সহজ, কোনো সমস্যা নেই, ওই রেটে কাজ করলে আপনি সহজেই ৫০ লক্ষ ডলার উপার্জন করতে পারবেন।"

পার্থক্যটি কী ছিল? কিছুই না, শুধু একটি পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনাটিই সকল পরিবর্তন সূচিত করে। যে ঈশ্বর আপনার নির্মাণ করেছিলেন তিনি সেই পরিকল্পনাটি জানেন, আর আপনাকে কেবলমাত্র সেটি শুনতে হবে। কাজেই ঈশ্বরের রাজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। ঈশ্বর যখন আমাকে সেই ব্যবসাটি শুরু করবার সেই স্বপ্নটি দিয়েছিলেন এবং কীভাবে সেটি করতে হবে তা দেখিয়েছিলেন, তখনও আমার আয়ের পরিবর্তন ঘটে নি—কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি চিৎকার করছিলাম, "এটি সহজ! আমার অর্থের সমস্যাগুলি মিটে গেছে; আমার কাছে পরিকল্পনাটি রয়েছে!"

> *"কেননা, সদাপ্রভু বলেন, আমি তোমাদের পক্ষে যে সকল সঙ্কল্প করিতেছি, তাহা আমিই জানি; সেই সকল মঙ্গলের সঙ্কল্প, অমঙ্গলের নয়, তোমাদিগকে শেষ ফল ও আশাসিদ্ধি দিবার সঙ্কল্প!"*
>
> -যিরমিয়২৯:১১

ঈশ্বরের নিকট আপনার মঙ্গলার্থে পরিকল্পনা রয়েছে! যখন আপনি জানতে পারেন আপনার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট পরিকল্পনা রয়েছে, তখন যুদ্ধটির অর্দ্ধ সমাপন হয়ে যায়! দেখুন, অর্থের সমস্যা সমাধান করা অতটাও জটিল কিছু নয়। সম্পদ হলো দর্শনের-সপক্ষ! এটি সত্যিই বেশ সরল। কোনো মুদিদ্রব্য না থাকার সমাধান হলো মুদিদ্রব্য থাকা। একটি অধিক বড় গৃহের প্রয়োজনের

সমাধান হলো একটি বড় গৃহ। একটি ভরসাযোগ্য গাড়ির সমাধান হলো তেমন একটি গাড়ি ক্রয় করা।

আমি জানি এখানে আমি দু ধরণের কথা বলছি, কিন্তু আমি বেশ কিছু বছর একটি ভাঙা গাড়ি চালিয়েছি। তখন আমাকে এক মাইল দূর থেকেও আসতে দেখা যেত, কারণ আমি যেখানেই যেতাম সেখানেই আমি গাড়ির ধুঁয়া ছেড়ে আসতাম। আমি জানি যে যখন আপনাকে কোনো জায়গায় যেতে হয় তখন গাড়ির সমস্যা কতটা ঝকমারি হতে পারে। আমিও এও জানি যে একটি গাড়ির শোরুমে গিয়ে একটি নতুন গাড়ির জন্য নগদ অর্থ প্রদান করতে কেমন লাগে। কেমন লাগে বলুন দেখি! আর কোনো টেনশন নয়, কোনো দুঃখ নয়। কেন? কারণ আমার প্রয়োজনটি মিটে গেছে ও আমি শান্তিতে রয়েছি। গাড়ির সমস্যার সাথে লড়বার বদলে আমার যা করবার কথা সে বিষয়ে আমি মনোযোগী হতে পারি।

ঈশ্বরের রাজ্যের একজন নাগরিকরূপে, আপনার বৈধ অধিকার রয়েছে, এবং প্রতিটি ধর্ম ও নীতি আপনার নিকট উপলব্ধ রয়েছে

আসল বাস্তবতা হলো বেশিরভাগ মানুষকে তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়ে মানসিক চাপের অধীনে থাকা পর্যন্ত বাস্তব আর্থিক সমস্যার সাথে যুঝতে হয়। তাদের যা কিছু নেই কেবলমাত্র সেগুলিকে পাওয়ার জন্যই তারা হয়ত অনেক ঘন্টা ধরে কাজ করে। বন্ধু, আপনার জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা এমনটি নয়।

যেমনটি আগেও আমি বলেছি, মানুষ যে ধরনের কাজ করতে অপছন্দ করে সেই কাজের বেতন পাওয়ার জন্যও তারা তাদের স্বপ্ন ও ইচ্ছাগুলিকে বিসর্জন দেয়। দাসেরা সাধারণত খুব সুখী হয় না! দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই সেই স্থান যেখানে মানুষ বাস করে, নিজেদের জীবনে তাদের অবস্থানের কারণে অসুখী, বিরক্ত, ও নিরাশ। কিন্তু বাস্তবে, সেগুলি হলো নিছক এমন সব দৃষ্টিভঙ্গি যেগুলি আর্থিক স্বাধীনতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়, অথবা, যেমনটি আমি বলেছি, একটি পরিকল্পনা থাকা।

আমি আপনাকে একটি ব্যক্তিগত উদাহরন দিই। আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে আমি শিকার করতে ও মাছ ধরতে, বাইক চড়তে, পাহাড়ে উঠতে, বাইরে যে কোনো করতে ভালবাসি। আমি ওহাইওতে একটি ছোট কৃষিক্ষেত্রের

এলাকায় বড় হয়েছি, যেটি প্লেইন টাউনশিপ নামে পরিচিত। জায়গাটিকে এই কারণে প্লেইন টাউনশিপ বলা হয়ে থাকে, কারণটা আপনি অনুমান করতেই পারেন যে জায়গাটি সমতল। অবশ্যই, কৃষকদের পক্ষে জায়গাটি অনুকুল, কিন্তু স্থানটিতে খুব বেশি আকর্ষনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নেই। আমি আমার সাধ্যমত শিকার ও মাছ ধরা বিষয়ক প্রতিটি পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম। যেমন Outdoor Life, Sports Afield, Field & Stream ও অন্যান্য পত্রিকা। আমি পশ্চিমের বন্য ও সুন্দর পর্বতগুলিতে ও আপালাচিয়ানের (Appalachian) সবুজ ভরা উপত্যকায় মাছ ধরবার ও শিকার করবার মহান ঘটনাগুলি পাঠ করতাম। আমার বাড়ি থেকে সেই স্থানটি পূর্ব দিকে মাত্র এক ঘন্টার রাস্তা। তা সত্ত্বেও আমি কখনই ওই অঞ্চলে যাই নি। আমি ৪০ বছর বয়সে প্রথমবার পর্বত দেখেছিলাম।

কেন? কারণ আমার কাছে ভ্রমন করবার জন্য অর্থ ছিল না, আমার নিজের গাড়ি ছিল, আমার শহরের মধ্য দিয়ে ইন্টার স্টেট I-৭০ মহাসড়কটি পশ্চিমদিকে গিয়ে রকি পর্বতমালার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো আমি কখনই এক বারের জন্যও সেখানে যাওয়ার কথা ভাবি নি, বা নিজেকে কখনও, "একদিন আমি ওখানে যাবো" এই কথাটা ভাবতে দিই নি। আমি পত্রিকার ঝাঁ-চকচকে ছবির মাধ্যমে সেই স্থানগুলির দ্বারা মুগ্ধ হতাম কিন্তু কখনই যাওয়ার কথা চিন্তা করি নি। আমার কাছে সেই সকল স্থান যেন চাঁদের মধ্যে ছিল; আমার মনের মধ্যে সেখানে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আমার বয়স যখন ৪০ বছর এবং শেষপর্যন্ত যখন আমি পশ্চিম দিকে যাত্রা করেছিলাম, তখন সারাটা জীবন ধরে আমি যেটি থেকে বঞ্চিত ছিলাম সেটিকে বিশ্বাস করতে পারি নি। এখন, বছরে কম করে একবার পর্বতে না যেতে পারলে আমার চলে না। বন্ধু, এই মুহুর্তে আপনি যা দেখেন তার তুলনায় অধিক কিছু রয়েছে! জীবনের একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ রয়েছে যেটিকে আপনার দেখা ও অনুভব করা প্রয়োজন।

ঈশ্বরের রাজ্য কীভাবে কার্য করে এবং ইতিমধ্যেই আপনার কাছে যা কিছু আছে বলে সেই রাজ্য বলে, যখন আপনি সেটি বুঝতে ও জানতে আরম্ভ করবেন, তখন আপনার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তীত হবে!

অতএব তোমরা আর অসমপর্কীয় ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটীর লোক

-ইফিষীয় ২:১৯

ঈশ্বরের রাজ্যের একজন নাগরিকরূপে, আপনার বৈধ অধিকার রয়েছে, এবং প্রতিটি ধর্ম ও নীতি আপনার নিকট উপলব্ধ রয়েছে। এটি ড্রেনডা ও আমার সমস্যা ছিল। যদিও আমরা খ্রীষ্টবিশ্বাসী ছিলাম ও ঈশ্বরকে প্রেম করতাম, তবুও আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের এমন নাগরিক ছিলাম যাদের রাজ্যটির ধর্ম ও নীতিগুলির সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না। পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়াটি আমাদেরকে যে সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল, তার কারণে আমাদের স্বপ্ন ছিল না। কিন্তু জ্ঞানই হলো শক্তি।

উদাহরণস্বরূপ, আদালতে, একটি সাক্ষর করা ইজারা চুক্তির কাগজ প্রমান করে যে আপনার বাড়িতে বাস করবার একটি আইনত অধিকার আপনার রয়েছে। উক্ত বাড়িটিতে বাস করবার আপনার বৈধ অধিকারকে সুনিশ্চিত করবার জন্য একটি সাক্ষর করা দস্তাবেজ ও ন্যায়বিচার লাভ করবার সুযোগ যে রয়েছে, সেই বিষয়ের জ্ঞান আপনাকে শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে। সেই একইভাবে, ঈশ্বর যা বলেন ও আপনার জন্য ঈশ্বরের রাজ্যের কাছে যা কিছু রয়েছে, সেই বিষয়ক জ্ঞান, যা কিছু বৈধভাবে আপনার, সেগুলিকে ধরে রাখবার সাহস আপনাকে প্রদান করে। যেমন ধরুন, কৃষকের সমৃদ্ধি কোথায়? অর্থের মধ্যে কি? না। তাহলে সে যে বীজ বপন করে সেটাই কি সমৃদ্ধি? না। সেই কৃষকটি বীজ বপন ও ফসল কাটবার যে সকল নিয়ম বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী সেটিই সেই সমৃদ্ধি। সে যতই দরিদ্র হোক না কেন, কিভাবে ধনী হতে হয় সেটা তার জানা আছে। ঈশ্বর পার্থিব রাজ্যের জন্য যে সকল নিয়ম স্থির করেছেন সে সেগুলির নাগাল পেয়ে গেছে। বীজবপনকাল ও শষ্য গোলাজাত করণের প্রক্রিয়া সেই কৃষকের জন্য বারংবার ফল উৎপন্ন করতে পারে।

সে শষ্য কতবার নিয়মগুলি বোঝে ও সেগুলির প্রতি তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সে ভূমির মধ্যে হাজার হাজার ডলার মূল্যের বীজ পুঁতে ফেলে, কিন্তু তথাপি সে ভীত নয়। আপনি এমন একজন কৃষককে খুঁজে পাবেন না যে তার ফসল লাগাবার পর তার ট্রাক্টরের পাশে বসে মাটির উপরে সে যত পরিমাণ অর্থ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তার দুঃখে ক্রন্দন করে। না, সে বীজের মূল্যের কারণে ক্রন্দন করবে না। সে সেই সকল ধর্মের উপরে আস্থাশীল থাকবে যা প্রাকৃতিক পার্থিব রাজ্যকে পরিচালনা করে। সে কি আপনাকে বলতে পারে যে একটি বীজ কীভাবে বেড়ে ওঠে? আমার সন্দেহ আছে, কিন্তু সে আপনাকে বলতে পারে যে কৃষিকাজ

করবার জন্য সে আরো অধিক জমির সন্ধান করছে। এই একই কথা আপনার ও আমার ক্ষেত্রেও সত্য। যদি আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলি না জানি ও সেগুলির প্রতি আমাদের আস্থা যদি না থাকে, তাহলে ঈশ্বর আমাদের জন্য যে জীবনযাপন নির্ধারিত করে রেখেছেন আমরা সেটি উপভোগ করতে পারি না।

শুরুর সেই দিনগুলিতে সবচাইতে অধিক রোমাঞ্চকর যে ঘটনাগুলির সাক্ষী আমরা ছিলাম তাদের একটি সেই সময় ঘটেছিল যখন আমি একজন লোকের কাছ থেকে একটি ফোন কল পেয়েছিলাম। আমি তাকে "ডন" নাম দিচ্ছি। ডন কিছু মারাত্মক আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল। সে শুনেছিল যে আমি মানুষকে তাদের আর্থিক সংস্থান বিষয়ে সাহায্য করি।

ডনের সাথে যখন আমার প্রথম সাক্ষাত ঘটে, তখন সে খুব নিরুৎসাহিত ও ঋণগ্রস্ত হয়ে আমার অফিসে এসেছিল। সেই সময়ে তার জীবনে কোনকিছুই সঠিক ভাবে চলছে বলে মনে হচ্ছিল না। আমি যখন তার সাথে বসে কথা বললাম, তখন আমি জানতে পারলাম যে তার চার মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি রয়েছে ও অন্যান্য প্রায় সকল দেনা শোধ করাও বাকি। তাদের বৈবাহিক জীবনে সমস্যা ছিল – তাদের আর্থিক অবস্থার কারণে তার স্ত্রী হয়রান হয়ে পড়েছিলেন এবং ডনের প্রতি তার মনে সম্মান চলে যাওয়া শুরু করে দিয়েছিল কারণ সে তার স্ত্রী ও তাদের পাঁচ সন্তানের ভরণপোষণ করতে অসমর্থ ছিল। বাস্তবতা হলো ডন নিজের প্রতি সম্মান হারিয়ে ফেলেছিল, এবং সে নানা প্রশ্নে জর্জরিত ছিল।

তখন তার যে চাকরিটি ছিল সেটি ছিল ওহাইও রাজ্যের সর্বত্র সাস্থ্য বীমা বিক্রয় করা, কিন্তু তার সফলতার অভাব তাকে দ্রুত একটি বিপর্যয়পূর্ণ অর্থনৈতিক পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল।

সকল কিছু ডনের বিপক্ষে গেলেও, আমি তার মধ্যে সম্ভবনা দেখেছিলাম। সে শিখতে ও কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল। এই শক্তিশালী যুগলবন্দীটি তাকে চাকরি দিতে ও তার ভবিষ্যতের কল্যানার্থে আমার নিজেকে বিনিয়োগ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহী করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত, সেটি এমন একটি বিনিয়োগ ছিল যেটি আমাদের উভয়ের ক্ষেত্রে বৃহৎ লভ্যাংশ প্রদান করেছিল।

সেই সময় আমার নবীন কোম্পানিটি আমাদের বিক্রেতাদের একটির নিকট থেকে সবেমাত্র হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণের একটি পুরস্কার জিতেছিল, এবং আমার মনে হয়েছিল ডনের সাথে ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক আলোচনা করবার সেটি একটি

মহান সুযোগ হবে। যদিও ডন একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী ছিল, কিন্তু এই বিষয়ে তার ধারণা আমার ধারণার মত ছিল না। এবং যদিও আমি বেশ কয়েকবার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নীতিগুলির বিষয়ে তার সাথে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছিলাম, তবুও আমি যা বলছিলাম সে সেটিকে বিশ্বাস করেছিল বলে আমার মনে হয় নি।

আমি ডনের মনোযোগ আকর্ষণ করবার এমন একটি উপায়ের সন্ধান করছিলাম যেটি তাকে এই কথা উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে যে, ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে কার্য করে সেটি জানবার দ্বারা সেও সফলতা লাভ করতে পারে। তবে, ডন এতটাই নিরুৎসাহিত ছিল যে তার পক্ষে নিজেকে বিশ্বাস করা এবং সত্যিই পরিবর্তন যে ঘটতে পারে সেটি বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমি জানতাম এই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণটি আমার সুযোগ।

ডন ও আমার যে সময়ে ওখানে যাওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করবার কথা ছিল, তার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই আমরা সেখানে যা যা দেখব ও করব সেই বিষয়ে কথা বলেছিলাম। একটি বিশেষ কৌতুহল বিশেষভাবে ডনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সে প্রশান্ত মহাসাগরের নয়নাভিরাম জলে একটি নীলাভ মার্লিন ধরতে চেয়েছিল। “হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ বিশ্বের নীলাভ মার্লিনের রাজধানী”, উত্তেজিতভাবে ডন আমাকে কথাগুলি বলেছিল। “আমি সারাজীবন ধরে একটি নীলাভ মার্লিন ধরতে চেয়েছি; এটা আমার একটা স্বপ্ন।” সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবার আমি ডনের চোখে একটি উজ্বল রশ্মি দেখেছিলাম। আসলে কোনো একটি বিষয় তাকে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল, এবং আমি জানতাম যে তার সেই উত্তেজনাটি একটি শক্তিশালী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে।

আমি তাকে বলেছিলাম, “ডন, ঈশ্বরের রাজ্যের নাগাল পাওয়ার দ্বারা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে তুমি যে একটি নীলাভ মার্লিন ধরতে পারো সেই বিষয়ে আশা নয়, বরং নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব, একথা কি তোমার জানা ছিল?” আমার কথায় ডন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেও আরো অধিক জানবার জন্য উৎসাহী হয়েছিল, এবং আমি ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক আমার ব্যাখ্যা তুলে ধরা জারি রেখেছিলাম। আমি মার্ক ১১:২৪ উদ্ধৃত করেছিলাম, যে পদ বলে, “এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।” ডনের পক্ষে এই কথা বিশ্বাস করা এক কথায় যথেষ্ট কঠিন ছিল। ঈশ্বরের রাজ্য ও কিভাবে তার নিজের বিশ্বাসকে মুক্ত

করতে হয় এই বিষয়ে তাকে বুঝতে সাহায্য করবার জন্য আমি কিছুটা সময় ব্যয় করেছিলাম। এবং, কাজেই, আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করবার পূর্বে, ডন ও তার স্ত্রী একমত হয়ে প্রার্থনা ও বিশ্বাস করেছিল যে তারা একটি নীলাভ মার্লিন পেয়েছে। এছাড়াও তারা তাদের লাভের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে একটি আর্থিক বীজ বপন করেছিল। আমার প্রয়োজনীয় কোনো কিছুর জন্য আমি যখন আমার বিশ্বাস মুক্ত করতাম তখন এটি করতে পবিত্র আত্মা আমায় শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে, শিকার করবার জন্য ডনের যা যা করণীয় ছিল বলে সে জানত সেই সকল কিছু সে করেছিল। সেখানে যে যে নৌকাগুলি পাওয়া যাবে ও তাদের মূল্যের বিষয়ে সে খোঁজ খবর নিয়েছিল ও সবশেষে তার যে ক্যাপ্টেনকে ভালো বলে মনে হয়েছিল তাকে সে বুক করেছিল। সবকিছু স্থির করা হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা হাওয়াই- এর নীল জলের কাছে যাওয়ার জন্য বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েছিলাম।

নৌ যাত্রার দিনটি এলো, এবং যখন আমরা নৌকায় চাপলাম, তখন বেশ গর্বের সাথে ক্যাপ্টেনকে বললাম যে আজ আমরা একটি নীলাভ মার্লিন ধরব। তিনি ছিপ দিয়ে অন্যান্য যে সকল মাছ ধরা যায়, আমরা সেগুলি ধরতে সফল হব এমন আশা ব্যক্ত করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আমাদের নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে দিনটি নীলাভ মার্লিন ধরবার ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে অনুকুল নয়। বিগত চার মাস ধরে প্রতিদিন দুটি নৌকা ভাড়া করা জল বিহারে গিয়ে, তার সঙ্গীরা মাত্র একটি নীলাভ মার্লিন আনতে পেরেছে। এর একটি বড় কারণ হলো মার্লিনদের ঋতু তখনও শুরু হয় নি, কেননা মার্লিন হলো পরিযায়ী মাছ। নিরুৎসাহিত না হয়ে, আমরা তাকে স্বশ্রদ্ধভাবে বললাম যে আমরা একটি মার্লিন পাবো এবং আমাদের সাজসরঞ্জাম তৈরী করতে থাকলাম।

ছয় ঘন্টা ধরে ছিপ সঞ্চারণ করবার পরেও যখন একবারও আমাদের ছিপে কোনো রকম স্পর্শ অনুভূত হলো না, তখন আমি একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে কোনো কিছু না ঘটা ডনের বিশ্বাসকে দুর্বল করে তুলতে পারে। আমার শঙ্কায় আমি চিৎকার করে তার প্রতি একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম। ডনের উপরে থাকা একটি সেতুর উপরে আমার আসন থেকে আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "ডন, আমি তোমায় একটি প্রশ্ন করতে চাই। তুমি কখন সেই নীলাভ মার্লিনটি পেয়েছিলে? যখন তার দেখা মেলে নাকি যখন আমরা প্রার্থনা করেছিলাম?" বেশ সাহস নিয়ে,

ডন শক্তিশালীভাবে জবাব দিয়েছিল, “গ্যারি, খুবই সোজা কথা। আমি যখন প্রার্থনা করেছিলাম তখনই আমি সেটি পেয়েছিলাম।” তার উত্তরটি যখন আমার কানে এলো তখন আমি রোমাঞ্চিত ও প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিলাম। তখনই আমি জানতে পারলাম যে ডন গুরুত্ব সহকারে আমার নির্দেশ গ্রহণ করেছে ও সেই মার্লিনটি পাওয়ার বিষয়ে সে দৃঢ়নিশ্চিত।

কয়েক মিনিট পরেই, ডনের ছিপের দড়ির গুটিটি ঘুরতে শুরু করল এবং সেটি সমুদ্রের দিকে বেঁকে গেল এবং সঙ্গীরা “মাছ পড়েছে” বলে চেঁচিয়ে উঠল।

ক্যাপ্টেন সাহেব সতর্ক করে দিয়ে বললেন, “বেশি উত্তেজিত হবেন না। হ্যাঁ, মাছটা বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু এই মাছ নীলাভ মার্লিন নয়। মার্লিনরা জলের উপরে ভেসে উঠে ও বাতাসের মধ্যে বিরাট লাফ দেয় আর এই মাছটি জলের গভীরে রয়েছে।” সময় ধীরে ধীরে বয়ে যেতে থাকল, ডন সেই মাছটির সাথে লড়াই করা জারি রাখলো। সেই মাছটি তখনও জলের উপরিতলের এত কাছে আসে নি, যেখান থেকে সেটিকে দেখা যেতে পারে। ডন যতটা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, মাছটি তার থেকেও অধিক ক্লান্ত ছিল এবং অচিরেই সে হাল ছেড়ে দিল। যখন ডন সুতো গুটিয়ে সেই বড়, সুন্দর নীলাভ মার্লিনটি উপরে টেনে তুললো, তখন সে এবং আমি বিস্মিত না হলেও, নৌকাটিতে থাকা বাকি সকলে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

ডন ও তার মাছের ছবিটি অন্যদের নিকট ঈশ্বরের রাজ্যের বাস্তবতার সাক্ষ্যরূপে ও আমার কাছে সেই বাস্তবতার একটি অবিরত স্মারকরূপে আজ পর্যন্ত আমার অফিসে রয়েছে। বাইরে থেকে দেখলে, ওটা একটি মাছ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ডনের কাছে সেই মার্লিনটির অর্থ সেটির থেকে অনেক অধিক ছিল। যদি ঈশ্বরের রাজ্য সেই মার্লিনটির ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে থাকে, তাহলে তার জীবনে তার যা কিছু প্রয়োজন সেগুলির ক্ষেত্রেও সেই রাজ্য নিশ্চিতভাবেই কার্য করবে। ডনের জন্য, এই ঘটনাটি তার জীবনে ঈশ্বরের রাজ্যের কি ধরণের প্রভাব থাকতে পারে সেটি উপলব্ধি করবার সূচনা মাত্র ছিল।

আমি এই কাহিনীটিকে পছন্দ করি, এবং আমি মানুষের নিকট ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকৃত অভিজ্ঞতা থাকতে দেখা ভালবাসি। আমি আপনার জন্যও এটিই চাই!

অধ্যায় ৪

আমি ঈশ্বরের রাজ্যের একটি প্রধান চাবিকাঠির সন্ধান পেয়েছি!

আমাদের সকলের কাছেই আমাদের গৃহ, আমাদের গাড়ি ও অন্য যা কিছু আমরা সুরক্ষিত রাখতে চাই সেই সকল কিছুর জন্য ভিন্ন ধরনের চাবি থাকে। এই চাবিগুলি ভেতরে যা কিছু সুরক্ষিত রয়েছে সেগুলিকে প্রাপ্ত করতে বা সেগুলিকে কাজে লাগাবার অধিকার দেয়। যেমন একটি গাড়ি। একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীরূপে দীর্ঘ নয় বছর আর্থিক বিশৃঙ্খলা ও নিরাশার মধ্যে জীবনযাপন করবার কারণে, আমি জানতাম কোনো একটা কিছু নেই, কোনো একটা কিছু ভুল রয়েছে। কাউকে সেটি বলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। আমার যা জানবার প্রয়োজন ছিল সেটি হলো ভুলটি কী ও কিভাবে সেটিকে সমাধান করা যেতে পারে।

সেই ভগ্নপ্রায় খামারবাড়ির বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়ে আমি যখন প্রভুর কাছে তাঁর সাহায্যের নিমিত্ত ক্রন্দন করেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমার সমস্যাটি হলো এই যে তাঁর রাজ্য কিভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে আমি কখনই সেটি জানি নি। সেই একটি মাত্র বাক্যে আমি সেই চাবির কথা শ্রবণ করেছিলাম, বা আমার বলা উচিত যে চাবির বা প্রয়োজনীয় চাবিগুলির উৎস ছিল সেই কথাটি - ঈশ্বরের রাজ্য। ঈশ্বর আমাকে বলছিলেন যে আমার সমস্যার সমাধান হলো তাঁর রাজ্য। কিভাবে তাঁর রাজ্য পরিচালিত হয় সেই বিষয়ে জানবার জন্য আমি কখনই সময় দিই নি, কিন্তু যদি দিতাম, তাহলে আমি আমার উত্তর খুঁজে পেয়ে যেতাম। সেই দিন যখন ঈশ্বর তাঁর রাজ্যের বিষয়ে আমার জ্ঞানের অভাব সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, তখন রাজ্য বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু আমি

তাঁকে উচ্চকণ্ঠে ও পরিষ্কারভাবে বলতে শুনেছিলাম যে তাঁর রাজ্য কিভাবে কার্য করে তা যদি আমি জানতে পারতাম, তাহলে আমি যে সকল উত্তরগুলি সন্ধান করছি সেগুলি আমি খুঁজে পেতাম। তাই আমার কাছে, "আমার রাজ্য কিভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে সেটি জানবার জন্য তুমি কখনই সময় ব্যয় করো নি" এই সাধারণ উক্তিটির মধ্যে একটি প্রধান চাবি ছিল। অবশ্যই, সেই উক্তিটি নিজে নিজেই অনেক কথা বলেছিল, এবং আমার জীবন রূপান্তরের ক্ষেত্রে সেটিই ছিল আমার প্রথম প্রধান চাবি।

> *কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম হইবে- 'আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ'। দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ববৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায়বিচারে ও ধার্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত। বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সম্পন্ন করিবে।*
>
> -যিশাইয় ৯:৬-৭

ঈশ্বরের রাজ্য যে বাস্তবে এমন একটি রাজ্য যা সরকার বা কর্তৃত্বভারের ও ধর্মগুলির উপর ভিত্তি করে কার্য করে এই বোধটি আমার চোখকে ঈশ্বরের রাজ্যের এমন একটি বোধগম্যতার প্রতি উন্মুক্ত করেছিল যেটি আগে আমি কখনও জানতাম না। ঈশ্বরের রাজ্য ন্যায়বিচার (আইনের শাসন) ও ঈশ্বরের ধার্মিকতা (তাঁর বিধি) দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল ও পরিচালিত হচ্ছে এই জ্ঞান আমাকে দেখিয়েছিল যে ঈশ্বরের রাজ্যে যা কিছু ঘটে সেটি সেই রাজ্যের ধর্ম বা নীতির একটি ফলশ্রুতি। আমি হয়ত প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন নই, কিন্তু এইটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি আমার ছিল যে ঈশ্বরের রাজ্য যদি নীতির উপরে ভিত্তি করে পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে আমি সেই নীতিগুলি শিক্ষা করতে ও সেগুলিকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি। যখন ঈশ্বর ড্রেনডা ও আমার কাছে তাঁর ধর্মগুলি প্রকাশ করতে ও আমাদেরকে সেগুলি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন আমি উপলব্ধি করা আরম্ভ করেছিলাম যে বাইবেলের প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে সেইসব

চাবিকাঠিগুলি রয়েছে যে কাহিনীগুলি কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য পরিচালিত হয় সেটি জানার জন্য আমার জানবার প্রয়োজন। আমি বাইবেলের প্রতিটি কাহিনীকে ভিন্নভাবে পাঠ করা আরম্ভ করেছিলাম। “কেন ওটা ঘটেছিল? কেন সেটা হলো না?” “এই কাহিনীটিতে কোন কোন নীতিগুলি প্রকাশিত হয়েছে? কিভাবে সেটি ঘটেছিল?” এহেন মনোভাব নিয়ে আমি প্রতিটি কাহিনী পাঠ করতাম।

আমি নিজেকে একজন আত্মিক বিজ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করা আরম্ভ করেছিলাম, এবং যখন পবিত্র আত্মা আমার নিকট একের পর আরেকটি নীতিকে প্রকাশ করতেন তখন আমি রোমাঞ্চিত হতাম। আমি এটি দেখে আরো অধিক রোমাঞ্চিত ছিলাম যে আমি যেসকল নীতিগুলি আবিস্কার করেছি সেগুলি ঠিক যেভাবে বাইবেলে কার্যকর হয়েছিল, সেই একইভাবে আমার নিজের জীবনেও কাজ করতে পারে। লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করে, “গ্যারি, ঈশ্বরের রাজ্যের নীতি বলতে আপনি কী বলতে চান?” সাধারণত আমি তাদেরকে তারা এখানে এই পার্থিব রাজ্যে যে সকল ভৌতিক ধর্মগুলি ব্যবহার করে থাকে তাদেরকে সেইগুলির বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিই – মাধ্যাকর্ষণ, পদার্থ বিদ্যার ধর্মগুলি, এবং প্রকৃতিকে যে সকল ধর্মগুলি পরিচালিত করে সেগুলি।

যখন ঈশ্বর ড্রেনডা ও আমার কাছে তাঁর ধর্মগুলি প্রকাশ করতে ও আমাদেরকে সেগুলি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন আমি উপলব্ধি করা আরম্ভ করেছিলাম যে বাইবেলের প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে সেইসব চাবিকাঠিগুলি রয়েছে যে কাহিনীগুলি কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য পরিচালিত হয় সেটি জানার জন্য আমার জানবার প্রয়োজন

একজন কৃষক যখন ইচ্ছা তখন এই ধর্মগুলিকে ব্যবহার করে; সেগুলি যাতে কাজ করে সেই কারণে সেই কৃষকের প্রার্থনা করবার প্রয়োজন হয় না। যখনই সে সেই ধর্মগুলিকে প্রয়োগ করতে চায়, তখনই সেগুলি কাজ করে। যে কেউ সেগুলি ব্যবহার করতে চায় সেই প্রত্যেকজনের নিকট সেগুলি প্রাপ্তিসাধ্য থাকে। সেই একইভাবে, ঈশ্বরের রাজ্য এমন কতগুলি ধর্মের সাহায্যে পরিচালিত হয়, যেগুলিকে জানা যেতে পারে। যেহেতু সেগুলি ধর্ম বা নীতি তাই কখনই সেগুলি

পরিবর্তিত হয় না, এবং সেগুলিকে শিক্ষা করা যেতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যে জীবনের প্রতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তবে একটা কথা, আপনি যখন একবার খ্রীষ্টের নিকট আসেন, তখন আপনি তাঁর রাজ্যের একজন নাগরিক, এবং সমগ্র রাজ্যই আপনার। রাজ্যের এই নীতিগুলি আপনার পক্ষেও জানা ও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

লোকেরা আমাকে বলবে, "বেশ ভালো, আমি এটির এই অংশটি বুঝলাম, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে একটি নীতির একটি উদাহরণ আমাকে দিন।" অনেক অনেক নীতি রয়েছে। এরই মধ্যে আমি সেগুলির কয়েকটি সম্পর্কে লিখেছি, যেমন অধিকারের নীতি, বিশ্বাসের নীতি, এবং সহমত হওয়ার নীতি, যদিও আমি আগের অধ্যায়ে সেগুলিকে এইভাবে নামাঙ্কিত করি নি। আবার, অনেক নীতি রয়েছে, এবং এই নীতিগুলির প্রত্যেকটিকে কার্যের ও প্রয়োগের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে, যেগুলি সেই সব অংশ যেগুলির প্রতি নিশ্চিতভাবেই আমরা মনোযোগ দিতে চাই। আমি যে কথা বলছি সেটিকে ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হবে এমন একটি কাহিনী আপনাকে বলব।

আমার একটি পাইপার মাইরেজ বিমান রয়েছে, যেটিকে আমি সভাগুলিতে বায়ুযোগে যাওয়ার, মক্কেলদের সাথে সাক্ষাত করবার ও ব্যবসার প্রয়োজনে ভ্রমণ করবার জন্য ব্যবহার করি। একটি অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য আমি কলোরাডো যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম, এবং আমি সতর্কভাবে সেই যাত্রার তারিখটির আশেপাশেই আমার বিমানটির আইন মোতাবেক প্রয়োজনীয় বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার দিনক্ষণটি স্থির করেছিলাম। ব্যাপারটি কী সেটি যদি আপনার জানা না থাকে, তাহলে বলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে বিমানগুলি উড্ডয়ন করে, সেগুলির প্রতিটিকে বছরে একবার করে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন হয়। আমাদের পাইলটের সেই মাইরেজ বিমানটিকে নিয়ে আসবার ও তারপর আমাদেরকে সভাস্থলে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যেদিন তার সেই বিমানটিকে আনতে যাওয়ার কথা ছিল, তার ঠিক আগের দিন দোকান থেকে ফোন এসেছিল এবং তারা জানিয়েছিল যে তারা দুর্ঘটনাবশতঃ বিমানটির সামনের সহকারী বিমানচালকের কাঁচ নির্মিত বায়ু প্রতিরোধী বর্মটি ভেঙ্গে ফেলেছে। তারা বিনামূল্যেই সেই কাঁচটি বদলে দেবে ঠিকই, কিন্তু সেই কাঁচ বদলের প্রক্রিয়াটি শেষ হতে আরো তিনদিন সময় লাগবে।

আর তারপরেই বিমানটি উড়তে পারবে। তার অর্থ ড্রেনডা ও আমাকে একটি বানিজ্যিক বিমানে চড়ে কলোরাডো যেতে হবে। তার জন্য কোনো অভিযোগ করবার অভিপ্রায় নেই, কিন্তু আমরা যেখানেই যাই না কেন যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা সবসময় নিজেদের বিমানটিতে চড়ে যেতেই পছন্দ করি। আমরা সামান্য হতাশ হয়েছিলাম কিন্তু সেই অধিবেশনে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেছিলাম। এইবার আমাদের পরিকল্পনাটি ছিল এই যে ওহাইও তে আমাদের ফিরতি যাত্রার সময় পাইলট আমাদেরকে বিমানে তুলে নেবে।

আমাদের অধিবেশনের মধ্যেই দুদিন, একটি দমকা শিলাবৃষ্টি ওই অঞ্চলটিতে আঘাত হানে। সেই শিলাবৃষ্টিটি এতই প্রকান্ড ছিল যে সেটি সেই সমগ্র অঞ্চলটির ক্ষতিসাধন করেছিল। কোনো কোনো এলাকাতে, বরফের প্রকান্ড চাঁইগুলি বাড়ির ছাদ ভেদ করে নিচে নেমে গিয়েছিল। শতশত গাড়ির মেরামতের অযোগ্য ক্ষতি হয়েছিল। ভবন ও ছাদগুলির ক্ষতি হয়েছিল। আমার বিমান চালক যখন আমাদেরকে নিতে এসেছিল, তখন সেও সেই একই FBO (বিমান রাখবার সাময়িক স্থান বিশেষ) তে বিমানটিকে রেখে এসেছিল, যেখানে আমরাও আমাদের বিমানটিকে রেখে আসতাম যদি অধিবেশন শুরুর সময়ে আমরা আমাদের বিমানটিতে চড়ে আসতে পারতাম। আমার চোখে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য ধরা পড়েছিল। প্রতিটি বিমান সেই স্থানেই রাখা ছিল, যেখানে আমার বিমানটিরও থাকবার কথা ছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা, আমার বিমানটি সেখানে ছিল না, এবং সেই কারণে সেটির কোনো ক্ষতি হয় নি। এটি একটি যথেষ্ট বিস্ময়কর ঘটনা, কিন্তু কিভাবে এটি ঘটল? আমি বলতে চাইছি এটি কি নিছক একটি কাকতালীয় ঘটনা নাকি আমার বিমানটির ওখানে না থাকবার কারণ সেই আত্মিক ধর্ম, কোনো না কোনভাবে আমি যেটির সুবিধা গ্রহণ করেছিলাম।

আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আমি যে আত্মিক নিয়মকে প্রস্তুত রেখেছিলাম এটি তারই ফলাফল। আমি আপনাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি বলব। একটি নিয়ম বুঝতে পারলে সেই নিয়মটি যখনই আপনার প্রয়োজন হবে তখনই সেই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ করে দেবে। এক্ষেত্রে, আমি এমন একটি নিয়মের চর্চা করেছিলাম যে নিয়মটি একেবারে শুরুর দিকে ঈশ্বর যখন প্রথম আমাকে তাঁর রাজ্যের নিয়ম ও কার্যকারীতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া আরম্ভ করেছিলেন, তখন শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ঈশ্বর আমাকে যে নিয়ম বা ধর্মটি দেখিয়েছিলেন আমি সেটি আপনাকে দেখাই, তারপর আমি আপনাকে দেখাবো যে আমি কিভাবে সেটিকে প্রয়োগ করেছিলাম। মনে রাখবেন, বাইবেলের প্রতিটি কাহিনী আপনাকে ঈশ্বরের রাজ্য ও সেই রাজ্য যেভাবে কার্য করে সেই সম্পর্কে কিছু দেখাচ্ছে। আমি নিজেকে একজন আত্মিক বৈজ্ঞানিক বলে থাকি। আমি যখন বাইবেল পাঠ করি, তখন আমি সর্বদা সেই সকল নিয়ম বা ধর্মের অন্বেষণ করি যেগুলি কোনো কিছু ঘটিয়েছে বা কোনো একটি বিষয়কে ঘটতে দেয় নি। আমি আপনাকে যে শিক্ষাটি দেখাতে চাই সেটির সাথে সম্পর্কযুক্ত কাহিনীটি আমরা মার্ক ৬ অধ্যায়ে পাই।

পরে দিবা প্রায় অবসান হইলে তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এটি নির্জন স্থান, এবং দিবাও অবসান-প্রায়; ইহাদিগকে বিদায় করুন, যেন ইহারা চারিদিকে পল্লীতে পল্লীতে ও গ্রামে গ্রামে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পারে।

কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই উহাদিগকে আহার দেও। তাঁহারা কহিলেন, আমরা গিয়া কি দুই শত সিকির রুটি কিনিয়া লইয়া উহাদিগকে খাইতে দিব?

তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটি আছে? গিয়া দেখ। তাঁহারা দেখিয়া কহিলেন, পাঁচখানি রুটি এবং দুইটি মাছ আছে।

তখন তিনি সকলকে সবুজ ঘাসের উপরে দলে দলে বসাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা শত শত জন ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া সারি সারি বসিয়া গেল। পরে তিনি সেই পাঁচখানি রুটি ও দুইটি মাছ লইয়া স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং সেই রুটি কয়খানি ভাঙ্গিয়া লোকদের সম্মুখে রাখিবার জন্য শিষ্যদিগকে দিতে লাগিলেন; আর সেই দুইটি মাছও সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন। তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল। পরে তাঁহারা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা বারো ডালা এবং মাছও কিছু তুলিয়া লইলেন। যাহারা সেই রুটি ভোজন করিয়াছিল, তাহারা পাঁচ হাজার পুরুষ।

-মার্ক ৬:৩৫-৪৪

এটি একটি মহান কাহিনী ও ঈশ্বরের রাজ্যের কার্যকর হওয়ার একটি উদাহরণ। পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে ২০,০০০ মানুষকে ভোজন করানো! কিন্তু আপনি বলেন, "গ্যারি, বাইবেল বলে যে সেখানে কেবলমাত্র ৫,০০০ পুরুষ ছিল।" হ্যাঁ, সেটি ঠিক, কিন্তু আমি অনুমান করতে পারি যে সেইস্থানে স্ত্রীলোক ও শিশুরাও ছিল। কাজেই আমি অনুমান করছি যে সেখানে প্রায় ২০,০০০ মানুষ ছিল।

শিষ্যেরা যখন খাদ্যের বিষয়টি নিয়ে যীশুর নিকট এসেছিল, তখন যীশু তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের সম্পর্কে কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি বলেছিলেন, "তোমরাই উহাদিগকে আহার দেও।" যীশুর এই কথা তাদের যথেষ্ট হতচকিত করেছিল। তারা কোথা থেকে সেই ধরণের খাদ্য পাবে? সম্পদ বা অর্থের যোগানের উৎসরূপে একমাত্র যেটিকে তারা বুঝত, - অর্থাৎ পরিশ্রম করা- তারা সেই ধারণাটির সাহায্যেই উত্তর দিয়েছিল। তারা বলেছিল, "সেটি করতে গেলে তো একজন মানুষের আট মাসের বেতন প্রয়োজন হবে!" পৃথিবীর অভিশাপের কষ্টকর পরিশ্রম ও ঘামের প্রক্রিয়ায় তাদের কষ্টার্জিত অর্থের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, অত লোককে আহার দেওয়াটা অসম্ভব।

কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে, কার্য প্রক্রিয়ার ভিন্ন ধর্ম সকলকিছুকে সম্ভবপর করে তোলে। যীশু তাদেরকে পৃথিবীর অভিশাপ প্রক্রিয়ার উর্দ্ধে দেখতে সাহায্য করতে ও তারা যেন ঈশ্বরের রাজ্য হতে একটি নতুন আশা দেখতে পারে সেটি চেয়েছিলেন। এরপর যীশু তাদেরকে জনতার আহার যোগানের জন্য তাদের কাছে কী কী উপলব্ধ রয়েছে সেটি দেখতে বলেছিলেন। তারা জনতার মধ্যে গিয়ে সন্ধান করেছিল এবং তারপর তারা জানিয়েছিল যে তারা পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ পেয়েছে কিন্তু তারা জানতো যে ওইটুকু খাদ্য দ্রব্য দিয়ে কিছুই হবে না। এরপর যীশু তাদেরকে রুটি ও মাছ নিয়ে আসতে বলেছিলেন। সেগুলিকে তাঁর হাতে ধরে, তিনি সেগুলির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন ও সেগুলিকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তারপর তিনি সেগুলিকে জনতার মধ্যে বিতরণ করবার উদ্দেশ্যে তাঁর শিষ্যদের হাতে তুলে দেন। অবশ্যই কাহিনীর বাকি অংশ আপনার জানা; ২০,০০০ মানুষের প্রত্যেকে পেট ভরে খেয়েছিল এবং তারপরেও ১২ ঝুড়ি খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ছিল।

আমার প্রশ্ন হলো: "কেন যীশু সেই রুটি ও মাছ জনতার মধ্যে বিতরণ করতে বলবার পূর্বে তাঁর নিজের কাছে আনতে বলেছিলেন? যীশুর শিষ্যরা যখন খাদ্য

দ্রব্য খুঁজে পেয়েছিল তখন যীশু কেনই বা এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে সেই খাদ্য বিতরণ করা শুরু করে দিতে বললেন না? তাদের কি প্রথমে যীশু কর্তৃক সেই খাদ্যকে আশীর্বাদ করিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল?" সঠিক উত্তরটি হলো যীশুকে প্রথমে রুটি ও মাছকে আশীর্বাদ করতে হত। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, তাঁর শিষ্যরা প্রথমে যখন সেই রুটি ও মাছ খুঁজে পেয়েছিল, তখন সেগুলি পার্থিব রাজ্যে, মানুষের কর্তৃত্ব ও অধিকারের অধীনে ছিল। সেই অবস্থায়, সেই খাদ্যবস্তুর উপরে যীশুর কোনো অধিকার ছিল না। কিন্তু যখন স্বেচ্ছায় সেই রুটি ও মাছ তাঁর নিকটে আনা হয়েছিল, তখন তিনি সেগুলিকে আশীর্বাদ করতে পেরেছিলেন। আশীর্বাদ শব্দটির অর্থ হলো শুচি বা পৃথক করা। এখন, এখানে ঈশ্বরের রাজ্যের একটি ধর্ম উন্মোচিত হয়েছে।

যীশু যখন সেই রুটি ও মাছকে আশীর্বাদ করেছিলেন, তখন সেই মাছ ও রুটি রাজ্যগুলিকে পরিবর্তীত করেছিল।

মূলগতভাবে, রুটি ও মাছের উপরে কর্তৃত্ব পরিবর্তীত হয়েছিল। তারপর মানুষের আহারের নিমিত্ত সেই রুটি ও মাছকে বৃদ্ধি করবার বৈধ অধিকার ঈশ্বরের নিকট চলে এসেছিল।

যীশু যদি সেই রুটি ও মাছ না নিতেন ও সেইগুলিকে আশীর্বাদ না করতেন, তাহলে সেগুলি বৃদ্ধি পেত না।

আমরা যখন আমাদের খাদ্যকে আশীর্বাদ করি, তখন আমরাও সেই একই ধর্মের প্রয়োগ করি, যদিও আমার মনে হয় মানুষ যখন তাদের খাদ্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করে তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশই বুঝতে পারে না যে আসলে তারা কী করছে। কিন্তু সোজাভাবে বলতে গেলে, আমরা যখন আমাদের খাদ্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করি, তখন সেই প্রার্থনা রাজ্যের পরিবর্তন ঘটায়, এইভাবে আমরা কোনো ক্ষতিকারক খাদ্যবস্তু খেয়ে ফেললে ঈশ্বর যাতে আমাদের সুরক্ষা করতে পারেন, তাঁকে সেই সুযোগ দেয়। এখানে আমাকে একটি পার্শ্বটীকা যোগ করতে হবে। আমরা যদি স্বেচ্ছায় ক্রমাগত স্বল্প পুষ্টি যুক্ত প্যাকেটজাত খাদ্য, এবং যে সকল খাদ্য আমাদের পক্ষে বাজে বলে আমরা জানি সেগুলি খেয়ে জীবনযাপন করতে থাকি, তাহলে আমরা যা বপন করি সেগুলিই ছেদন করব। কিন্তু আমরা যদি

বিপজ্জনক কোনো কিছু খেয়ে ফেলি, এমন কিছু যা আমাদের ক্ষতি করবে বলে আমরা বুঝতে পারি নি, তাহলে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের সুরক্ষা করবে, ঠিক যেমন করে সেই বাক্য আমার বিমানটিকে রক্ষা করেছিল। বেশিরভাগ মানুষকে যেমনভাবে আপনি তাদের খাদ্যের নিমিত্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রার্থনা করতে শুনতে পান, আমি সেই ধরণের প্রার্থনার কথা বলছি না। কিন্তু আমি বিশ্বাসে প্রার্থনা করবার কথা বলছি, ঈশ্বর যে আমাদের মধ্য থেকে অসুস্থতা দূর করে দেন সেই হেতু তাঁর ধন্যবাদ করা, তাঁর মহান রাজ্যের একজন নাগরিকরূপে, আমাদেরকে তাঁর প্রতিজ্ঞা উপভোগ করবার সুযোগ দেয়।

> *এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না।*
>
> -মার্ক ১৬:১৮

আজকের জগতে, নিজেদেরকে বিশ্রাম প্রদান করবার জন্য ঈশ্বরের সুরক্ষাতে আমাদের আস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি ক্ষেত্রবিশেষে এমন বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যা আমাদের শান্তি চুরি করতে পারে। তার মধ্যে আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি সেটিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিশ্বাস করুন, আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে খাদ্যের মাধ্যমে আপনার সাস্থ্য, পার্থিব রাজ্যে শয়তানের বিরুদ্ধে ফলপ্রসু হওয়ার জন্য আপনার সক্ষমতা, ইত্যাদি চুরি করবার একটি ফন্দি দিয়াবলের রয়েছে।

ফিলিপীয় ৪:৬-৭ এ আমরা আমাদের সমস্যা, আমাদের বিভিন্ন বিষয়, আমাদের মনের শান্তি, বাস্তবে আমাদের জীবনের সবকিছুই ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারের অধীনে নিয়ে আসবার আরেকটি উদাহরণ দেখতে পাই।

> *কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচ্ঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর। তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে।*
>
> -ফিলিপীয় ৪:৬-৭

আমরা যখন কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে প্রার্থনা করি, তখন সেই প্রার্থনা সেই সমস্যা বা বিষয়টিকে ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারের অধীনে নিয়ে আসে। আমরা যদি সেই সম্পর্কে প্রার্থনা না করি, তাহলে ঈশ্বরের হাত বাঁধা। সেই কারণেই বাইবেল বলে, অবিরত প্রার্থনা কর (১ থিষলনীকীয় ৫:১৭) এবং তোমরা প্রাপ্ত হও না, কারণ তোমরা যাচঞা কর না (যাকোব ৪:২)।

আমি যখন আমার বিমানটিকে ক্রয় করেছিলাম ও যখন আমি কোনো কিছু ক্রয় করি, তখন আমি সেটির উপরে আমার হস্তার্পণ করে, সেটির বিষয়ে প্রার্থনা করি, এবং যেহেতু সেটি ঈশ্বরের রাজ্যের ও আমার কার্যের সেবা করে সেই কারণে সেটির যা করবার কথা সেটি যাতে সাধিত হতে পারে সেই কারণে সেটিকে আমি ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারের অধীনে নিয়ে আসি। এই কারণেই আমার বিমানটি শয়তান ও তার অনুচরদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়েছে। সেই বিমানে কোনো অনিষ্ট আমার নিকট আসবে না।

প্রায় এক মাস আগে, একটি অধিবেশন শেষে আমি আমার মাইরেজ বিমানটি চড়ে হাউস্টন থেকে ওহাইও তে আসছিলাম। আমরা যখন অন্ধকার গ্রাম্য অঞ্চলের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন অন্ধকার নেমে গেছে। যেহেতু দেশের উপর দিয়ে একটি ঝড় বয়ে যাচ্ছিল তাই আমাদের ডান ও বাম দিকে কিছুটা দুরে আকাশে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। সেই ঝড়ের কারণে আমাদেরকে আমাদের গতিপথের পরিবর্তন করতে হচ্ছিল, যাতে আমরা ঝড়ের গতিপথ থেকে আলাদা থাকতে পারি, আর সেই কারণে, আমাদেরকে হিসাবের অধিক জ্বালানী পুড়াতে হয়েছিল। কাজেই সুরক্ষিতভাবে আমাদের বাড়ি ফেরা ও উড্ডয়নরত বিমানের সংরক্ষিত জ্বালানীর পরিমাণ বিষয়ক FAA প্রবিধানের শর্তগুলি পূর্ণ করাকে নিশ্চিত করবার জন্য, আমরা কিছুটা জ্বালানী ভরে নেওয়ার উদ্দেশ্যে লুইসভিল, কেনটাকিতে থামবো বলে স্থির করলাম। যখন আমরা অবতরণ করেছিলাম তখন আমাদের বিমানে ৩০ গ্যালন জ্বালানী ছিল, কিন্তু তখনও আমাদের এক ঘন্টার পথ পাড়ি দেওয়া বাকি ছিল আর আমরা জ্বালানী ঘাটতির মুখে পড়তে চাই নি। আমরা FBO এর মধ্যে বিমানটিকে নিয়ে গেলাম ও তাদেরকে প্রতিটি উইং ট্যাঙ্কের মধ্যে ২০ গ্যালন করে জ্বালানী ভরে দেওয়ার জন্য বললাম। তাতে করে আমাদের কাছে ৭০ গ্যালন পরিমাণ জ্বালানী থাকলো, যেটি ওহাইও তে পৌছাবার

জন্য অবশিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করবার পক্ষে যথেষ্ট, কারণ মাইরেজ বিমান এক ঘন্টায় ২২ গ্যালন জ্বালানী দহন করে থাকে।

আমরা যখন FBO এর মধ্যে অপেক্ষা করছিলাম, তখন কাউন্টারে থাকা মেয়েটি আমাদের বলেছিল যে সে ৪০ গ্যালন জ্বালানীর বিল করে দিতে পারবে। যখন সে সেই কথাটি বলছিল, তখন লাইনম্যান অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কিছু কাগজ কলমের কাজ নিয়ে হাজির হলো। মেয়েটি লোকটির হাত থেকে সেই কাগজগুলি নিল, সেগুলির দিকে তাকালো ও তারপর বললো, “এখানে কিছু ভুল রয়েছে। নম্বরগুলি মিলছে না।” লাইনম্যান বললো যে সে জ্বালানী ভরে দিয়েছে ও পরে সে নম্বরগুলি ঠিক করে নিতে পারবে। মেয়েটি বললো “ঠিক আছে”, কিন্তু এও বললো যে যতক্ষণ না নম্বরগুলি সঠিক হয়, ততক্ষণ সে আমাকে রসিদ দিতে পারবে না, কিন্তু তাকে সেই রসিদ আমাদের কাছে ইমেইল করে পাঠাতে হবে। আমরা বললাম, “বেশ” এবং লাইনম্যানের সাথে বিমানের দিকে হাঁটা দিলাম। আমার পাইলট লাইনম্যানকে একটিবার যাচাই করে দেখে নিতে বলল যে সে সত্যিই দুদিকে ২০ গ্যালন করে জ্বালানী ভরেছে কিনা, আর সেই লোকটি উত্তরে বললো, “হ্যাঁ, আমি দুদিকে ২০ গ্যালন করে ভরে দিয়েছি।”

কাজেই আমরা ওহাইওর উদ্দেশ্যে বিমান উড়ান শুরু করলাম, আর আমাদের বিমান যাত্রার প্রায় ৪০ মিনিট পর, হটাৎ করেই বাম দিকের ট্যাঙ্কটি খালি হয়ে গেল। আমরা রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এটা কিভাবে হতে পারে? এক মিনিট পর, ডান দিকের ট্যাঙ্কটিও খালি হয়ে গেল। তখন একটি অন্ধকার রাতের মধ্যরাত্রি, আর আমরা মাটি থেকে ১৫,০০০ ফিট উচ্চতায় ছিলাম। আর আমাদের কোনো জ্বালানী ছিল না। লোকে আমাকে বলবে, “আপনার বিমানে কি জ্বালানী মাপবার যন্ত্র নেই?” সে তো রয়েছে, কিন্তু জ্বালানী ভরবার সময় আমাদের বিমানের জ্বালানী পরিমাপক যন্ত্রটি ধীরে ধীরে উপরের দিকে ওঠে। আপনি যদি কখনও পুরনো সাবআর্বান গাড়ি চালিয়ে থাকেন, তাহলে সম্ভবত আমি যে বিষয়ে বলছি সেটি আপনি বুঝতে পারবেন। ওই গাড়িগুলির জ্বালানী পরিমাপক যন্ত্র নতুন করে ভরা জ্বালানীর ক্ষেত্রে ধীরে কাজ করে।

সুতরাং, এক্ষেত্রে, আমার পাইলট সেই লাইনম্যানটিকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিল যে সে যে পরিমাণটি লিখেছে সেই পরিমাণ জ্বালানী ভরেছিল কিনা। আমরা নিজেরা সেই লোকটিকে আমাদের বিমানের কাছে জ্বালানীর ট্রাক নিয়ে এসে

কিছুটা জ্বালানী ভরতে দেখেছিলাম। আমার পাইলট জ্বালানীর ট্রাককে বিমানের মধ্যে জ্বালানী ভরতে দেখবার ও মোট ৪০ গ্যালন পরিমাণ জ্বালানী যে বিমানে ভরা হয়েছে সেটি দুবার মৌখিকভাবে যাচাই করবার দ্বারা তার উচিত কর্তব্য পালন করেছিল। যখন আমরা জ্বালানী ভরা যাচাই করে নি, তারপর আমরা একটি ডিজিট্যাল জ্বালানী পরিমাপক যন্ত্র বসাই যেটি আমাদের প্রকৃত জ্বালানী দহনের এক গ্যালনের এক দশমাংশেরও হিসাব রাখে। আমরা ভেবেছিলাম সুরক্ষিত থাকবার জন্য আমাদের যা যা করণীয় আমরা সেগুলির সবকিছুই করেছি।

পার্থিব রাজ্যে কার্যকরী হওয়ার, সুরক্ষিত থাকবার, ও সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে কিছু নীতি বা ধর্ম রয়েছে যেগুলিকে আপনাকে জানতে হবে

আমরা একটি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলাম ও আমাদেরকে গ্রেটার সিনসিনাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করতে হয়েছিল, যেখানে অবতরণ করাটি মোটেই তেমন কোনো সমস্যা ছিল না কারণ যখন ট্যাঙ্কগুলি খালি হয়ে গিয়েছিল, তখন আমরা ঠিক সেই বিমানবন্দরের উপরেই ছিলাম, কিন্তু ঘটনাটি যে কিছুটা শ্বাসরুদ্ধকর ছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে সেই লাইনম্যানটি সেদিন তার জীবনে প্রথমবারের জন্য কোনো একটি বিমানে জ্বালানী ভরেছিল। আর সে প্রতিটি ট্যাঙ্কে ২০ গ্যালন নয়, ২ গ্যালন করে জ্বালানী ভরেছিল। কিভাবে মিটার দেখতে

হয় সেটি সে জানতো না। সত্যিই কি? আর জাতীয় সেই কোম্পানিটি একমাত্র যে কাজটি করে থাকে সেটি হলো বিমানে জ্বালানী ভরে দেওয়া – অবিশ্বাস্য! শত্রু ক্ষতিসাধন করবার জন্য যা কিছু করেছিল সেটি বড় কোনো বিষয় নয়, কিন্তু আমরা যদি ১৫,০০০ ফিট উচ্চতায় অন্য কোনো স্থানে জ্বালানীহীন হয়ে পড়তাম তাহলে সেটি বিরাট বড় একটি সমস্যা হতে পারতো। আগামীতে আমাদের বিপক্ষের অন্য কোনো চক্রান্তকে ব্যর্থ করবার জন্য, তখন থেকে জ্বালানী ভরবার সময়ে আমরা আমাদের প্রক্রিয়ার কিছুটা পরিবর্তন করেছিলাম। এখন আর আমরা জ্বালানী ভরবার জন্য বিমানকে কোনো একজন লাইনম্যানের হাতে ছেড়ে দিই না। এখন আমরা সকল জ্বালানী ভরবার স্থানে নিজেরা লাইনম্যানের সাথে থেকে সেই কাজ পর্যবেক্ষণ করি। আমরা যদি আমাদের চেষ্টার ব্যাপারে শ্লথ ও ধীর হতাম অথবা আবহাওয়া খারাপ থাকতো তাহলে সেই ঘটনাটি একটি বিপর্যয়ে

পরিণত হতে পারতো; কিন্তু অবশ্যই তেমন কিছুই ঘটে নি কারণ আমার কাছে একটি নিয়মের সুরক্ষা রয়েছে। আমার বিমানের সাথে ঘটে যাওয়া বিমানটির ও তার সাথে সাথে আমার নিজের সুরক্ষা সম্পর্কিত এই উভয় ঘটনাই ছিল আমার নিয়মের ফলশ্রুতি, ঈশ্বরের রাজ্যে আমার বৈধ অধিকার। অবশ্যই, আমি যেভাবে সেই বিমানটি পেয়েছিলাম সেই কাহিনী প্রথমেই আমি আপনাকে বলতে পারতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে সেই কথায় আসছি না। আমার মনে হয় আপনি আসল কথা বুঝতে পেরেছেন—ঈশ্বর চমৎকার!

পার্থিব রাজ্যে কার্যকরী হওয়ার, সুরক্ষিত থাকবার, ও সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে কিছু নীতি বা ধর্ম রয়েছে যেগুলিকে আপনাকে জানতে হবে। শয়তান আমাদের ঘৃণা করে ঠিকই, কিন্তু সে আমাদের থামাতে পারে না, ঈশ্বরের প্রশংসা হোক। সুরক্ষাও বিশ্রাম, কোনো দুঃখ, এবং কোনো ভয় নেই! এটি আপনার বৈধ অধিকার।

যাই হোক না কেন, এইমাত্র আমি যে ধর্মটির কথা বর্ণনা করলাম ও যেটিকে আমি কাজে লাগিয়েছিলাম, সেটির নাম যদি আপনার জানা না থাকে, তাহলে বলি, আমি সেটিকে অধিকারের ধর্ম বলে থাকি।

শুরুর দিকে ঈশ্বর তাঁর রাজ্য সম্পর্কিত অন্য যে পদটি আমাকে দিয়েছিলেন সেটি ছিল লুক ৬:২০

ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই

-লুক ৬:২০

ঈশ্বর প্রথমে যখন ড্রেনডা ও আমাকে এই পদটি দেখিয়েছিলেন, তখন "ঈশ্বরের রাজ্য" বলতে তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন সেটি আমরা অধ্যয়ণ করা আরম্ভ করেছিলাম। পুনরায়, তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন যে তিনি এমন একটি রাজ্যের রাজা, যেটি কিছু নীতি বা ধর্মের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দক্ষিনের বর্ডার বা সীমান্তের দিকে তাকান। প্রতি বছর, হাজার হাজার মানুষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ করবার চেষ্টা করে। কেন করে? এর কারণ কি এটা যে তারা যেখানে বাস করে সেখানে সুন্দর দৃশ্যপট নেই? না, মোটেই তা নয়। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের জন্য এখানে আসবার চেষ্টা

করে। আমাদের সরকারের এমন কিছু আইন রয়েছে যা মানুষের অধিকারকে সুরক্ষিত করে ও অনেক স্বাধীনতার ব্যয়ভার বহন করতে পারে যেগুলি অন্যান্য দেশে নেই: সম্পত্তির মালিকানা, আপনার নিজস্ব ব্যবসার মালিকানার অধিকার, আপনার ইচ্ছামত আরাধনা করবার অধিকার, এবং বাক স্বাধীনতা। এই সব কিছু অন্যান্য অনেক দেশে পাওয়া যায় না।

এরই মধ্যে আমরা ঈশ্বরের রাজ্য, সকল চাবিকাঠির ভিত্তিমূল, নীতিসমূহ, এবং ঈশ্বর আমাদেরকে নাগরিকরূপে যে সকল ধর্মগুলি দিয়েছেন, সেগুলির সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছি। এই সকল ধর্মগুলির বিষয়ে আপনার জ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব জীবন ও মৃত্যু, জয় ও পরাজয়ের মধ্যকার পার্থক্য হতে পারে। সেই নয় বছর ধরে দুর্বল করে দেওয়া আর্থিক ভয়ের দ্বারা যাতনাগ্রস্ত হয়ে ও এখন সেসব থেকে মুক্ত হয়ে, ঈশ্বরের রাজ্যের একজন নাগরিক হওয়ার অর্থ কী ও যে সকল ধর্ম ও নীতিমালা সেই রাজ্যকে গড়ে তোলে সেগুলি জানবার গুরুত্ব কতটা সেই বিষয়ে আমি যথেষ্ট জোর দিয়ে বলতে পারি না।

হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবী বিদ্যমান রয়েছে, তা সত্ত্বেও আজ আমরা যে সকল বিষয় উপভোগ করে থাকি সেগুলির অনেক কিছুই বোধগম্য ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, আমি চাই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মেসাচুসেটস রাজ্যের, ব্লাফ-ব্রান্ট-রক সাগরে প্রাক বড়দিন সন্ধ্যাটি কেমন ছিল সেটি আপনি কল্পনা করুন। এমন কিছু ঘটেছিল যেটি সেদিন জগৎ বদলে দিয়েছিল। রেজিন্যাল্ড ফেসেন্ডার সমুদ্রে ভাসমান জাহাজগুলিতে ওহ হোলি নাইট গানটি একটি বেতার তরঙ্গের দ্বারা বাজিয়েছিলেন ও লুক ২ অধ্যায় পাঠ করেছিলেন। এটিই ছিল বিশ্বের প্রথম বেতার সম্প্রচার। এখন, আমরা এসব কথা না ভেবেই একটি সেল ফোন হাতে তুলে নিই ও পৃথিবীর যে কোনো মানুষের সাথে কথা বলতে পারি।

অথবা ১৮৭৯ সালের জানুয়ারী মাসটি কেমন ছিল? টমাস এডিসন সফলভাবে বৈদ্যুতিক বাতি আবিস্কার করেছিলেন, আর এখন পৃথিবীর প্রতিটি দেশ বৈদ্যতিক শক্তির ধর্মগুলিকে ও যে ধর্মগুলি রাতে দেখবার জন্য পদার্থ বিদ্যাকে পরিচালিত করে সেগুলিকে ব্যবহার করে।

অথবা ১৯০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বরের দিনটি কেমন ছিল? সেদিন রাইট ভাতৃদ্বয় সফলভাবে প্রথম উড়োজাহাজ উড্ডয়ন করেছিলেন, আর এখন আমরা একটি আধুনিক যাত্রীবাহী বড় বিমানের মধ্যে চড়ে বসতে ও কিছু ঘন্টার মধ্যে

বিশ্বের সর্বত্র উড়ে বেড়াতে পারি। A380, সর্ববৃহৎ বানিজ্যিক যাত্রীবাহী বিমান, যার ওজন ১.২ মিলিয়ন পাউন্ড, সেটি ৮০০ এর বেশি যাত্রী নিয়ে ৯ ঘন্টার অধিক সময় ধরে জ্বালানী না ভরেই মোটামুটি প্রতি ঘন্টায় ৬০০ মাইল গতিবেগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উড়তে পারে। অষ্টাদশ শতকে মানুষ যদি এমন কিছু দেখতে পেত, তাহলে তারা হয়তো এমন কোনো বস্তু দেখা মাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। কিন্তু এখন, আমাদের কাছে এটি একটি সুইচে চাপ দিয়ে একটি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে দেওয়ার মতই সাধারণ একটি ব্যাপার।

এখানে যে কথাটি আমি প্রতিষ্ঠিত করছি সেটি হলো এই সকল ধর্মগুলি ইতিপূর্বেই এখানে ছিল, সব সময় ছিল, যখন মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল তখন থেকেই পার্থিব রাজ্যে ছিল। মানুষের ব্যবহারের জন্য সর্বদা সেগুলি উপলব্ধ ছিল, কিন্তু মানুষই সেগুলিকে দেখে নি। মানুষ পাখিকে উড়ে যেতে দেখেছিল, সে বজ্র-বিদ্যুতও দেখেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বুঝতে পারে নি।

এই একই কথা শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও সত্য। ঈশ্বরের বাক্যের অর্থ কী সেই সম্পর্কে ধর্ম সীমানা নির্ধারণ করেছে। বছরের পর বছর ধরে আপনি ও আমি শুনে এসেছি যে, ওইসব হওয়ার দিন শেষ হয়ে গেছে, ঈশ্বর এখন আর পরাক্রম কার্য করেন না। পবিত্র আত্মার বরদানগুলি শুধুমাত্র প্রেরিতদের জন্য, অথবা পৌলের কন্টক একটি অসুস্থতা ছিল। বাস্তবে, ঈশ্বরের বাক্য বেশ সরল। বাক্য যা বলে তার অর্থ সেটিই। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে ভিত্তিমূল হলো সেই প্রথম প্রধান চাবিকাঠি যেটি অন্যান্য সকল দ্বারকে উন্মুক্ত করবার জন্য আপনার কাছে অবশ্যই থাকতে হবে।

এইবার এখানে আরেকটি প্রধান চাবিকাঠি রয়েছে:

নিয়ম বা ধর্মগুলি পাল্টে যায় না!

একটি নুড়ি পাথরকে ফেলে দিন সেটি পড়ে যাবে। কতবার সেটি পতিত হবে? প্রতিবার! মাধ্যাকর্ষণ-এর ধর্মটি নিশ্চিত করবে যে আপনি প্রতিবার একই ফলাফল পাবেন। ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়েও এই কথাটি সত্য।

অধ্যায় ৫
হাঁটবার চেয়ে উড়ে যাওয়া উত্তম

হাঁটবার চেয়ে উড়ে যাওয়া উত্তম! যখন আমি এই অধায়টি লিখেছিলাম, তখন আমি কানাডাতে আমাদের গ্রীষ্মকালীন বাড়ি থেকে আমার নিজের বিমানে চড়ে মাটি থেকে ২৩,০০০ ফিট উচ্চতায় থেকে প্রতি ঘন্টায় ২৫০ মাইল গতিবেগে বাড়ি ফিরছিলাম। অনেক বছর ধরে আমরা ওহাইও থেকে কানাডাতে গাড়ি চালিয়ে যেতাম। সেটি ৩১ ঘন্টার দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর পথ। পরের দিন সেখানে পৌছানোর জন্য আমাকে সারারাত ধরে গাড়ি চালাতে হত। হ্যাঁ, কয়েকবার আমরা আমাদের যাত্রাপথে বিরতি নিয়েছিলাম, ও সেখানে পৌঁছাবার জন্য দুদিন সময় নিয়েছিলাম, কিন্তু যখন আপনার কাছে মাত্র দু সপ্তাহের ছুটি থাকে আর গাড়িতেই চার দিন কেটে যায়, তখন সেই গাড়িতেই আপনি অনেক অধিক সময় নষ্ট করে ফেলেন। কিন্তু, আমি যখন কানাডাতে গিয়ে পৌছাতাম তখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, আর তারপর আমাকে সেই একই ৩১ ঘন্টার পথ অতিক্রম করে ওহাইওতে ফিরে আসতে হত।

আমি সবসময় এরোপ্লেন পছন্দ করতাম এবং যখন আমার বয়স ১৯ তখন থেকেই আমার বিমানচালকের লাইসেন্স বা ছাড়পত্র ছিল, কিন্তু কখনই আমি উড়োজাহাজ কেনবার কথা চিন্তা করি নি। আপনি কি উড়োজাহাজের দাম দেখেছেন? কিন্তু আমি ঈশ্বরের রাজ্যের কথা যত অধিক জানছিলাম, আমি ততই অধিক উপলব্ধি করেছিলাম যে আমিই সেই ব্যক্তি যে নিজের "না" ও দরিদ্রতার চিন্তা দ্বারা সেই উড়োজাহাজের মালিক হওয়াকে ঠেকিয়ে রাখছিলাম। বাস্তবে, আমার কাছে এখন দুটি উড়োজাহাজ রয়েছে, একটিকে আমি প্রমোদের জন্য ব্যবহার করি, সেটি আমার প্রথম বিমান, এবং তারপর সেই প্লেনটি যেটিকে

আমি ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করি। যেকথা পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছিলাম, আমাদের "না বলবার প্রশিক্ষণ" আমাদের স্বপ্ন বা সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে না। সেগুলি প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই আমরা সেগুলিকে বন্ধ করে দিই।

আমি আগে কখনই একটি বিমান কেনবার কথা চিন্তা করি নি। বিমান কেনাও যে সম্ভব আমি মোটেও সেটি দেখি নি। বেশ কয়েকবছর, আমি যে সকল বিমানে চড়েছিলাম সেগুলি ছিল ভাড়া করা। কিন্তু আমি যখন ঈশ্বরের রাজ্যে নীতিগুলির বিষয়ে অধ্যয়ণ করেছিলাম ও দেখেছিলাম যে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া একটির পর অপর একটি ঘটনা সেই রাজ্যকে প্রদর্শন করে, তখন আমি স্থির করেছিলাম যে আমি আমার নিজের প্লেনের জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করব। সেই সময় একটি বিমান কেনবার মত অর্থ আমার কাছে ছিল না, কিন্তু আমি চেকবই থেকে একটি চেক বার করে নিয়েছিলাম ও সেটির বিবরণ লেখবার স্থানে আমি লিখেছিলাম "আমার বিমানের জন্য" আমি যে ধরণের বিমান পেতে চলেছিলাম আমি ঠিক সেটিই সেখানে উল্লেখ করেছিলাম। আমার স্ত্রী ও আমি মার্ক ১১:২৪ অনুসারে, আমি যখন প্রার্থনা করেছি, তখনই সেই প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত করেছি, এই কথা বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের রাজ্যে সেই চেকটি বপন করেছিলাম। ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক শিক্ষার একেবারে গোঁড়ার দিকে এই কাজটিই আমাকে করবার কথা প্রভু দেখিয়েছিলেন। আমি আমার জীবনে বহুবার এই পদ্ধতিটিকে ফল উৎপাদন করতে দেখেছিলাম।

কয়েক সপ্তাহ পরে, আমি রুটিনমাফিক শারীরিক পরীক্ষা করাবার জন্য একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে হটাৎ করে বলেছিলেন, "আপনি কি এমন কাউকে চেনেন যিনি এরোপ্লেন কিনবার বিষয়ে আগ্রহী?" আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম, কারণ আগে কেউ কখনও আমাকে এই ধরণের প্রশ্ন করে নি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "প্লেনটি কি ধরণের?" প্লেনটি কোন ধরণের তা তিনি সবিস্তারে বলেছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে সেই বিমানটি স্থানীয় একটি বিমানবন্দরে রয়েছে, আমি চাইলে সেটিকে এক ঝলক দেখে আসতে পারি। আশ্চর্যজনকভাবে, আমি যে বিমানের জন্য বপন করেছিলাম সেটি ঠিক সেই ধরণেরই বিমান ছিল! আমি বিমানবন্দরের পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম ও সেটির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলাম, আর সেই বিমানটি দারুন অবস্থায় ছিল। আমি

জানতাম বিমানটি আমার। কিন্তু একটি সমস্যা ছিল; সেই বিমান ক্রয় করবার মত অর্থ আমার কাছে ছিল না। আমি সেই ডাক্তারকে জানিয়েছিলাম যে আমি সেই বিমানটির বিষয়ে বেশ আগ্রহী ও আমি পরে তার সাথে যোগাযোগ করব।

দু সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয়েছিল ও আমার ভাই আমাকে ফোন করেছিল। সেই ভাই আমার বাবার রেঁস্তোরায় কাজ করত। তার পাশেই আমার কেনা একটি ভবন ছিল। মাত্র কয়েক মাস আগেই নভেম্বর মাসে আমি সেই ভবনের মালিকানা গ্রহণ করি। আমি সেই ভবনটিকে আমার আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী কোম্পানির অফিস পরিসরে রূপান্তরিত করব বলে পরিকল্পনা করছিলাম। আমি যে উদ্দেশ্যে ভবনটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম, ভবনটি সেটির জন্য প্রয়োজনীয় বানিজ্যিক মানের উপযুক্ত ছিল না, কাজেই আমি জানতাম যে ভবনটির পুনঃনির্মাণ করতে হবে। আমি একজন গৃহ নির্মাণকারীর সাথে যোগাযোগ করেছিলাম যে ভবনটির নকশা অঙ্কিত করেছিল আর আমরা একটি চুক্তিতে সাক্ষর করেছিলাম। তবে, আমরা স্থির করেছিলাম যে আমরা আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে কাজ শুরু করবার জন্য বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

সেই ভবনটির আগের মালিক আমাকে বলেছিল যে শীতকালে ভবনটির ভেতর জল বন্ধ রয়েছে, তাই আমি সেটি কখনও পরীক্ষা করেও দেখি নি। আমার ভাই আমাকে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে ফোন করেছিল যখন উষ্ণ বাতাস শীতের বরফ গলাতে শুরু করে দিয়েছিল। ভাই আমাকে বলেছিল যে আমার ভবনটি নষ্ট হয়ে গেছে কারণ ভবন থেকে রাস্তায় জল গড়িয়ে পড়ছে। সেই কথার অর্থটি কী সেটি সে ও আমি জানতাম – আগের মালিক যা বলেছিল, তার কথামত জল মোটেও বন্ধ করা হয় নি। আমি যখন ক্ষতিটি পরীক্ষা করে দেখলাম, তখন দেখতে পেলাম যে উপরের তলার বাথরুমের পাইপগুলি, এবং তার সাথে সাথে নিচের তলার বাথরুম ও রান্নাঘরের পাইপগুলির, সবকটি ফেটে গিয়েছিল ও ভবনটিতে জল ভরে গিয়েছিল। শুকনো দেওয়াল, সিলিং, ও দেওয়ালের উপরের নকল আবরণগুলি খসে পড়েছিল।

প্রথমে, সেটিকে দেখে একটি বিরাট বিপর্যয় বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু আমার গৃহ পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার মধ্যে দেওয়াল থেকে সমস্ত আবরণ তুলে ফেলবার ও নতুন আকারের ঘর বানানোর কথাও ছিল। বাইরের দিকের আবরণটিকেও পাল্টে ফেলবার কথা ছিল। কাজেই, বাস্তবে, সেই জল মোটেই ভবনটির কোনো ক্ষতি

করে নি। কোনো ক্ষতি যদি হয়ে থাকে তাহলে সেগুলি সেই সব জায়গায় হয়েছিল যেগুলিকে এমনিতেও সম্পূর্ণভাবে পুনর্নির্মাণ করতেই হত। তবে, আমি যখন সেই ভবনটি কিনেছিলাম, তখন আমি সেটির বীমা করিয়েছিলাম। সেই বীমাটির মধ্যে সেই ক্ষতিগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর সেই বীমা সংস্থা আমার নামে একটি চেক লিখে দিয়েছিল --- আপনি আন্দাজ করতেই পারছেন --- সেই অর্থ দিয়ে আমি আমার বিমানটি ক্রয় করেছিলাম। সেই পাইপার ওয়ারিয়র প্লেনটি, সহজে উড়ানো যায়, আর আমি প্রায়শই আনন্দ উপভোগের জন্য ওটিকে আকাশে নিয়ে যাই। আমি যখনই সেই বিমানটি করে ভ্রমণ করি, তখন পয়সা দিয়ে কেনা বিমানে চড়া যে কত আনন্দের সেটা ভেবে আমি চমৎকৃত হই। সেই বিমানটি এখনও আমার কাছে রয়েছে, ২০ বছর ধরে সেটি চালু রয়েছে।

যদিও এই কাহিনীটিতে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল সেগুলি বেশ চমকপ্রদ, তবুও যেভাবে ঘটনাগুলি ঘটে সেই বিষয়ে একটি ভ্রান্ত চিন্তাভাবনা সহকারে আমি আপনাকে ছেড়ে দিতে চাই না। আমার এই ঘটনাটির মত সবসময় সবকিছুর সহসা আগমন ঘটে না। ঈশ্বর আপনাকে আপনার বিমান ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করবার কোনো একটি সুযোগের দিকে চালিত করতে পারেন, অথবা আপনি সত্যিই সস্তা দামে একটি বিমান পেতে পারেন। আপনি যখন ঈশ্বরের রাজ্যে বীজ বপন করেন তখন নিজের যে মানসিকতা আপনি চান সেটি হলো ঈশ্বর আপনাকে শিকার ও সেই শিকারটি ধরবার একটি পন্থা প্রদর্শন করবেন। দ্বিতীয় বিষয় হলো আপনার গড়ে তোলা বিশ্বাস ও সক্ষমতার মধ্যে থাকা। আমি এমন কিছু লোক দেখেছি যারা মনে করে যে তাদের গাড়ির টাকা কিভাবে মেটাতে হবে যেহেতু ঈশ্বর তাদের সেই পথ দেখাবেন, তাই তারা সহজেই এক ট্রিলিয়ন ডলার অর্থের জন্য বীজ বপন করতে পারে। আপনার তো এক ট্রিলিয়ন ডলার অর্থের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্বাস নেই! আপনি যে স্থানে রয়েছেন সেখান থেকে আরম্ভ করুন ও ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলি প্রয়োগ করা ও ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলির উপরে আপনার ভরসা ও ঈশ্বর আপনাকে যা দেখান সেটিকে ধরবার স্বীয় সক্ষমতা নির্মাণ করা শুরু করুন।

কিন্তু আমি চাই আপনি এখানে একটি বিষয় বুঝুন। ওই বিমানটি ক্রয় করবার পূর্বে আমি ২০ বছরের অধিক সময় ধরে একজন বিমানচালক ছিলাম। আপনার কি মনে হয় ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলি ২০ বছর পূর্বে কাজ করেছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই

করেছিল। আমার ধারণা, বা বলা উচিত আমার বোধগম্যতার অভাব, আমাকে একটি বিমান ক্রয় করবার দর্শন দেখবার সুযোগ দেয় নি।

মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে পাখিদের আকাশে উড়তে দেখেছে, প্রত্যেকের চোখের সামনে প্রতিদিন দিবালোকে উড্ডয়নের ধর্ম কার্যকরী হয়েছে, তা সত্ত্বেও কেউই সেই ধর্মকে দেখে নি। আপনি কী দেখছেন না? সেই বিষয়ে চিন্তা করুন।

শুরুর দিনগুলিতে ঈশ্বরের রাজ্যের যোগানের মধ্যে বিশ্রাম করা সম্পর্কে ঈশ্বর যে সকল শাস্ত্র বাক্য আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার একটি হলো হিতোপদেশ ১০:২২

> *সদাপ্রভুর আশীর্বাদই ধনবান করে, এবং তিনি তাহার সহিত মনোদুঃখ দেন না*
>
> -হিতোপদেশ ১০:২২

আমি আগে আদিপুস্তক ৩:১৭ থেকে যে নীতিসমূহের কথা বলেছিলাম এই পদটি শাস্ত্রের সেই অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

> *এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে; আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে। তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি তো তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে*
>
> -আদিপুস্তক ৩:১৭-২০

আদম যখন ঈশ্বরের রাজ্যকে হারিয়ে ফেলেছিল, তখন সে সেই রাজ্যের জোগান হারিয়ে ফেলেছিল, টিঁকে থাকবার জন্য তার কাছে একমাত্র নিজের শক্তিটুকুই বেঁচে ছিল। কিন্তু যেহেতু আপনি ও আমি ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি, আমরা কেবলমাত্র বেদনাপূর্ণ শ্রম ও ঘামের দ্বারা সেই স্বাধীনতার নিকট পৌঁছাতে পারি না যেটিকে আমরা অধীরভাবে আকাঙ্খা করি। কিন্তু এখন একটি শুভসংবাদ রয়েছে!!! যীশু দরিদ্রদের নিকট সুসমাচার প্রচার করতে এসেছিলেন!

সার্বভৌম সদাপ্রভুর আত্মা আমার উপরে আছেন, কারণ সদাপ্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন, যেন দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি
-যিশাইয় ৬১:১

যীশুকে দরিদ্রদের নিকট সুসমাচার প্রচার করবার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। দরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ কী হবে? খুব সোজা, তাদেরকে সম্পদের পার্থিব অভিশাপের প্রক্রিয়ায় অভাব ও দরিদ্রতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে না। বিশ্বাস করুন, দীর্ঘ নয় বছর ধরে শুধুমাত্র ঋণ ও মানসিক চাপ ব্যতীত অন্য কোনো কিছু ছাড়া জীবনযাপন করবার পর – আমার বরং বলা উচিত টিঁকে থাকবার পর – শাস্ত্রের এই অংশটি আমার কাছে শুভসংবাদ ছিল ঠিকই, কিন্তু সেটি ছিল বিভ্রান্তিজনক। পদটি যা বলেছে সত্যিই কি সেটির অর্থ সেটিই? পদটি যা বলেছে সত্যিই যদি সেটির অর্থ ঠিক সেটিই হত, তাহলে কি সেটি বেশ ভালো একটা ব্যাপার হত না, প্রভুর আশীর্বাদ সত্যিই কোনো না কোনভাবে আমাদের জীবনের মধ্যে সম্পদ আনয়ন করত? এই পদটির কথা সত্যি কিনা ও কিভাবে সেটি প্রয়োগ করতে হয়, সেটি আমার সত্যিই জানা প্রয়োজন ছিল। তবে, একটি বিষয় আমি ঠিকই বুঝেছিলাম, সেটি হলো বেদনাপূর্ণ পরিশ্রম ও ঘামের অভিশাপ কেবলমাত্র টিঁকে থাকবার স্তরেই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি প্রদান করে- এবং টিঁকে থাকাটি মোটেই যথেষ্ট নয়। আমার থেকে অধিক আর কেউই এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চায় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিভাবে সেটিকে আমার জীবনে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। আমার মনে হয় অনেক খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ এইভাবে জীবনযাপন করে থাকে— তারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলিকে পাঠ করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিভাবে সেগুলিকে তাদের নিজেদের জীবনে খাপ খাওয়াতে ও তারপর প্রকাশ করতে হয়, তা জানে না।

আমি যখন অধ্যয়ণ করতে আরম্ভ করেছিলাম এবং প্রভু যখন ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে আমার ধারণার মধ্যে আমাকে চালিত করেছিলেন, তখন অব্রাহম কিভাবে এত সম্পদশালী হয়ে ছিলেন, আমি তা পড়েছিলাম। থামুন! তাহলে পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়াটির কী হয়েছিল; অব্রাহম কিভাবে সেটিকে জয় করেছিলেন?

অব্রাম পশুধনে ও স্বর্ণ রৌপ্যে অতিশয় ধনবান্ ছিলেন
-আদিপুস্তক১৩:২

তিনি ধনবান হয়েছিলেন- না, বাইবেল বলে অতিশয় ধনবান – কিন্তু কিভাবে? হ্যাঁ, আপনি বলতেই পারেন, “এর কারণ তিনি হলেন অব্রাহম।” না, সেটি কারণ নয়, এবং এই হলো সেই স্থান যেখানে আপনাকে আপনার ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলির ধারণাটিকে ধরতে হবে। আপনি যে সেই বিষয়ে ধর্ম বা নীতিগুলি মনোযোগ দেয় না। তাদের নিকট ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোনো সমাদর নেই। যদি কোনো ব্যক্তি, যে কোনো ব্যক্তি, নিউ ইয়র্ক স্থিত এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং থেকে প্যারাসুট ছাড়াই ঝাপ দেয়, তাহলে তারা যত মহান বা যত ক্ষুদ্র ব্যক্তিই হোক না কেন, সেই লম্ফনের ফলাফলটি তাদের প্রত্যেকেই জানতে পারবে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ধর্ম সকল সময়েই কাজ করবে। তাহলে পৃথিবীর অভিশাপ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে অব্রাহম সমৃদ্ধশালী হয়েছিলেন? তার কাহিনীর মধ্যে কি এমন কিছু সুত্র রয়েছে যা আমরা খুঁজে বার করতে পারি? এই উত্তরটির একটি অংশ আদিপুস্তক ১২ অধ্যায়ে পাওয়া যেতে পারে। সেই অধ্যায়ে ঈশ্বর অব্রামকে, পরবর্তীতে অব্রাহম হয়ে উঠবার জন্য, তার জীবন ও তার বংশধর সম্পর্কিত একটি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

> *সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল। আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্ব্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্ব্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে*
>
> -আদিপুস্তক ১২:১-৩

এই প্রতিজ্ঞাটি অব্রাহম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন ও তাঁর বাধ্য হন কিনা তার উপর নির্ভরশীল ছিল, এবং পরিচিতদের ত্যাগ করা ও তিনি কোন স্থানে যাচ্ছিলেন সেটি না জানার জন্য মহান বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়।

'বিশ্বাসে অব্রাহাম, যখন আহূত হইলেন, তখন যে স্থান অধিকারার্থে প্রাপ্ত হইবেন, সেই স্থানে যাইবার আজ্ঞা মান্য করিলেন, এবং কোথায় যাইতেছেন তাহা না জানিয়া যাত্রা করিলেন। '

-ইব্রীয় ১১:৮

কাজেই আমরা দেখি যে ঈশ্বর এমন একজন মানুষের মাধ্যমে পার্থিব জগতে বৈধ প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন যিনি তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন, যখন সেই বিশ্বাসের কোনো যুক্তি ছিল না। অব্রাহমের বিশ্বাস ঈশ্বরকে তাকে ব্যক্তিগতভাবে আশির্বাদ করতে সক্ষম করেছিল। কিন্তু পরবর্তিতে, অব্রাহমের বিশ্বাসের কারণে, ঈশ্বর তার সাথে তার বংশধরদের সম্পর্কিত একটি নিয়ম স্থাপন করেছিলেন। এটিকে অদ্ভুত বলে মনে করবেন না। স্মরণ রাখবেন, মানুষ সৃষ্টির পর শয়তান নিজেও ঠিক এইভাবেই পার্থিব রাজ্যের প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত করেছিল। ইব্রীয় ২:৭-৮ তে যেভাবে বর্ণিত রয়েছে, আদম, যার পৃথিবীর উপরে বৈধ অধিকার ছিল, সে ঈশ্বরের পরিবর্তে শয়তানকে বিশ্বাস করবে বলে স্থির করেছিল।

অব্রাহমের বিশ্বাস, যা তার জীবনে স্বর্গের প্রভাবের একটি বৈধ দ্বার উন্মুক্ত করেছিল, সেটি তাকে প্রচুর পরিমানে সমৃদ্ধ হতে সক্ষম করে তুলেছিল। এই সমৃদ্ধি অব্রাহমের বংশধরদের সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছিল। যখন আমি এই বিষয়ে অধিকতর অধ্যয়ণ করেছিলাম, তখন আমি অব্রাহমের বড় নাতি যোষেফের সম্পর্কে পাঠ করেছিলাম। আমি ঈশ্বরের রাজ্য ও যেভাবে সেই রাজ্য কার্য করে সেই বিষয়ে একটি বৃহৎ উদাহরণ ও ধারণার সন্ধান পেয়েছিলাম, এবং বিশেষ করে হিতোপদেশ ১০:২২ বাস্তবে যে বিষয়ে ইঙ্গিত দেয় সে বিষয়টি জেনেছিলাম।

ঘটনার পক্ষে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য, যোষেফের ভ্রাতারা তাকে ঘৃণা করেছিল এবং তাকে দাস ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে দাসত্ব করবার জন্য বিক্রয় করে দিয়েছিল। সেই দাস ব্যবসায়ীরা সেই অঞ্চল দিয়ে প্রায়শই যাতায়াত করত। তারা যোষেফকে মিশরে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে তারা তাকে মিশরীয় সামরিক বাহিনীর রক্ষক সেনাপতি পোটীফরের নিকট বিক্রয় করেছিল। অব্রাহম যতটা সমৃদ্ধ হয়েছিলেন ততটা সমৃদ্ধ হওয়ার স্বীয় সক্ষমতার সম্পর্কে একটি বৃহৎ রহস্যের সন্ধান নিম্নলিখিত শাস্ত্রাংশের মধ্যে আমি পেয়েছিলাম।

যোষেফ মিসর দেশে আনীত হইলে পর, যে ইশ্মায়েলীয়েরা তাঁহাকে তথায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের নিকটে ফরৌণের কর্ম্মচারী পোটীফর তাঁহাকে ক্রয় করিলেন; ইনি রক্ষক-সেনাপতি, এক জন মিস্রীয় লোক। আর সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্ত্তী ছিলেন, এবং তিনি সফলকর্ম্মা হইলেন, ও আপন মিস্রীয় প্রভুর গৃহে রহিলেন। আর সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী আছেন, এবং তিনি যে কিছু করেন, সদাপ্রভু তাঁহার হস্তে তাহা সফল করিতেছেন, ইহা তাঁহার প্রভু দেখিলেন। অতএব যোষেফ তাঁহার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন, ও তাঁহার পরিচারক হইলেন, এবং তিনি যোষেফকে আপন বাটীর অধ্যক্ষ করিয়া তাঁহার হস্তে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলেন।

যে অবধি তিনি যোষেফকে আপন বাটীর ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিলেন, সেই অবধি সদাপ্রভু যোষেফের অনুরোধে সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি আশীর্ব্বাদ করিলেন; বাটীতে ও ক্ষেত্রে স্থিত তাঁহার সমস্ত সম্পদের প্রতি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিল। অতএব তিনি যোষেফের হস্তে আপনার সর্ব্বস্বের ভার দিলেন, আপনি নিজ আহারীয় দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুরই তত্ত্ব লইতেন না।

-আদিপুস্তক ৩৯:১-৬

শাস্ত্রের এই অংশটি পরিষ্কারভাবে বলে যে সদাপ্রভুর আশীর্বাদই যোষেফের সমৃদ্ধির কারণ ছিল। কিন্তু সদাপ্রভুর আশীর্বাদটি কী ছিল বা এখনও কী রয়েছে? আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে সেটি ছিল সদাপ্রভুর আশীর্বাদটি, সদাপ্রভুর "একটি" আশীর্বাদ নয়। বড় কোনো কিছুর সম্পর্কে আমাদের সকলেই বলব যে "সেটি একটি আশীর্বাদ ছিল"। কিন্তু এই শাস্ত্রাংশটি সাধারণ কোনো একটি উত্তম বিষয় ঘটবার কথা বলছে না। এই অংশটি "আশীর্বাদটির" কথা বলছে।

আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে বাস্তবে সদাপ্রভুর আশীর্বাদটি ছিল, ঈশ্বর এবং অব্রাহমে ও তার বংশধরদের মধ্যকার যে নিয়মটি স্থাপিত হয়েছিল সেটি। বিশেষভাবে সেই নিয়মের মধ্যে অব্রাহমের প্রতি যে সকল প্রতিজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছিল আশীর্বাদ হলো সেটিই। একটি আইনি চুক্তিপত্রের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষেরই কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতাগুলি লেখা থাকে, কিন্তু সেই চুক্তিটি উভয় পক্ষের প্রাপ্য লাভগুলির কথাও ব্যাখ্যা করে। এই ক্ষেত্রে অব্রাহমের প্রতি যে সকল প্রতিজ্ঞা

প্রদত্ত হয়েছিল, সেটি ছিল এই চুক্তির লাভের দিকটি। এই সকল সুযোগসুবিধা ভোগ করবার জন্য যে বাধ্যবাধকতাটি ছিল, তা হলো সদাপ্রভুর আদেশ ও ব্যবস্থার অনুসরণ করা। আমি সুস্পষ্টভাবে এও দেখেছিলাম যে যোষেফ তার বৈধ অধিকারের মধ্যে যা কিছু বশবর্তী করেছিল, সেইগুলিও সেই একই প্রতিজ্ঞা বা লাভসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

তারপর হিতোপদেশ ১০:২২ আমার নিকট পরিস্কার হচ্ছিল। একটি বৈধ চুক্তিরূপে অব্রাহমের প্রতি প্রদত্ত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাসমূহ, পৃথিবীর দরিদ্রতার প্রক্রিয়াকে বাতিল করেছিল। অব্রাহমকে প্রদত্ত আশীর্বাদ তাকে ও তার বংশধরদেরকে সমৃদ্ধি ও প্রভাব সহ আশীর্বাদ করাকে ঈশ্বরের পক্ষে বৈধ করে তুলেছিল। এক সময় ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে মানুষের নিকট সেই সমৃদ্ধি ও প্রভাব থাকুক। এখন আমাদের ধারণাটিকে বন্ধনীর মধ্যে রেখে আমরা হিতোপদেশ ১০:২২ পাঠ করব।

একটি প্রধান চাবিকাঠি

সদাপ্রভুর আশীর্বাদ [অব্রাহমকে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞাসমূহ] সম্পদ আনয়ন করে এবং তিনি তার সাথে মনোদুঃখ দেন না।

"তিনি তাহার সহিত মনোদুঃখ দেন না" এই বাক্যাংশ আদিপুস্তক ৩:১৭ এর পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়ার কথা বলে – যেটি যন্ত্রনাদায়ক কঠোর শ্রম ও ঘাম ঝরানোর মাধ্যমে ঘটে। "মনোদুঃখ" এর ইব্রীয় প্রতিশব্দটির অর্থও হলো পরিশ্রম! আপনি কি এটি দেখতে পান? অব্রাহমের প্রতি প্রদত্ত প্রতিজ্ঞাসমূহের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীর যন্ত্রনাদায়ক কঠোর শ্রম ও ঘাম ঝরানোর অভিশাপের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারে। আমি জানি আপনি কী ভাবছেন—"এই সকল প্রতিজ্ঞাসমূহ কেবলমাত্র অব্রাহম ও তার বংশধরদের দেওয়া হয়েছিল।" হ্যাঁ, সেটা ঠিক, কিন্তু আপনাকে আরেকটি শাস্ত্রাংশ দেখাতে হবে, গালাতীয় ৩:১৩-১৪

> *খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন; কেননা লেখা আছে, "যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত" ; যেন অব্রাহামের প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদ*

খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতিগণের প্রতি বর্ত্তে, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই।

-গালাতীয় ৩:১৩-১৪

এখন বিশ্বাসের মাধ্যমে, যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসীরূপে আমরা অব্রাহমের প্রতি প্রদত্ত প্রতিজ্ঞাসমূহের মধ্যে অংশগ্রহণ করি। তাহলে অব্রাহমের প্রতি প্রদত্ত প্রতিজ্ঞাসমূহ কী কী? আমরা দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ অধ্যায়ে তালিকাভুক্ত প্রতিজ্ঞাসমূহের একটি তালিকা পাই।

'আমি তোমাকে অদ্য যে সকল আজ্ঞা আদেশ করিতেছি, যত্নপূর্ব্বক সেই সকল পালন করিবার জন্য যদি তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত কর, তবে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতির উপরে তোমাকে উন্নত করিবেন;

আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিলে এই সকল আশীর্ব্বাদ তোমার উপরে বর্ত্তিবে ও তোমাকে আশ্রয় করিবে। তুমি নগরে আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে ও ক্ষেত্রে আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে। তোমার শরীরের ফল, তোমার ভূমির ফল, তোমার পশুর ফল, তোমার গোরুদের বৎস ও তোমার মেষীদের শাবক আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে।

তোমার চুপড়ি ও তোমার ময়দার কাঠুয়া আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে।

ভিতরে আসিবার সময়ে তুমি আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে, এবং বাহিরে যাইবার সময়ে তুমি আশীর্ব্বাদযুক্ত হইবে।

তোমার যে শত্রুগণ তোমার বিরুদ্ধে উঠে, তাহাদিগকে সদাপ্রভু তোমার সম্মুখে আঘাত করাইবেন; তাহারা এক পথ দিয়া তোমার বিরুদ্ধে আসিবে, কিন্তু সাত পথ দিয়া তোমার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে।

সদাপ্রভু আজ্ঞা করিয়া তোমার গোলাঘর সম্বন্ধে ও তুমি যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর, তৎসম্বন্ধে আশীর্ব্বাদকে তোমার সহচর করিবেন; এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তথায় তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সদাপ্রভু আপন দিব্যানুসারে তোমাকে আপন পবিত্র প্রজা বলিয়া স্থাপন করিবেন; কেবল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞা পালন ও তাঁহার পথে

গমন করিতে হইবে। আর পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি দেখিতে পাইবে যে, তোমার উপরে সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহারা তোমা হইতে ভীত হইবে। আর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি মঙ্গলার্থেই তোমার শরীরের ফলে, তোমার পশুর ফলে ও তোমার ভূমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবেন।

যথাকালে তোমার ভূমির জন্য বৃষ্টি দিতে ও তোমার হস্তের সমস্ত কর্ম্মে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু আপনার আকাশরূপ মঙ্গল-ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন; এবং তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না। আর সদাপ্রভু তোমাকে মস্তকস্বরূপ করিবেন, পুচ্ছস্বরূপ করিবেন না; তুমি অবনত না হইয়া কেবল উন্নত হইবে; কেবল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর এই যে সকল আজ্ঞা যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে আমি তোমাকে অদ্য আদেশ করিতেছি, এই সকলেতে কর্ণপাত করিতে হইবে; আর অদ্য আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা আজ্ঞা করিতেছি, অন্য দেবগণের সেবা করণার্থে তাহাদের অনুগামী হইবার জন্য তোমাকে সেই সকল কথার দক্ষিণে কি বামে ফিরিতে হইবে না।'

-দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১-১৪

যদিও এই সকল প্রতিজ্ঞাগুলি পুরাতন নিয়মের, তবুও এইগুলি এখন আপনার উপভোগের জন্য রয়েছে। পার্থক্যটি হলো এই যে পুরাতন নিয়মে মানুষ যা করেছিল তার মাধ্যমে সেই সকল আশীর্বাদ প্রাপ্ত করেছিল, কিন্তু আমরা নুতন নিয়মের অধীনে থেকে যীশু খ্রীষ্টেতে আমাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে সেই সকল আশীর্বাদ প্রাপ্ত করি। পরজাতিরূপে, আপনাকে ও আমাকে, সন্ধিবদ্ধ করা হয়েছে, এবং এখন, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা অব্রাহমের ন্যায় একই আশীর্বাদের অধিকারী হয়েছি। কিন্তু অব্রাহমের নিছক পার্থিব আশীর্বাদের চাইতে আমাদের নিকট অধিক রয়েছে, আমাদের নিকট নুতন জন্মের আত্মিক আশীর্বাদ রয়েছে। এখন আমাদের নিকট অব্রাহমের জাগতিক, পার্থিব আশীর্বাদ রয়েছে, এছাড়া আমাদের নিকট স্বর্গের অনন্ত আশীর্বাদও রয়েছে এবং ঈশ্বরের পুত্র কন্যারূপে বাস্তবে পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে নিবাস করেন। স্মরণ রাখবেন, কেবলমাত্র পুত্র ও কন্যারাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে; দাসেরা নয়। যদিও অব্রাহম ঈশ্বরকে

প্রেম করতেন, কিন্তু নুতন জন্ম ব্যতীত, পবিত্র আত্মা তার মধ্যে ছিলেন না, বা তিনি স্বর্গে প্রবেশও করতে পারেন নি। অবশ্যই যীশু পাপের মূল্য পরিশোধ করবার পর তিনি স্বর্গ লাভ করেছিলেন।

তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে হিতোপদেশ ১০:২২ যখন বলে যে ঈশ্বর ধনসম্পদের অধিকারী করেন ও তিনি তার সাথে কোনো মনদুঃখ যুক্ত করেন না, তখন সেটির আসল অর্থ কী। ইব্রীয় ভাষায় "মনোদুঃখ" -এর অর্থ হলো কঠোর পরিশ্রম, যেটি সেই সময় আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সেটি পৃথিবীর অভিশাপের যন্ত্রনাদায়ক কঠোর শ্রম ও ঘাম ঝরানোর প্রথার কথা বলে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এই সন্ধি বা নিয়মটি, ঈশ্বরের সাহায্যের এই আশীর্বাদ ও তাঁর উপকার, অব্রাহমকে পৃথিবীর অভিশাপের উর্দ্ধে তুলেছিল, ও তাকে সমৃদ্ধ করেছিল। আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে দ্বিতীয় বিবরণ ২৮ অধ্যায়ে যেভাবে সেই আশীর্বাদের লাভগুলির কথা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি আমাকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছিল যে আমাকে সমৃদ্ধ হতে হবে। এই সকল প্রতিজ্ঞাসমূহের প্রভাবে আমি পুচ্ছ হওয়ার জন্য নয়, বরং মস্তক হওয়ার জন্য, ঋণগ্রাহী নয় বরং ঋণদাতা হওয়ার নির্ধারিত হয়েছিলাম। এটি ঈশ্বরের প্রতিটি সন্তানের বৈধ অধিকার। যোষেফের ন্যায়, আমার নিকট ঈশ্বরের আশীর্বাদ রয়েছে, এবং আমার সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। এছাড়া আমার নিকট ঈশ্বরের সমগ্র রাজ্যের ধনসম্পদও রয়েছে। একজন পুত্ররূপে, ইতিমধ্যেই এর সকল কিছু আইনত আমার হয়ে গিয়েছে।

আমি যখন পুনরায় আদিপুস্তক ৩৯ অধ্যায়ে যোষেফের কাহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম, তখন আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম যে যোষেফের সাফল্যই পোটীফরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, এবং সেই দৃশ্যমান সফলতাটিই জগতের জাতিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ও তাদেরকে ঈশ্বরের লোকেদের মধ্যে একটি পার্থক্য দেখবার সুযোগ করে দিয়েছিল।

> *আর পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি দেখিতে পাইবে যে, তোমার উপরে সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহারা তোমা হইতে ভীত হইবে। আর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি মঙ্গলার্থেই তোমার শরীরের ফলে, তোমার পশুর ফলে ও তোমার ভূমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবেন।*
>
> -দ্বিতীয়বিবরণ ২৮:১০-১১

আদিপুস্তক ৩৯:৬ এও আরেকটি সুত্র রয়েছে যেটি আমি টুকে রেখেছি এবং আমি চাই আপনি সেটি দেখুন। পোটীফরের কথা বলতে গিয়ে এই পদটি বলে, “অতএব তিনি যোষেফের হস্তে আপনার সর্ব্বস্বের ভার দিলেন, আপনি নিজ আহারীয় দ্রব্য ব্যতীত আর কিছুরই তত্ত্ব লইতেন না।” আমি এই পদটি দেখেছিলাম! আমরা যে বিশ্রামের কথা বলছি এখানে সেটির একটি উদাহরণ রয়েছে। পোটীফর যে খাদ্য খেতেন সেটি ব্যতীত তাকে অন্য কোনো কিছুর জন্য চিন্তিত হতে হত না। এটি এই ইঙ্গিত বহন করে যে তার পরিবারে যোষেফ যে সাফল্য, সদাপ্রভুর বর নিয়ে এসেছিল, সেটির ফলে পোটীফর তার কাজে মনোনিবেশ করতে পেরেছিল, টিঁকে থাকবার জন্য সে চিন্তিত ছিল না!

ড্রেনডা ও আমার মুখের একটি কথা রয়েছে যা আমরা বহু বছর ধরে ব্যবহার করেছি, “যতক্ষণ না আপনি আর্থিক বিষয়ের সমাধান করেন, ততক্ষণ আপনি কখনই আপনার অভিষ্ট লক্ষ্য খুঁজে পাবেন না,” এবং বাস্তবে আপনি কে সেটাও কখনই আপনি আবিস্কার করতে পারবেন না। আপনি কখনই নিজের ভুমিকা, নিজের ইচ্ছার কেন্দ্রস্থল, প্রকৃত সন্তোষের উদ্দেশ পাবেন না। আপনি টিঁকে থাকাকে কেন্দ্র করে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, অর্থের সন্ধান ও সঞ্চয় করবেন, একজন ব্যক্তি হওয়ার অর্থ কেবলমাত্র বেতনের অর্থ উপার্জন করা নয়। এখানে আমরা পোটীফরের উপরে সদাপ্রভুর আশীর্বাদের প্রভাব দেখি, যে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে কোনো কিছু জানত না। তার সকল বিষয়াশয় যোষেফের তত্ত্বাবধানে দেওয়ার দ্বারা, তার সম্পত্তি, তার চিন্তাভাবনা সেই নিয়মের অধীনে স্থানান্তরিত হয়েছিল যা যোষেফ বহন করছিল। যে মুহুর্তে সেই স্থানান্তরণ ঘটেছিল, আপনি ৩৯ অধ্যায়ের ৫ পদে পরিষ্কারভাবে সেই মুহূর্তকে দেখতে পাবেন।

যে অবধি তিনি যোষেফকে আপন বাটীর ও সর্ব্বস্বের অধ্যক্ষ করিলেন, সেই অবধি সদাপ্রভু যোষেফের অনুরোধে সেই মিস্রীয় ব্যক্তির বাটীর প্রতি আশীর্ব্বাদ করিলেন; বাটীতে ও ক্ষেত্রে স্থিত তাঁহার সমস্ত সম্পদের প্রতি সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিল

-আদিপুস্তক ৩৯:৫

এখানেও আমরা পার্থিব রাজ্যের এমন কিছুকে ঈশ্বরের রাজ্যের অধীনে স্থানান্তরিত হতে ও আমূল পরিবর্তন সাধিত হতে দেখি, যেটি পৃথিবীর অভিশাপের পাত্র। এটির সম্মুখীন হওয়া যাক: ঈশ্বর যদি আপনাকে তাঁর প্রজ্ঞা দ্বারা সাহায্য করছেন, আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে চালিত করছেন, এবং সম্ভাব্য খাত-গর্তের বিষয়ে আপনাকে সচেতন করছেন, সেক্ষেত্রে যে কেউ সমৃদ্ধ হতে পারে! আপনি কি সেটি দেখতে পান? সদাপ্রভুর আশীর্বাদ আপনার!

প্রভু যখন আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন যখন আমি এই অংশটি অধ্যয়ণ করছিলাম, তখন আমি এই কথা চিন্তা করে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম যে এই আশীর্বাদটির কারণে যোষেফের জীবনে অসাধারণ সাফল্য এসেছিল, অথচ আজ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে আমি যাদের চিনি ও জানি তাদের বেশিরভাগ তাদের দেনার অর্থ মেটাতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। আর্থিকভাবে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া যে সম্ভব সেটিই অধিকাংশ মানুষ মনে করে না। যদিও, আমাদের নিকট পুরাতন নিয়মের প্রতিজ্ঞাগুলির তুলনায় আরো উত্তম প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নিয়ম বা সন্ধি রয়েছে। যদিও আমি সুস্পষ্টভাবে প্রভুর আশীর্বাদকে বুঝতে পেরেছিলাম, তবুও তখনও আমি জানতাম না যে আমার যে উত্তর বা সমাধানগুলির প্রয়োজন ছিল, ঠিক কিভাবে সেই আশীর্বাদ সেই সমাধানগুলিকে উৎপন্ন করেছিল – কিন্তু ঈশ্বর আমাকে যা কিছু শিক্ষা দিচ্ছিলেন, যখন আমি সেগুলিকে প্রয়োগ ও সেগুলির পরীক্ষণ করা শুরু করেছিলাম তখন আমি আরো অধিক জানতে ও অধিক স্বাধীনতা উপভোগ করছিলাম।

তারপর আমি নুতন নিয়মের দিকে আমার দৃষ্টি ঘুরিয়েছিলাম ও কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য সেখানকার পরিস্থিতি ও পরিবেশ পরিবর্তিত করছিল সেই সম্পর্কে আরো অধিক জানবার জন্য যীশু ও তাঁর পরিচর্যার দিকে নজর দিয়েছিলাম।

> *'একদা যখন লোকসমূহ তাঁহার উপরে চাপাচাপি করিয়া পড়িয়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতেছিল, তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের কূলে দাঁড়াইয়াছিলেন, আর তিনি দেখিলেন, হ্রদের ধারে দুইখান নৌকা রহিয়াছে, কিন্তু ধীবরেরা নৌকা হইতে নামিয়া গিয়া জাল ধুইতেছিল। তাহাতে তিনি ঐ দুইয়ের মধ্যে একখানিতে, শিমোনের নৌকাতে, উঠিয়া স্থল হইতে একটু দূরে*

যাইতে তাঁহাকে বিনতি করিলেন; আর তিনি নৌকায় বসিয়া লোকসমূহকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

পরে কথা শেষ করিয়া তিনি শিমোনকে কহিলেন, তুমি গভীর জলে নৌকা লইয়া চল, আর তোমরা মাছ ধরিবার জন্য তোমাদের জাল ফেল। শিমোন উত্তর করিলেন, হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব।

তাঁহারা সেইরূপ করিলে মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়িল, ও তাঁহাদের জাল ছিঁড়িতে লাগিল; তাহাতে তাঁহাদের যে অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা সঙ্কেত করিলেন, যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন। তাঁহারা আসিয়া দুইখান নৌকা এমন পূর্ণ করিলেন যে, নৌকা দুখানি ডুবিতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া শিমোন পিতর যীশুর জানুর উপরে পড়িয়া কহিলেন, আমার নিকট হইতে প্রস্থান করুন, কেননা, হে প্রভু, আমি পাপী। কারণ জালে এত মাছ ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি, ও যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন; আর সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহন, যাঁহারা শিমোনের অংশীদার ছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তখন যীশু শিমোনকে কহিলেন, ভয় করিও না, এখন অবধি তুমি জীবনার্থে মানুষ ধরিবে। পরে তাঁহারা নৌকা কূলে আনিয়া সকলই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন। '

-লুক ৫:১-১১

একদিন সকালবেলা তিনজন জেলের জীবনে ঈশ্বরের রাজ্য কিভাবে পৃথিবীর অভিশাপের প্রক্রিয়াকে পাল্টে দিয়েছিল এখানে তার একটি কাহিনী রয়েছে। আপনি যদি শাস্ত্রের অংশটি পাঠ করেন তাহলে আপনি দেখবেন পিতর, যাকোব ও যোহন সারারাত ধরে মাছ ধরবার চেষ্টা করেও একটিও মাছ ধরতে পারে নি, একটিও না। একেবারে পৃথিবীর বেদনাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরাবার প্রক্রিয়া, তারা সারারাত কাজ করেও তাদের পরিশ্রমের প্রতি সুবিচার করতে পারে নি। কিন্তু যীশু যখন ঈশ্বরের রাজ্য ও তার কার্যকারিতার নাগাল পান, তখন সেই একই ধীবরেরা এত অধিক সংখ্যক মাছ ধরে যে তাদের নৌকাগুলি প্রায় ডুবে যেতে থাকে!

থামুন!!! এইমাত্র আমরা যা পাঠ করেছি, আসুন সেই ব্যাপারে চিন্তা করি। কিছু নেই, কোনো মাছ নেই, কাঙালের ন্যায় অবস্থাটি, এত সংখ্যক ধৃত মাছে পরিণত হয়েছিল যে দুটি নৌকাকে প্রায় ডুবিয়ে দিচ্ছিল? এখনও মানুষ এই কাহিনীটি পাঠ করে এবং শতশত বছর ধরে তারা এই কাহিনী পাঠ করে এসেছে আর এই ঘটনা এখনও যে তাদের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে তারা সেটি দেখে না এমনকি কল্পনাও করতে পারে না। কেন? সাদামাটা উত্তরটি হবে এই যে যীশু সেই স্থানে ছিলেন ও তিনি সেই কার্য করেছিলেন। আমি মার্ক ৬ অধ্যায়ে যে কাহিনীটি দেখিয়েছিলাম সেটির কথা স্মরণ করুন যেখানে লোকেরা বিশ্বাসে না থাকায় যীশু মানুষকে সুস্থ করতে পারেন নি, এবং সেই কারণে, ঈশ্বরের রাজ্যের কোনো অধিকার সেখানে ছিল না? সেই পরিস্থিতিতে স্বর্গের কাজ করবার পূর্বে কোনো একজন ব্যক্তিকে সেই কাজ করবার অধিকার স্বর্গকে প্রদান করতে হত।

শিমোন উত্তর করিলেন, "হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব।"

পিতর স্বর্গের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, এবং এই কাহিনীতে স্বর্গ তার বৈধ প্রবেশাধিকার লাভ করেছিল। আবারও, আমরা দেখি যে ঈশ্বরের রাজ্যের দ্বারা পার্থিব রাজ্য রূপান্তরিত হয়েছিল। বেশ অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? ঠিক যেভাবে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে আকাশে পাখি উড়তে দেখেছে, কিন্তু তাদের পক্ষেও যে আকাশে উড্ডয়ন সম্ভব সেটি তারা উপলব্ধি করতে পারে নি, আর সেই কারণেই তারা কখনই উড়বার চেষ্টা করে নি। আজকের দিনের খ্রীষ্টবিশ্বাসীরাও তদ্রুপ। তারা উপলব্ধি করে না যে তাদের শূন্য জাল বয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই। জীবনে সমৃদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করবার জন্য স্বর্গের শক্তির প্রতি তাদের অধিকার রয়েছে। আমি চাই এখানে আপনি এই বিষয়টি লক্ষ্য করুন: যে ধীবরেরা কোনো মাছ পায় নি, তারাই পরে এত পরিমাণ মাছ পেয়েছিল যে দুটি নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল!

আমার বন্ধু, এখানে পার্থক্যটি হলো রাজ্যের, কাহিনীর চরিত্রদের নয়। আপনি ভাবতে পারেন যে আপনার ভবিষ্যত বলে কিছু নেই, কোনকিছু অর্জন করতে পারেন নি, কোনো কিছুই সফল হচ্ছে না। কিন্তু বাস্তবে, আপনার একমাত্র প্রয়োজন হলো, ঈশ্বরের রাজ্যের সাহায্যে আপনার জীবনকে একটি সফল

কাহিনীতে পরিণত করা। হ্যাঁ, আপনার নিজের ভুমিকা রয়েছে। তাদেরকে মাছ ধরতে যেতে হয়েছিল – তাদেরকে তাদের জালের খেয়াল রাখতে হয়েছিল, এবং মাছ ধরবার জন্য তৈরী থাকতে হয়েছিল—কিন্তু মাছ কোথায় ধরতে হবে ঈশ্বর যদি সেটি দেখিয়ে দেন, তাহলে যে কেউ মাছ ধরতে পারবে।

শুনুন, পৃথিবীর ছুটোছুটি করবার ও ঘাম ঝরাবার অভিশাপের প্রক্রিয়া দ্বারা এই কাজ হয় না। আপনি আপনার স্বপ্নের পেছনে ধাওয়া করবার জন্য যথেষ্ট তীব্র গতিতে ও যথেষ্ট দীর্ঘ পথ ছুটতে সক্ষম নন। কার্য সিদ্ধির জন্য আপনি আপনার দাঁত চেপে রাখুন ও নিজের বলে চেষ্টা করুন, ঈশ্বরের এমন অভিপ্রায় কখনই ছিল না।

ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্ম ও প্রতিজ্ঞাগুলির নাগাল পাওয়ার দ্বারা, আমরা হেঁটে যাওয়ার পরিবর্তে উড়ে যেতে পারি। আমি এটিকে একটি ভিন্নভাবে বলি। যদিও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ধর্ম এখনও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে, তবুও আমরা ভিন্ন একটি ধর্মের সাহায্য নিয়ে উড়তে পারি, ও জীবনযাপন করবার একটি সম্পূর্ণ নতুন পথ উপভোগ করতে পারি। সেই ধর্মটি হলো উত্তোলনের ধর্ম।

স্মরণ রাখবেন, আপনি যখন খ্রীষ্টের নিকট আসেন, তখন আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের একজন সদস্য। একজন নাগরিকরূপে, আপনি বৈধ অধিকারগুলি ভোগ করছেন; এবং একজন পুত্র বা কন্যারূপে, আপনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে সম্পত্তির উপরে আপনার একটি অধিকার রয়েছে। আপনার বৈধ অধিকার ও লাভগুলি আপনাকে পৃথিবীর দরিদ্রতা, রোগ ও ব্যর্থতার অভিশাপের উর্দ্ধে স্থাপন করেছে।

একজন ইস্রায়েলীয় যে তার সারা জীবন ধরে দাসত্ব করে এসেছে, তার কাছে এই পদটি কেমন মনে হবে একবার ভেবে দেখুন তো। বাস্তবে, সেই সকল মানুষগুলো তাদের স্মরণাতীত কাল থেকে শুধুমাত্র দাসত্বকেই জানতো। ইস্রায়েল জাতি যখন প্রতিজ্ঞাত দেশের অভিমুখে যাত্রা করছিল তখন এই কথাগুলি মোশি তাদেরকে বলেছিলেন।

> *'তোমার পিতৃপুরুষ অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকোবের কাছে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে শপথ করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি তোমাকে উপস্থিত করিলে পর তুমি যাহা গাঁথ নাই, এমন বৃহৎ বৃহৎ*

ও সুন্দর সুন্দর নগর, এবং যাহাতে কিছুই সঞ্চয় কর নাই, উত্তম উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ এমন সকল গৃহ, ও যাহা খুদ নাই, এমন সকল খনিত কূপ, এবং যাহা প্রস্তুত কর নাই, এমন সকল দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জিতক্ষেত্র পাইয়া যখন তুমি ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, তৎকালে আপনার বিষয়ে সাবধান থাকিও, যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাইও না। '

-দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১০-১২

সাবেক দাসরূপে, কোনো কিছু করবার একমাত্র উপায় হিসাবে তারা যেটি জানতো তা হলো যন্ত্রণাদায়ক পরিশ্রম ও ঘাম ঝরানো। কিন্তু এখানে ঈশ্বর তাদের বলছেন যে তাদের যা কিছু প্রয়োজন তাদের নিজস্ব শ্রম সেটি তাদের যুগিয়ে দেবে না। তারা যে কোনো কিছুর জন্য আর পরিশ্রম করবে না তিনি তাদের তেমন কথা বলছিলেন না, কিন্তু তারা এমন প্রথার মধ্যে আর আবদ্ধ থাকবে না যার মধ্যে শুধুমাত্র জীবিত থাকবার জন্য শ্রম করতে হয়। ঈশ্বর বলেন যে তিনি তাদের যে দেশে নিয়ে যাচ্ছেন তারা সেই দেশে সমৃদ্ধ হবে।

আমি যা বলছি সেটিকে অধিকতর ব্যাখা করে এমন আরেকটি ঘটনার কথা বলে আমি এই অধ্যায়টি শেষ করব। ড্রেনডা ও আমার গাড়ির ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। কিছু লোকের এই বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে, এবং তারা যে সকল গাড়ি পছন্দ করে সেই সকল গাড়ির কথা তারা আপনাকে বলতে পারবে। কিছু কারণের জন্য, আমরা কখনই গাড়ির বিষয়ে তেমন মাথা ঘামাই নি। এখন, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমরা সুন্দর জিনিস ভালবাসি, কিন্তু আমরা কখনই বলি নি যে আমাদের অমুক গাড়িটি প্রয়োজন। সাধারণত আমরা একটি করে গাড়ি কিনি ও সেটিকে দশ বছরের মত সময় ধরে চালাই। অবশ্যই, আমরা আমাদের গাড়িগুলির ভালোভাবে যত্ন নিই, এবং সেগুলোকে দেখে কখনই পুরাতন গাড়ি বলে মনে হয় না, কিন্তু যতদিন সেগুলি সুদৃশ্য থাকে ও ভালোভাবে চলে, আমরা খুশি থাকি।

আপনার একমাত্র প্রয়োজন হলো, ঈশ্বরের রাজ্যের সাহায্যে আপনার জীবনকে একটি সফল কাহিনীতে পরিণত করা

কিন্তু কয়েক বছর আগে, আমাদের মন্ডলীতে আমরা একটি অধিবেশনের আয়োজন করছিলাম, আর সেটির জন্য আমরা দুটি এসক্যালেইড গাড়ি ভাড়া করেছিলাম। আমরা আমাদের অতিথিদের ঘুরিয়ে আনবার জন্য ওই গাড়িগুলিকে ভাড়া করেছিলাম। তাদের ভ্রমণের জন্য আমরা একটি সুন্দর যান দিতে চেয়েছিলাম। আমরা যে সেইবারই প্রথমবারের জন্য গাড়ি ভাড়া করেছিলাম তা নয়। আমরা আগেও সেটি করেছি। কিন্তু এইবারই প্রথম বারের মত আমরা গাড়িগুলির একটিকে চালিয়েছিলাম, আর কোনো একটি অনুষ্ঠানের জন্য আরেকটিকে আমাদের বাড়িতে এনে রেখেছিলাম। সেই অনুষ্ঠানটির সময়ে আমরা কেন একটি গাড়িকে চালিয়ে ছিলাম সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু আমরা হটাৎ করেই একটি গাড়িকে চালিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম। আর আপনি জানেন কি? গাড়িটিকে আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছিল। গাড়িটি যেভাবে চলেছিল ও সেটিকে যেমন দেখতে লাগছিল, সেটি ড্রেনডা ও আমার মনে ধরেছিল। সেই সময়, আমরা একটি সুদৃশ্য হোন্ডা পাইলট গাড়ি চালাতাম, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এসক্যালেইড পাইলটের চাইতে এক ধাপ উপরে ছিল। গাড়িটি প্ল্যাটিনাম মুক্ত সাদা মডেলের ক্ষুদ্রতর সংস্করণের ছিল। আপনি যদি এই এসক্যালেইড গাড়িগুলির সম্পর্কে বেশি জেনে থাকেন, তাহলে আপনি জানেন যে সেগুলির দুটি সাইজ বা মাপ হয়, একটা হয় লম্বা ও অন্যটি তুলনামূলক খর্বকার। আমরা আরেকটু অধিক কর্ম তৎপর গতিশীলতা বিশিষ্ট খর্বকার গাড়িটিকে বেশি পছন্দ করেছিলাম কারণ আমাদের মনে হয়েছিল যে সেই গাড়িটি আমরা বেশি ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারব। আমি যখন ড্রেনডাকে নিয়ে সেই এসক্যালেইড গাড়িটি চালিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি বললেন, "জানো, আমার এই গাড়িটা বেশ ভালো লেগেছে; আমার মনে হয় আমাদের এই রকম একটি গাড়ি থাকা উচিত।" আমি একমত হয়েছিলাম। "আমাদের এই মুক্ত সাদা মডেলের ছোট সাইজের এই রকম একটি গাড়ি পাওয়া উচিত।" আমরা উভয়ে একমত হয়েছিলাম।

যদিও আমরা কাউকে আমাদের আলাপচারিতার বিষয়ে জানাই নি, তবুও প্রায় এক মাস পর, আমি যখন আমার খবরের কাগজটি তুলে আনবার জন্য বাইরে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন আমার সেল ফোনটি বেজে উঠেছিল। ফোনের অপর প্রান্তে যে ব্যক্তি ছিল আমি তার গলা চিনতে পেরেছিলাম। তিনি আমাদের মন্ডলীতে আসেন। তিনি বললেন, "হ্যালো", এবং তারপর তিনি আমাকে বললেন

যে তিনি আমাকে একটি এসক্যালেইড গাড়ি কিনে দিতে চান। এক মিনিটের জন্য আমি হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু বললাম, "দারুন ব্যাপার!" তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি কোন রঙের গাড়ি চাই, আর আমি তাকে বললাম যে আমরা মুক্ত সাদা রঙের গাড়িটি পছন্দ করেছি। তিনি বললেন, "আমি যখন আপনার জন্য ওই রকম গাড়ির সন্ধান পাবো, তখন আপনাকে আবার ফোন করব।" তবে, আমি লম্বা নাকি খাটো মডেলের গাড়ি চাই সেটা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নি। একমাস কেটে গিয়েছিল ও আমি ভেবেছিলাম সেই ব্যক্তি হয়ত গাড়ির কথা ভুলে গিয়েছেন, কিন্তু, তিনি ফোন করেছিলেন ও আমাদেরকে আসতে বলেছিলেন, ও বলেছিলেন যে তিনি আমাদের জন্য এসক্যালেইড গাড়ির সন্ধান পেয়েছেন, আর সেটি এখন নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

যখন আমরা তার সাথে সাক্ষাত করলাম, আমরা সেখানে একটি ছোট সংস্করণের সুদৃশ্য মুক্ত সাদা রঙের এসক্যালেইড গাড়ি রাখা রয়েছে দেখলাম। গাড়িটি সমস্ত দিক থেকেই নিঁখুত ছিল, একটিও আঁচরের দাগ ছিল না, প্রকৃত অর্থেই নিঁখুত। আমরা তাকে বললাম যে গাড়িটি সত্যিই আমাদের খুব পছন্দ। তারপর তিনি ক্ষমা চাইলেন, বললেন যে গাড়িটি পেতে বেশ দীর্ঘ সময় লেগে গেল, তিনি লম্বা মডেলের গাড়িটি পাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি শত চেষ্টার পরেও এই গাড়িটিকেই পেয়েছেন। আমরা হেসে বললাম, "এই ছোট আকারের গাড়িটাই আমরা চেয়েছিলাম।" আমরা ওই গাড়িটি চালিয়ে বাড়ি এলাম ও সেই গাড়িটি চালাতে পেরে আমাদের মনে হলো আমরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনী ব্যক্তি। কিন্তু আসল কথা জানেন কি? অনেক দিন ধরেই এই এসক্যালেইড গাড়িগুলি আশেপাশে চলাফেরা করত। আমার কখনই অমন একটি গাড়ির মালিক হওয়ার কথা মনে হয় নি! এই ঘটনাটিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে, আপনার এই কথাটি জেনে রাখা দরকার যে অতীতে আটটি গাড়ি দান করে দিয়েছিলাম, তাই গাড়ির বিষয়ে আমি ভূমিতে বীজ বপন করেই রেখেছিলাম। কিন্তু আমি কখনই মুখ ফুটে বলিনি যে আমার একটি গাড়ি চাই।

পুনশ্চঃ- আমি জানি আপনি কী চিন্তা করছেন, আপনি ভাবছেন এই ধরণের ঘটনাগুলি কেবলমাত্র প্রচারকদের জীবনেই ঘটে। বেশ, ৩৬ বছর ধরে আমি আর্থিক ক্ষেত্রে কাজ করছি ও আমি অনেক প্রচারকদের সাথে কথা বলেছি। আপনাকে সত্যি বলছি, তাদের বেশিরভাগই দীনদশাগ্রস্থ জীবনযাপন করে থাকে।

না, আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করি বলে এই সকল ঘটনা ঘটে না, এইগুলি ঘটে কারণ আমরা সেই রাজ্যে নিবাস করি ও আমাদের জীবনে সেই রাজ্যের ধর্মগুলিকে প্রয়োগ করি। সত্যি বলতে কি, আমি আমার মন্ডলী শুরু করবার আগেই ঋণমুক্ত হয়েছিলাম। আমি যাতে আমার দেনার টাকা মেটাতে পারি সেই কারণে একটা কাজ করবার জন্য আমাকে আমার মন্ডলী শুরু করতে হয় নি। ড্রেনডা ও আমি যা আবিস্কার করেছিলাম — অর্থাৎ, ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার! সেটি মানুষকে বলবার জন্যই আমার মন্ডলী শুরু করেছিলাম।

অধ্যায় ৬

বিলের অর্থ পরিশোধ করা ছাড়াও জীবনে আরো অনেক কিছু রয়েছে!

জীবনে আমি যে ঝড়ের মুখোমুখি হচ্ছিলাম সেখানে দাঁড়িয়ে এই ঘটনাটিকে একটি সংক্ষিপ্ত মরুদ্যানের ন্যায় মনে হচ্ছিল। আমরা একদিন দুপুরে আমাদের সেই পুরনো খামারবাড়িটিতে প্রায় জনা পঞ্চাশ লোককে বহ্ন্যুৎসব (আগুন জ্বালিয়ে আনন্দ উপভোগ করা), হট ডগ ভোজন, ও সহভাগিতা করবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এই ঘটনাটি অর্থের টানাটানির কারণে প্রচন্ড মানসিক চাপের সেই বছরগুলির মধ্যে ঘটেছিল। তখন আর একটি সপ্তাহ জীবিত থাকবার জন্য আমাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছিল। আমি এই অনুষ্ঠানটির জন্য অপেক্ষায় ছিলাম কেননা মানসিকভাবে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবং আমার প্রয়োজন ছিল ইতিবাচক কোনো কিছুতে একটু মনোযোগ দেওয়া। সেই সন্ধ্যাটি একটি দারুন সফল সন্ধ্যা ছিল: রান্না বান্না দারুন হয়েছিল, আমাদের অনেক বন্ধুরা তাদের সন্তানদের নিয়ে এসেছিল, আর আমরা সকলে বেশ মজা করছিলাম। যখন দরজায় কড়া নাড়বার আওয়াজ হয়েছিল সেই সময় বাড়িতে ভর্তি লোকজন। আমি ভাবলাম আমাদের সভায় দেরী করে আসা কোনো একজন অথিতি দরজায় কড়া নাড়ছে, কিন্তু আমি যখন দরজা খুললাম, তখন বিদ্যুত সংস্থার একজন কর্মী আমাকে সম্ভাষণ করলেন। তিনি নম্রভাবে বললেন যে তিনি বিদ্যুতের অনাদায়ী বিলের জন্য আমার বাড়ির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে এসেছেন। আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম। আমার বাড়িতে অথিতি অভ্যাগতদের ভিড় ছিল ও আমার বিদ্যুত প্রয়োজন ছিল, তাছাড়া এর ফলে যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে সেই কারণে আমি শঙ্কিত ছিলাম।

আমি তাড়াতাড়ি সেই কর্মীটিকে বাড়ি থেকে পিছিয়ে গিয়ে এক মিনিটের জন্য বাড়ির পেছনের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে বললাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে বিদ্যুত সংযোগটি ধরে রাখবার জন্য কত টাকা প্রয়োজন ও তিনি আমাকে একটি টাকার অঙ্ক বললেন। আমি ভাবলাম, “খুব বেশি”। “আপনি কি একটু টাকার অঙ্কটা কমাতে পারেন?” তিনি এক মিনিটের জন্য কিছু একটা ভাবলেন ও অবশেষে আমাকে একটা কম অঙ্কের টাকার কথা বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম “আপনি কি এই চেকটি জমা করবার আগে মঙ্গলবার পর্যন্ত রেখে দিতে পারবেন?” তিনি বললেন, “নো প্রবলেম”, আর আমি চেকটি লিখে দিলাম। সেই শুক্রবার সেই ব্যাঙ্ক একাউন্ট এ কোনো অর্থ ছিল না, আর সেই মঙ্গলবারের মধ্যেও কোথা থেকে অর্থ আসবে তাও আমি জানতাম না, কিন্তু আর যাই হোক না কেন, সেই পুরো সপ্তাহন্ত জুড়ে বিদ্যুত ছিল। সেই মঙ্গলবার আমি ঠিক কী করেছিলাম তা আর আমার মনে নেই, সম্ভবত বন্ধক দেওয়ার মত কোনো কিছু আমি খুঁজে পেয়েছিলাম।

সেটি ছিল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে জীবিত থাকবার আমাদের জীবনের একটি দিন। এইবার এইভাবে ন বছর বেঁচে থাকবার কথা কল্পনা করুন! ওই প্রকার চাপের মধ্যে জীবিত থাকা সকল দর্শনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং একটি দিন যে আনন্দ আনতে পারে সেটির প্রতিটি ফোঁটা জীবন থেকে নির্গত করে দেয়। প্রতিটি ভাবনা কেবলমাত্র টিঁকে থাকার প্রতি কেন্দ্রীভূত থাকে, পরের দেনাটি মেটাবার জন্য কোথায় অর্থ পাওয়া যাবে? গত সপ্তাহে আমি কি খুব বেশি খরচা করে ফেলেছি? আমি যাতে খরচের সীমা অতিক্রম না করি সেটি নিশ্চিত করবার জন্য আমার কি ক্যালকুলেটর বা গনক যন্ত্রটি হাতে করে নিয়ে মুদিখানা দ্রব্য ক্রয় করা উচিত? কিভাবে সবথেকে সস্তায় কোনো কিছু করা সম্ভব সর্বদা সেই বিষয়ে চিন্তা করা। বন্ধু, এটিকে জীবনযাপন করা বলে না! মথি ৬:২৫ কী বলে একবার দেখুন।

> *এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ‘কি ভোজন করিব, কি পান করিব’ বলিয়া প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা ‘কি পরিব’ বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না; ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়?*
>
> -মথি ৬:২৫

যীশু বলছেন জীবনের বিষয়বস্তুগুলি জীবন নয়! এখানে জীবনে যা কিছু রয়েছে সেগুলি জীবনকে, আমাদের উদ্দেশ্যকে সাহায্য করবার জন্য রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আদম ঈশ্বরের রাজ্যের যোগানকে হারিয়ে ফেলেছিল, তাই জীবন লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল এবং এখন যা কিছু জীবনকে সাহায্য করে সেগুলি খোদ জীবনের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত জীবন কী মানুষের সেই বিষয়েই কোনো ধারণা নেই, এবং বাস্তবে তারা কারা নিশ্চিতভাবেই তারা সেটি জানে না। আপনি যে কাউকে জিজ্ঞাসা করুন যে সে কে, আর তারা আপনাকে বলবে যে তারা কী করে। “আমি একজন ডাক্তার, আমি একজন জমি-বাড়ির দালাল” ইত্যাদি। না, এইগুলি আপনার পরিচয় নয়; এইগুলি হলো আপনি যে কাজ করেন সেটি। মানুষ তার স্বপ্ন হারিয়ে ফেলেছে। আমার কথার অর্থ হলো মানুষ এখন কিভাবে আরো অধিক অর্থ উপার্জন করা যায় সেই স্বপ্ন দেখে কিন্তু সে উদ্দেশ্যের স্বপ্নটি হারিয়ে ফেলেছে। অন্য কথায়, যা কিছু সর্বাধিক অর্থ যোগান দেয় সেটিই তার স্বপ্নে পরিণত হয়। তবে, যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তিকে ভিন্ন গুন ও সক্ষমতা সহকারে অনুপমরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে তাই তারা এমন এক একটি পেশায় নিযুক্ত থাকে যে বিষয়ে তাদের অনুরাগ থাকে না। জীবন দীর্ঘ হয়ে পড়ে, দীর্ঘতর হতে থাকা সপ্তাহগুলি সপ্তাহান্তের মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে, অথবা দীর্ঘতর হতে থাকা জীবন অবসর গ্রহণ করবার জন্য অপেক্ষা করে।

কাজেই আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। আপনার যদি অর্থের কোনো প্রয়োজন না থাকত, আপনার জীবনকালে আপনি যত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারেন তার থেকে অধিক অর্থ যদি আপনার কাছে থাকত, তাহলে আপনি কী করতেন? সেক্ষত্রে এই মুহূর্তে আপনি যা করছেন, সম্ভবত তার তুলনায় ভিন্ন কোনো পরিকল্পনা আপনার থাকত। যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, পরিসংখ্যান থেকে আমি জানি যে, আমেরিকানদের যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তারা তাদের পেশাটিকে পছন্দ করে কিনা, তখন তাদের ৭০% ই মত ছিল যে তারা যেটি পছন্দ করে তারা সেই কাজ করছে না। আমি চাই যে আপনারা এই কথাটি বুঝুন যে এই যে অর্থ বা সম্পদের পিছনে ছুটে চলা, কাজে সফল হওয়ার চাপ, এবং আগামীকালের জন্য অবিরত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকা, শুরুতে মোটেই ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল না।

পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব কর।

ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। আর ভূচর যাবতীয় পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল।

পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।

-আদিপুস্তক 1:27-31

মানুষকে সৃষ্টির ষষ্ঠদিনে সৃষ্টি করা হয়েছিল – সঠিকভাবে বলতে গেলে, ষষ্ঠদিনের শেষভাগে। মানুষকে ষষ্ঠদিনের শেষভাগে সৃষ্টি করা হয়েছিল কারণ তাকে সপ্তমদিনে ঈশ্বরের সাথে নিবাস করবার উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, যে দিনটিকে আমরা বিশ্রামদিন বলে জানি।

এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।

-আদিপুস্তক 2:1-3

বাইবেল বলে যে ঈশ্বর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিলেন। তিনি ক্লান্ত ছিলেন না! তার কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। সকলকিছু সমাপ্ত হয়েছিল। যখন পৃথিবীতে মানুষের

আবির্ভাব ঘটেছিল তার আগেই মানুষের পৃথিবীতে যা কিছুর প্রয়োজন হবে সেগুলি পৃথিবীর মধ্যে ছিল। মানুষের যখন যা কিছু প্রয়োজন সেই সকল সম্পদের যোগান ছিল। দেনা শোধ করবার, অসুস্থ হয়ে পড়বার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। মানুষের একটি ত্রুটিহীন দেহ ও নিঁখুত স্ত্রী ছিল। তাদের একমাত্র যে বিষয়টিতে মনোযোগ দিতে হত সেটি হলো একে অপরের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি, এবং তাদের কার্য ও তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি। আদম পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব করবার দায়িত্বে ছিল; সে ঈশ্বরের রাজ্যের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করেছিল। কিন্তু তারপর যা হয়েছিল তা আমরা ইতিমধ্যেই জানি। আদম ও হবা ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ও তাদের অবস্থান, তাদের সম্পদের যোগান, ও তাদের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছিল। টিঁকে থাকাই তাদের উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছিল। এরপর দুঃখ ও ভয় তাদের চিন্তাকে ও টিঁকে থাকবার সংগ্রামকে গ্রাস করে ফেলেছিল। আদিপুস্তক ৩:১৭ অনুসারে, সেটির জন্য প্রয়োজন ছিল যন্ত্রণাদায়ক শ্রম ও ঘাম ঝরানো।

সম্পদ আমাদেরকে একটি বিশ্রামের স্থলে সম্ভাব্য পলায়নের বিষয়ে প্রলুব্ধ করে। সেটি এমন একটি স্থান যেখানে আমরা আসলে যা করতে চাই সেই বিষয়ে মনোযোগী হতে পারি, টিঁকে থাকার পরিবর্তে উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি।

আদম সপ্তম দিন হারিয়ে ফেলেছিল!

এরপর কোনো বিশ্রাম, কোনো শান্তি ছিল না। একটি অন্ধকার অসম্পূর্ণতা আদমের জীবনকে ঘিরে ধরেছিল, এবং শূন্যগর্ভের চাইতে এগিয়ে থাকবার জন্য তাকে ছুটতে হয়েছিল। তখন থেকেই মানুষ এই অসম্পূর্ণতার অবস্থাতে বাস করেছে। কিন্তু আশা ছিল। মানুষ যখন পাপে পতিত হয়েছিল, ঈশ্বর মানুষকে একটি স্মারকবস্তু দিয়েছিলেন, একদিন যে তিনি তাঁর সৃষ্টির পুনরুদ্ধার করবেন, এটিকে আপনি তার একটি চিত্র বলতে পারেন। সেই দিনটিকে বিশ্রামবার বা সাব্বাথ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সাব্বাথ -এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো বিশ্রাম। মানুষকে সপ্তাহের সপ্তমদিনটি বিশ্রামদিনরূপে দেওয়া হয়েছিল। যেমনটা আপনি

কল্পনা করতে পারেন, কোনো কাজ না করবার জন্য বিশ্রামবারের প্রয়োজন ছিল; সেইদিন ঘাম ঝরানো ও কোনো যন্ত্রণাদায়ক শ্রম করবার অনুমতি ছিল না। এটি এমন একটি দিন ছিল, যখন মানুষকে কাজ থেকে নিবৃত্ত হতে হত, তার পরিবারের সাথে আমোদপ্রমোদ ও ঈশ্বরের আরাধনা করতে হত। বিশ্রামবার শুরু হওয়ার পূর্বেই সেই দিনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সেগুলির বন্দোবস্ত করতে হত। এমনকি বিশ্রামবারের আগের দিনের রাতেই সেই দিনের খাদ্য প্রস্তুত রাখতে হত। সেইদিনটি ছিল প্রয়োজনীয় বস্তুর পূর্ণ সরবরাহ সহকারে বিশ্রাম গ্রহণের একটি দিন এবং সম্ভাব্য সকল প্রয়োজনগুলি ইতিপূর্বেই মেটানো হত। মানুষ থামতে পারতো ও টিঁকে থাকা ব্যতিরেকে অন্য কোনকিছুর বিষয়ে ভাববার সুযোগ পেত।

বিশ্রামবার এইটুকুই ছিল, সেটি একটি দিন। কিন্তু মানুষ তখন থেকেই একটি বিশ্রামের জীবনের স্বপ্ন দেখে আসছে। সম্পদ আহরণের মানুষের এই চেষ্টাই হলো যন্ত্রণাদায়ক শ্রম ও ঘাম ঝরানো থেকে মুক্ত হওয়ার তার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, যেটি তার সমগ্র জীবনকে কারারুদ্ধ করে রেখেছে। সম্পদ আমাদেরকে একটি বিশ্রামের স্থলে সম্ভাব্য পলায়নের বিষয়ে প্রলুব্ধ করে – সেটি এমন একটি স্থান যেখানে আমরা আসলে যা করতে চাই সেই বিষয়ে মনোযোগী হতে পারি, টিঁকে থাকার পরিবর্তে উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি।

আজ, বিশ্রামবার, সপ্তমদিন, আপনি সেটিকে শনি বা রবি যে কোনো বারেই পালন করুন না কেন, আমাদের সংস্কৃতিতে সেই দিনটিকে উচ্চ সমাদরে উচ্চীকৃত করা হয় না। হ্যাঁ, অধিকাংশ মানুষ মন্ডলীতে যোগদান করে ও রবিবার সকালে মন্ডলীতে যায়। তা হলেও সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে, আপনি অন্য যে কোনো কাজের দিন থেকে রবিবার ভিন্ন একথা বলতে পারবেন না। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন দেখতাম রবিবারে সবকিছু বন্ধ থাকত। আপনি রবিবারে হাটে-বাজারে যেতে পারতেন না; রবিবার আপনি গ্যাসও কিনতে পারতেন না। রবিবারে আমার বাবার যা কিছু প্রয়োজন সেগুলির মজুদ নিশ্চিত করবার জন্য তাকে শনিবার রাতেই গ্যাস কিনে রাখতে হত। আমার বিষয়ে আপনার যদি বেশি কিছু জানা থাকে, তাহলে আপনি নিশ্চয় জানেন যে আমি শিকার ভালবাসি, কিন্তু একজন শিকারীরূপে, আমি রবিবার সকালে শিকারেও যেতে পারতাম না। রবিবারে শিকার করা বেআইনি ছিল। লোকজন রবিবারে তাদের সুন্দরতম জামাকাপড় পরিধান করত ও পরিবারের সাথে খানাপিনায় মেতে উঠত। কিন্তু

হ্যাঁ, এখন সেসব আর নেই, সবই পাল্টে গেছে। কিন্তু বিশ্রামবারের প্রকৃত চিত্র বদলে যায় নি।

কিন্তু যত ভালোভাবেই বিশ্রামবার প্রস্তুত হোক না কেন, পারিবারিক ভোজন-পান যতই সুস্বাদু হোক না কেন, সোমবারের আগমন হচ্ছে। যতদুর আমার মনে পরে "সোমবারের সকালের নীল" (অর্থাৎ সপ্তাহান্তের ছুটি উপভোগ করবার পর সোমবার কাজে ফেরবার কারণে মানুষের যে দুঃখ হয়) এই বাকভঙ্গিটি আতঙ্কের সমার্থক হয়ে উঠেছে। সোমবার সকালগুলিকে বর্ণনা করবার জন্য "আমাকে কাজে যেতে হবে" ও "সেই পুরনো যাতাকলে ফিরতে হবে" এই ধরনের বাকভঙ্গিগুলি ব্যবহৃত হত। আর আপনি যদি শান্ত হয়ে এই বিষয়ে চিন্তা করেন, তাহলে এটিকে প্রায় দাসত্বের মত শোনায়। কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ আজ শুক্রবার! আজও, সপ্তাহান্ত ও বিশ্রামবার অধিকাংশ মানুষের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্রামের স্থান প্রদান করে থাকে। কিন্তু সেটি ক্ষনস্থায়ী এবং সোমবারের সকালের যানজট অপেক্ষা করে থাকে।

কিন্তু যদি অনন্ত বিশ্রামবারের জীবনযাপন করবার সত্যিই কোনো উপায় থাকত তাহলে কেমন হত? যদি সত্যিই জীবনযাপনের এমন একটি পথ থাকত যেটি ভয় থেকে মুক্ত, সম্পদের যোগানে, উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ, ও বিশ্রামের একটি স্থলে বাস করবার যোগ্য, তাহলে সেটি কতই না অপূর্ব হত! ড্রেনডা ও আমি যখন দেখতে পেয়েছিলাম যে আমাদের জীবনের জন্য বিশ্রামবারের বিশ্রাম একটি বিকল্পরূপে রয়েছে, তার আগে আমরা নয় বছর ধরে উৎপাতের, ভয়ের, অসুস্থতার ও অনিশ্চয়তার এক জীবনযাপন করেছি। আমি মোটেই মজা করছি না!

সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্ত বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহিয়াছে। ফলতঃ যেরূপ ঈশ্বর আপন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তেমনি যে ব্যক্তি তাঁহার বিশ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, সেও আপনার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিতে পাইল। অতএব আইস, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করিতে যত্ন করি, যেন কেহ অবাধ্যতার সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিত না হয়।

-ইব্রীয় ৪:৯-১১

বন্ধু, এই হলো নুতন নিয়ম। আজ ঈশ্বরের লোকেদের জন্য সব্বাথের একটি বিশ্রাম প্রাপ্তিসাধ্য রয়েছে। শাস্ত্র ইঙ্গিত দেয় যে আমরা ঈশ্বরের বিশ্রামে ও আমাদের কাজ থেকে বিশ্রামে প্রবেশ করতে পারি। এইমাত্র আমরা যা অধ্যয়ণ করলাম সেটি স্মরণ রাখুন: ঈশ্বরের বিশ্রাম বলে যে সকলকিছু সামগ্রিক, সম্পূর্ণ, এবং সম্পদের যোগান প্রস্তুত ও প্রাপ্তিসাধ্য। টিঁকে থাকবার মানসিকতা, দরিদ্রতার দ্বারা কারারুদ্ধ অবস্থা, অসুস্থতা ও রোগ থেকে এক মুক্তি রয়েছে। নতুন বিকল্প রয়েছে! বিশ্রামবার কেবলমাত্র পুরাতন নিয়মের তথ্য ছিল না, আজও সেটি আমাদের জন্য রয়েছে। আমি আপনাকে পুনরায় পুরাতন নিয়মের সকল ব্যবস্থার ও রীতিনীতির অধীনে জীবনযাপন করবার সম্পর্কে বলছি, আপনার এহেন ধারণা তৈরী হওয়ার আগেই আমি বলে দিচ্ছি যে না, আমি সেটি বলছি না। বরং ইব্রীয় পুস্তকে যে বিশ্রামের কথা বলা হয়েছে আমি সেই বিশ্রামকে পরীক্ষা করতে চাই। কারণ যখন ড্রেনডা ও আমি আবিস্কার করেছিলাম যে এখানে ঈশ্বরের রাজ্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে যেটি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী আমাদের জীবনে কার্য করছে ও প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

যদি সত্যিই জীবনযাপনের এমন একটি পথ থাকত যেটি ভয় থেকে মুক্ত, সম্পদের যোগানে, উদ্দেশ্যে পরিপুর্ণ, ও বিশ্রামের একটি স্থলে বাস করবার যোগ্য, তাহলে সেটি কতই না অপুর্ব হত!

চকিতকারী: এখন সাব্বাথ আর কোনো একটি দিন নয়!

আমি আশা করি এই উক্তিটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিভাবে সাব্বাথ বা বিশ্রামদিন পালন করা উচিত সেটি নিয়ে খ্রীষ্টের দেহে অর্থাৎ মন্ডলীতে বহু আলাপ আলোচনা হয়েছে: শনিবার, রবিবার, নাকি শুক্রবার সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে শনিবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সমগ্র মন্ডলী বিশ্রামবারের নিজ নিজ ব্যাখ্যা প্রস্তুত করে এসেছে। আমি একজন দলভেদী এই কথা ভেবে প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে এই বইটি ঘরের এক কোনায় ছুড়ে ফেলবার আগে, দয়া করে আমাকে এক মুহুর্তের জন্য আমার কথাটা শুনুন, এবং আমি একবার কলসীয় ২:১৬-১৭ এ চোখ বুলিয়ে নি।

'অতএব ভোজন কি পান, কি উৎসব, কি অমাবস্যা, কি বিশ্রামবার, এই সকলের সম্বন্ধে কেহ তোমাদের বিচার না করুক; এ সকল ত আগামী বিষয়ের ছায়ামাত্র, কিন্তু দেহ খ্রীষ্টের। '

-কলসীয় ২:১৬-১৭

পৌল যা বলেন সেই বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিন। আগামীতে যা কিছু আসতে চলেছে বিশ্রামবার সেগুলির ছায়া; তবে, বাস্তব বিষয় খ্রীষ্টে পাওয়া যায়। বিশ্রামবার আসল কিছু নয়, সেটি কেবলমাত্র ছায়া। যদি খ্রীষ্ট প্রকৃত বিষয় হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি কে ও তিনি যা করেছিলেন বিশ্রামবার সেগুলির ছায়া। আমি এই বিষয়টিকে এইভাবে বলছি: পার্থিব রাজ্যে আদম যে যন্ত্রণাদায়ক শ্রম ও ঘাম ঝরাবার প্রথা নিয়ে এসেছিলেন সেটিকে লাঘব বা পরিবর্তন করবার কোনো শক্তি বিশ্রামবারের মধ্যে নেই। আপনি যদি বিশ্রামবারকে ধর্মীয়ভাবে সমাদর করেন, তাহলেও সেটির দ্বারা বা সেটির মধ্যে আপনাকে মুক্ত করবার কোনো ক্ষমতা নেই। কিন্তু খ্রীষ্টের মধ্যে আপনি যা কিছু প্রাপ্ত করবেন, বিশ্রামবার হলো তার ছায়া, তার একটি চিত্র।

আমি যখন প্রথম শ্রেণীতে লেখাপড়া করতাম, তখন আমাদের শিক্ষক আমাদের সকলকে দিয়ে আমাদের মাথাকে এক পাশ থেকে দেখে তার একটি ছায়াচিত্র অঙ্কন করিয়েছিলেন। তারা একটি প্রজেক্টর মেশিনের সামনে আমাদেরকে বসিয়ে দিয়েছিলেন, আর একটি সাদা কাগজের উপর আমাদের মাথার ছায়া পড়েছিল, তারপর তারা আমাদের ছায়ার বাইরের দিকের রেখাগুলিকে অঙ্কন করেছিলেন ও আমাদের ছায়াচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন। আমরা সেই চিত্রগুলি কেটে মাতৃ দিবসে আমাদের মায়েদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই ছায়া আমার কিছুটা সাদৃশ্যকে তুলে ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু সেটির মধ্যে আমার সারবত্তা, আমার চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব ধরা পড়েনি। কিন্তু সেটি আমার সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছিল।

বিশ্রামবার এই কাজটিই করেছিল। এর ছায়াটি কাজ না করতে, কোনো যন্ত্রণাদায়ক শ্রম না করতে ও ঘাম না ঝরাতে বলেছিল। তবে, সেটি ছিল কেবলমাত্র একটি ছায়া, আসল বিষয় সেটি ছিল না। কিন্তু সেটি যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল, যিনি বাস্তবে, আমাদেরকে ব্যবস্থার শাপ ও পৃথিবীর অভিশাপের প্রথা থেকে মুক্ত করেছেন, এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যারূপে ও তাঁর

মহান রাজ্যের নাগরিকরূপে পুনঃস্থাপিত করেছেন! এই ক্ষেত্রেও, একদিন যীশু আমাদের নিকট যা কিছু ফিরিয়ে দেবেন, এটি ছিল তার একটি ছবি। এটি এমন একটি সমাপ্ত হয়ে যাওয়া কার্য যেখানে জীবনে আমাদের যা কিছু প্রয়োজন সেগুলি আমাদের প্রতি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, ইব্রীয় পুস্তক যেমনটি বলে, আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে এই বিশ্রামে প্রবেশ করেছি। স্মরণ রাখবেন, এই পার্থিব রাজ্যে স্বর্গের অধিকার স্থাপিত করাকে বৈধ করবার জন্য বিশ্বাসের প্রয়োজন। ক্রুশের উপরে যীশু উচ্চস্বরে বলেছিলেন, "সমাপ্ত হইল!", ঠিক যেভাবে ষষ্ঠ দিনের সমাপ্তিতে ঈশ্বর বলেছিলেন যে সমাপ্ত হয়েছে।

আজকের দিনে অধিকাংশ মানুষের কাছে বিশ্রামবার একটি ধর্মীয় দিন। মানুষ ঈশ্বরের দিনরূপে বিশ্রামবারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকে, এমন একটি দিন যে দিন গীর্জায় যাওয়ার, ঈশ্বরের জন্য কিছু করবার, ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজ করবার জন্য আমরা তাঁর প্রতি বাধ্য থাকি। যীশুর শিষ্যদেরও এই একই চিন্তাভাবনা ছিল, তাই যীশুকে তাদের সংশোধন করতে হয়েছিল।

বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তই হইয়াছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত হয় নাই
-মার্ক ২:২৭

বিশ্রামবার মনুষ্যের নিমিত্তই হয়েছে, মনুষ্য বিশ্রামবারের নিমিত্ত হয় নি। আপনি কি জানেন বহু মানুষ যদি গীর্জায় না যেতে পারে তাহলে তাদের মধ্যে পাপবোধ হয়? বাস্তবে, তারা নিজেরাই যখন মন্ডলী, তখন কেনই বা তারা মন্ডলীতে উপস্থিত না হওয়ার কারণে অপরাধ বোধে ভোগে? আমি একথা বলছি না যে আমাদের মোটেই আরাধনাতে একত্রিত হওয়া উচিত নয়, কিন্তু এই মানসিকতাটি দর্শায় যে বিশ্রামবারের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি ভ্রান্ত।

আমি জানি হয়ত এখনও আপনি বিভ্রান্ত, কাজেই আমি যোহন ১১ অধ্যায়ে যীশুর একটি উক্তির দিকে মনোযোগ দেওয়ার দ্বারা বিষয়টির আরেকটু গভীরে যাবো।

যীশু আসিয়া শুনিতে পাইলেন, লাসার তখন চারি দিন কবরে আছেন। বৈথনিয়া যিরূশালেমের সন্নিকট, কমবেশ এক ক্রোশ দূর; আর যিহূদীদের অনেকে মার্থা ও মরিয়মের নিকটে আসিয়াছিল, যেন তাঁহাদের ভ্রাতার

বিষয়ে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারে। যখন মার্থা শুনিলেন, যীশু আসিতেছেন, তিনি গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, কিন্তু মরিয়ম গৃহে বসিয়া রহিলেন।

মার্থা যীশুকে কহিলেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকিতেন, আমার ভাই মরিত না। আর এখনও আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছে যে কিছু যাচ্ঞা করিবেন, তাহা ঈশ্বর আপনাকে দিবেন।

যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তোমার ভাই আবার উঠিবে।

মার্থা তাঁহাকে কহিলেন, আমি জানি, শেষ দিনে পুনরুত্থানে সে উঠিবে।

যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে; আর যে কেহ জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না; ইহা কি বিশ্বাস কর?

তিনি কহিলেন, হাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করিয়াছি যে, জগতে যাঁহার আগমন হইবে, আপনি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র।

-যোহন ১১:১৭-২৭

যীশু বলেছিলেন যে তিনিই পুনরুত্থান; সেটি কেবলমাত্র একটি দিন বিশেষ নয়। আমাদের নিমিত্ত ক্রুশের উপর যীশু যা কিছু করেছিলেন, বিশ্রামবার তার একটি ছায়া ছিল এবং এখনও রয়েছে। যীশুই হলেন প্রকৃত বিশ্রামবার ও তাঁর মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের নাগাল পাওয়াকে ও সেই রাজ্যে যা কিছু রয়েছে সেগুলিকে খুঁজে পাই। এইরূপে, আমরা বিশ্রাম পেতে পারি!

কাজেই, এখন চলুন ইব্রীয় পুস্তকে আমাদের নুতন নিয়মের পদটিতে ফিরে যাই।

সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্ত বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহিয়াছে। ফলতঃ যেরূপ ঈশ্বর আপন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তেমনি যে ব্যক্তি তাঁহার বিশ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, সেও আপনার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিতে পাইল। অতএব আইস, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করিতে যত্ন করি, যেন কেহ অবাধ্যতার সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিত না হয়।

-ইব্রীয় ৪:৯-১১

বিশ্রামবারের ছায়াটি বলে যে সেই দিনে আপনার যা কিছু প্রয়োজন তার জন্য পরিশ্রম করা ও ঘাম ঝরানো আপনার পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু যীশু যা করেছিলেন, অর্থাৎ বেঁচে থাকবার জন্য পরিশ্রম করবার ও ঘাম ঝরাতে হবে, পৃথিবীর এমন অভিশাপের প্রথা থেকে আমাদেরকে মুক্তিদান, সেই বিশ্রামবার কেবলমাত্র আমাদেরকে তাঁর সেই কাজের একটি আভাস দিচ্ছিল। অন্য কথায়, বিশ্রামবার যার চিত্র অঙ্কিত করেছিল সেটি খ্রীষ্টেতে বাস্তবরূপ ধারণ করেছিল। বাস্তবে, যীশু একেবারে প্রথম যে বাক্য প্রচার করেছিলেন সেটি বিশ্রামবারকে লক্ষ্য করেই ছিল। যিশাইয় ৬১ অধ্যায়ে, তাঁর সেই একেবারে প্রথম উপদেশের বাক্যগুলি আমরা দেখতে পাই, যেগুলি তিনি লুক ৪ অধ্যায়ে প্রচার করেছিলেন।

সার্বভৌম সদাপ্রভুর আত্মা আমার উপরে আছেন, কারণ সদাপ্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন, যেন দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি
-যিশাইয় ৬১:১

দরিদ্রবস্থা থেকে মুক্তির একটি পথ রয়েছে, এই কথা বলবার দ্বারা যীশু বলছিলেন যে যন্ত্রণাদায়ক শ্রম ও ঘাম ঝরাবার পৃথিবীর অভিশাপের প্রথা থেকে মুক্তিলাভের একটি পথ রয়েছে। সম্পদ সন্ধানের এই যে দাসত্ব সেটিই মানুষকে বন্দী করে রেখেছিল ও তারা বিশ্রাম সন্ধানে অপারগ ছিল। কিন্তু কোনো একদিন যে বিষয়টির পুনরুদ্ধার ঘটবে, সেই বিষয়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে যে চিত্রটি দিয়েছিলেন সেটি শুধুমাত্র বিশ্রামবার নয়। বিশ্রাম বৎসরও ছিল।

তুমি সাত বৎসরের শেষে ঋণ ক্ষমা করিবে। সেই ঋণক্ষমার এই ব্যবস্থা; যে কোন মহাজন আপন প্রতিবাসীকে ঋণ দিয়াছে, সে আপনার দত্ত সেই ঋণ ক্ষমা করিবে, আপন প্রতিবাসী কিম্বা ভ্রাতার নিকট হইতে ঋণ আদায় করিবে না, কেননা সদাপ্রভুর [আদেশে] ঋণক্ষমার ঘোষণা হইয়াছে। তুমি বিজাতীয়ের কাছে আদায় করিতে পার; কিন্তু তোমার ভ্রাতার নিকটে তোমার যাহা আছে, তাহা তোমার হস্ত ক্ষমা করিবে।

বাস্তবিক তোমার মধ্যে কাহারও দরিদ্র হওয়া অনুপযুক্ত; কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার অধিকারার্থে যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে সদাপ্রভু তোমাকে নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ করিবেন; কেবল আমি অদ্য তোমাকে এই যে

সমস্ত আজ্ঞা দিতেছি, ইহা যত্নপূর্ব্বক পালনার্থে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর রবে কর্ণপাত করিতে হইবে। কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তেমনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন; আর তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না; এবং অনেক জাতির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে, কিন্তু তাহারা তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে না।

-দ্বিতীয় বিবরণ **১৫:১-৬**

লক্ষ্য করুন, প্রতি সাত বছরে তাদেরকে সমস্ত ঋণ ক্ষমা করতে হত। এখানেও আমরা ঈশ্বরকে সকলকিছু সম্পূর্ণ হয়েছে এটি দেখাবার জন্য সাত সংখ্যাটি ব্যবহার করতে দেখি। কোনো অভাব নেই; মানুষের প্রয়োজনীয় সকলকিছু তিনি প্রদান করেছেন। তারপরেও কেউ যদি তাদেরকে তাদের ঋণ মুকুব করতে বলায় ঈশ্বরের প্রজ্ঞার বিষয়ে প্রশ্ন তোলে, সেই জন্য তিনি আরোও বলেছিলেন, **"বাস্তবিক তোমার মধ্যে কাহারও দরিদ্র হওয়া অনুপযুক্ত; কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার অধিকারার্থে যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে সদাপ্রভু তোমাকে নিশ্চয়ই আশীর্ব্বাদ করিবেন"** তিনি এরপর বলেছিলেন যে তারা আশীর্বাদযুক্ত হবে যাতে তারা ঋণ গ্রহীতা নয় বরং ঋণ প্রদানকারী হতে পারে। এইবারেও আমরা দেখতে পাই যে যন্ত্রণাদায়ক শ্রম ও ঘাম ঝরাবার পৃথিবীর অভিশাপের প্রথাকে জীবনের একটি নতুন ব্যবস্থার দ্বারা বাতিল ও ব্যর্থ করা হয়েছিল, যেটি আমাদেরকে পাপ ও মৃত্যুর ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে উন্নীত করেছিল।

বিশ্রামবারের মতই, তারা একটি গোটা বছর ধরে যন্ত্রণাদায়ক শ্রম করতে ও ঘাম ঝরাতে পারতো না; সুতরাং, তাদের শষ্য বপন করবার অনুমতি ছিল না। কিন্তু তারপর ঘটনাগুলি আর একটু ভয়ানক হয়ে উঠেছিল। তাদেরকে যে কেবলমাত্র তাদের নিকট ঋণ গ্রহণকারীদের ক্ষমা করতে হত তাই নয়, তারা তাদের শষ্য বীজ বপনও করতে পারতো না। এই অবস্থায়, কেউ এই কথা বলতেই পারে, "আমার ফ্রিজে যা কিছু রয়েছে, তা দিয়ে আমি একদিন চালিয়ে নিতে পারি, কিন্তু কোনো কাজ না করে পুরো একটি বছর বেঁচে থাকা, বেশ কঠিন।"

কাজেই, এখানেও সেই ছায়াটি আমাদেরকে আমাদের ঋণগুলি মুকুব করে দেওয়ার কথা বলছে। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে তাদের ঋণ করবার প্রয়োজন হবে না, কারণ তাদের নিকট এত পরিমাণ সম্পদ থাকবে যাতে তারা ঋণগ্রাহী

নয় বরং ঋণদাতা হবে। ঋণ হলো অভাবের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি সিস্টেম বা প্রথা, কিন্তু ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে তাদের অভাব মেটাবেন তাই ঋণের আর প্রয়োজন থাকবে না। বিশ্রামবারের ছায়াটি পৃথিবীর অভিশাপের প্রথার বাইরে জীবনযাপনের একটি নতুন পথের কথা বলতে গিয়ে বলে, "তোমাকে শষ্যবীজ বপন করতে হবে না"। এখন, এর সবকিছু যীশু খ্রীষ্টেতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দাঁড়ান, আরো কিছু রয়েছে – যা কিছু আগতপ্রায় ছিল তার বৃহত্তম চিত্রটি ঈশ্বরের লোকেদেরকে দেখানো তখনও বাকি ছিল। সেটিকে যোবেলের বৎসর বলা হত।

অধ্যায় ৭
এটি অসম্ভব!

আপনি এখন যেটি পাঠ করবেন সেটি বিস্ময়কর। আমি একটু গুছিয়ে বলি। আসলে আপনি ভাববেন যে এটি সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। আমি যোবেলের বৎসরের কথা বলছি, আপনার আর্থিক সঙ্গতিতে যীশু যেটি করতে চান, সেই বিষয়ে এটি হলো পুরাতন নিয়মে লিখিত মহানতম চিত্র, তা সত্ত্বেও এই বৎসরটি কোন কথা বলছে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই সেটি জানে ও বোঝে। ইতিপূর্বেই আমরা বিশ্রামবার ও বিশ্রামের বৎসরের সম্পর্কে আলোচনা করেছি, খ্রীষ্টে আমাদের যা কিছু আছে, এইগুলির উভয়েই সেটির ছায়া, কিন্তু এখন আমরা বড় অনুষ্ঠানের নিকট এসেছি, যোবেলের বৎসর।

এর নামটির মধ্যেই একটি উৎসবের গন্ধ রয়েছে, তাই না? কিন্তু, আর্থিক বিষয়ের পরিমন্ডলে, বেশিরভাগ মানুষের নিকট – আর আমি যখন বলছি বেশিরভাগ মানুষ, পরিতাপের কথা হলো, খ্রীষ্টবিশ্বাসীরাও এর অন্তর্ভুক্ত--উদযাপনের মত বিশেষ কিছুই নেই। যে কথা আগেও বলেছি, আজ প্রায় ৩৬ বছর আমি আর্থিক ক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছি। এই সময়ের মধ্যে আমি বেশ কিছু কোম্পানির মালিক হয়েছি, এবং সেই একই সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ না হলেও, কম পক্ষে হাজার হাজার মানুষের ব্যক্তিগত আর্থিক সংস্থানের উপর কাজ করেছি। তাই সেই বিষয়ের নাড়ি নক্ষত্র সবই আমার জানা। আর সাধারনত চকচকে নতুন গাড়ি অথবা সুদৃশ্য সুবৃহৎ গৃহের পিছনের কাহিনী কী সেও আমি জানি। সাধারনত এইগুলি হলো বিপুল ঋণ ও মানসিক চাপ। শুনুন, আমি কিন্তু একটি সুন্দর গাড়ি বা বড় বাড়ি থাকাটির সমলোচনা করছি না। আজকের দিনে জীবনযাপন করবার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন।

আর পৃথিবীর অভিশাপের প্রথাটি হলো একটি বেঁচে থাকবার প্রথা যেটি মানুষকে স্বাধীন করবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। বিশ্বাস করুন, যে হাজার হাজার মানুষের সাথে আমি সাক্ষাত করেছিলাম, তাদের বেশিরভাগই খারাপ লোক নয়। তারা নিজেদের চেষ্টায় যা কিছু করতে পারে, তারা প্রানপণ সেই চেষ্টাই করে চলেছিল, কিন্তু তারা ঈশ্বরের রাজ্য বা আমি এই বইটিতে যা আলোচনা করছি তার কোনটিই জানতো না। আপনি নিশ্চয় জানেন যে ড্রেনডা ও আমি সাব্বাথ এর বিশ্রামের সম্পর্কে জানবার পূর্বে নিজেরাই দীর্ঘ ও কঠিন নয়টি বছর আর্থিকভাবে নিষ্পেষিত জীবনযাপন করেছিলাম। এইভাবে এত দীর্ঘ সময় জীবনযাপন করবার পর, কত পরিমাণ বিপর্যয় আপনি সহ্য করেন সেটি আপনি টের পান না ও সেগুলিকেই স্বাভাবিক বলে ভাবেন । বেশ কিছু বছর পূর্বে, ঈশ্বর আমার ক্ষুদ্র ভাবনা সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করেছিলেন ও আমাকে জানিয়েছিলেন যে আমার উচিত যোবেলের বৎসরকে উপভোগ করা, আনন্দ করা, কিন্তু আমি তা করি নি। হ্যাঁ, আমি ঋণ মুক্ত হয়েছিলাম; হ্যাঁ, আমি কিছু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে দেখেছিলাম; আর হ্যাঁ, আমি সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেছিলাম, ও ঈশ্বর সেটি জানতেন, এবং তিনি চেয়েছিলেন আমি পুনরায় প্রসারিত হই, যাতে আমি সৃষ্টি করা স্বপ্ন দেখা জারি রাখি। আমি কিছুটা জড়ো হয়ে গিয়েছিলাম, খুশি ছিলাম কিন্তু অনমনীয়। যেমনটা আমি বলেছি যে আমি একটি আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী কোম্পানির মালিক, এবং প্রতি বছরে আমার কোনো একজন বিক্রেতা পূর্ববর্তী বৎসরের সাফল্য উদযাপন করবার জন্য আমাকে একটি অনুষ্টানে আমন্ত্রণ করত। সেখানে প্রায় ২৫০ জনের মত উচ্চ পর্যায়ের অংশীদার ও কার্যনির্বাহী উপস্থিত হত। এই অনুষ্ঠানটি ছিল মূলত দারুন কিছু স্থানে ভ্রমণের একটি অনুষ্ঠান, যার জন্য নিজেদের কোনো খরচ করতে হত না, কিন্তু সেরা কয়েকজনের জন্য বিশেষ স্বীকৃতি ও বোনাসের চেক প্রদান হত। যেহেতু আমি একটি বৃহৎ মন্ডলীর পালকত্ব, টিভির অনুষ্ঠান করা, ও নিজের কোম্পানি পরিচালনা করতে ব্যস্ত থাকতাম, তাই আমার সব সময় মনে হত যে ওই উপরের স্বীকৃতি পাওয়ার মত স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য যে পরিমাণ উৎপাদন প্রয়োজন সেটি করবার মত সময় আমার নেই।

কিন্তু একবার, আমি যখন সেই সভাতে বসে ছিলাম ও দেখেছিলাম যে সেরা ১০ জন অংশীদার স্বীকৃতি লাভ করছে ও তাদের এক লক্ষ ডলারের বোনাসের

চেক গ্রহণ করছে, তখন আমি দৃঢ় নিশ্চিত হয়েছিলাম। আমি ভাবলাম, "আমারও ওই মঞ্চে স্বীকৃতিলাভের জন্য থাকা উচিত। আমি ঈশ্বরের একজন সন্তান ও পবিত্র আত্মা আমার পরামর্শদাতা। আমার ওই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের কথা বলা ও সেটি প্রদর্শন করা উচিত!" কাজেই ড্রেনডা ও আমি সেই মুহুর্তেই আমাদের মনস্থির করেছিলাম যে পরের বছর আমরা ওই মঞ্চে উঠব। কিন্তু কিভাবে? সে বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না।

বিগত দশ বছর ধরে, আমি এই একটি কোম্পানির সাথে কাজ করে, বছরে ৩ থেকে ৪ মিলিয়ন ডলার ব্যবসা করছিলাম, কিন্তু সেরা দশের মধ্যে জায়গা পেতে হলে যে উৎপাদনের প্রয়োজন সেটি ছিল ১১ মিলিয়ন ডলারের মত। কিভাবে সেই স্তরে গিয়ে পৌছাবো সেই বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না বা আমার কাজের সময়সূচীতে সেটি আদৌ সম্ভব কিনা সেই বিষয়েও আমি নিশ্চিত ছিলাম না। যদিও একটি বিষয় আমি জেনেছিলাম। সেটি হলো আমি আমার নিজের শক্তিতে সেটি করতে পারব না। কাজেই ড্রেনডা ও আমি একটি আর্থিক বীজ বপন করে, আমাদের বিশ্বাসকে মুক্ত করে, ও আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এই বিবেচনা করে, প্রার্থনা ও আমাদের লক্ষ্য নিরুপণ করেছিলাম। ঘটনাটিকে সংক্ষেপে বলতে গেলে, পরের বছরের জানুয়ারী মাসে, যখন নতুন বছর সবেমাত্র শুরু হচ্ছিল, তখন কিভাবে আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হয় ঈশ্বর সেটি একটি স্বপ্নে আমাকে দেখিয়েছিলেন। ঠিক কী করতে হবে তা তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন; এবং তিনি আমাকে যা কিছু দেখিয়েছিলেন, যতক্ষণ আমি সেই কাজ করব, ততক্ষণ আমি সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবো। জানেন একটি বিক্রয়ের দ্বারাই সেই বছর আমরা সেই ১১ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করেছিলাম! পরবর্তী সম্মেলনে কোম্পানীর সেরা ১০ জনের সাথে মঞ্চে ওঠা ও সেই এক লক্ষ ডলারের চেক গ্রহণ করবার মধ্যে যে কি রোমাঞ্চ ছিল বলে বোঝানো যায় না! সেই অভিজ্ঞতাটি কত দারুন আপনি কি জানতে চান? সেটি একটি বিরাট বড় পার্টি ছিল। আমরা যে কেবলমাত্র সেই বোনাসের অর্থ সহকারে আমাদের লক্ষ্যে পৌছে গিয়েছিলাম তাই নয়, কিন্তু সেই বছরে আমাদের আয় একলাফে কয়েক লক্ষ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমার কাছে সেটি

কত পরিমাণ বিপর্যয় আপনি সহ্য করেন সেটি আপনি টের পান না ও সেগুলিকেই স্বাভাবিক বলে ভাবেন

একটি পার্টি বা আমোদ-প্রমোদের মত মনে হয়! কাজেই আমি যখন যোবেলের বৎসরের ন্যায় পুরাতন নিয়মের কিছু পর্বের বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করি, তখন এই আলোচনাটি বড়ই একঘেয়ে এই কথা ভেবে ঘুমিয়ে পড়বেন না, কারণ সেটি মোটেই বিরক্তিকর আলোচনা নয়। স্মরণ রাখবেন পার্টিতে সামিল হলে জীবন আরো ভালোভাবে চলে, তাই ইস্রায়েল যে বৃহত্তম পর্ব/পার্টি উদযাপন করত চলুন একবার সেটি দেখি, এবং কিভাবে আপনার নিজের জীবনে তেমন আনন্দ পাওয়া যেতে পারে সেটি জানি।

যোবেলের বৎসর

> *আর তুমি আপনার জন্য সাত বিশ্রামবৎসর, সাত গুণ সাত বৎসর, গণনা করিবে; তাহাতে তোমার গণিত সেই সাত গুণ সাত বিশ্রামবৎসরে ঊনপঞ্চাশ বৎসর হইবে। তখন সপ্তম মাসের দশম দিনে তুমি জয়ধ্বনির তুরীবাদ্য করিবে; প্রায়শ্চিত্তদিনে তোমাদের সমস্ত দেশে তূরী বাজাইবে। আর তোমরা পঞ্চাশত্তম বৎসরকে পবিত্র করিবে, এবং সমস্ত দেশে তথাকার সমস্ত নিবাসীর কাছে মুক্তি ঘোষণা করিবে; উহা তোমাদের জন্য যোবেল [তূরীধ্বনির মহোৎসব] হইবে; এবং তোমরা প্রতিজন আপন আপন অধিকারে ফিরিয়া যাইবে, ও প্রতিজন আপন আপন গোষ্ঠীর নিকটে ফিরিয়া যাইবে। তোমাদের নিমিত্ত পঞ্চাশত্তম বৎসর যোবেল হইবে; তোমরা বীজ বুনিও না, স্বতঃ উৎপন্ন শস্য ছেদন করিও না, এবং আঝোড়া দ্রাক্ষালতার ফল সংগ্রহ করিও না। কেননা উহাই যোবেল, উহা তোমাদের পক্ষে পবিত্র হইবে; তোমরা ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদি ভক্ষণ করিতে পারিবে। ঐ যোবেল বৎসরে তোমরা প্রতিজন আপন আপন অধিকারে ফিরিয়া যাইবে।*
>
> -লেবীয় পুস্তক ২৫:৮-১৩

যেহেতু আমি যোবেল বৎসরের আলোচনা করা শুরু করেছি, তাই আমি কিছুটা প্রাথমিক কাজ করে নিই, যেগুলি ইতিমধ্যেই আপনার লক্ষ্য করা উচিত ছিল। যোবেল বৎসর প্রতি পঞ্চাশ বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হত, এবং সেটি একটি বিশ্রাম বৎসরের ঠিক পর পরই অনুষ্ঠিত হত, অর্থাৎ উনপঞ্চাশতম বছরের পরে। আমার মনে হয় ইতি মধ্যেই আপনি একটি প্রকান্ড সমস্যাকে আবির্ভুত

হতে দেখছেন, তাই নয় কি? বিশ্রাম বৎসর চলাকালীন, ইস্রায়েলীরা তাদের শষ্যবীজ বপন করতে পারতো না। সেই বছরের পর যোবেল বৎসরেরও শষ্যবীজ বপন না করবার সেই একই শর্ত ছিল। তাহলে সারকথা হলো এই যে, পরপর দু বছর ইস্রায়েলীদের কোনো শষ্য উৎপাদন হতো না, এবং তারপর তাদের খাদ্য সরবরাহকে পুনরায় গুদামজাত করবার আগ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের শষ্য পরিপক্ক হওয়ার ও সেই শষ্য সংগ্রহ করবার জন্য তৃতীয় বৎসরও অপেক্ষা করতে হত। যারা সুখাদ্য ভোজন উপভোগ করে বা শষ্য বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করে এটি তাদের যে কারোর পক্ষে একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। যখন যোবেল বৎসর সম্পর্কিত তথ্যগুলি মোশি ইস্রায়েলীয়দের নিকট ঘোষণা করছিলেন, তখন সেটির কারণে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল আপনি সেটি আন্দাজ করতে পারছেন নিশ্চয়। যদিও, নিঃসন্দেহে তিন বছরের কর্মবিরতি একটি সুন্দর আইডিয়া বা প্রস্তাব ছিল, কিন্তু কাউকে তো এর জন্য মূল্য দিতে হত। তারা যখন এই বিষয়ে শুনেছিল, তখন তারা মোশিকে প্রথম যে প্রশ্নটি করেছিল, সেটি হলো, "কিভাবে সেটি সম্ভব?"

> *আর যদি তোমরা বল, দেখ, আমরা সপ্তম বৎসরে কি খাইব? দেখ, আমরা ত ক্ষেত্রে বপন করিব না, ও উৎপন্ন ফল সংগ্রহ করিব না; তবে আমি ষষ্ঠ বৎসরে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব; তাহাতে তিন বৎসরের জন্য শস্য উৎপন্ন হইবে। পরে অষ্টম বৎসরে তোমরা বপন করিবে, ও নবম বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন শস্য ভোজন করিবে; যাবৎ ফল না হয়, তাবৎ পুরাতন শস্য ভোজন করিবে।*
>
> -লেবীয় পুস্তক ২৫:২০-২২

ঈশ্বর তাদেরকে এমন একটি বিস্ময়কর উত্তর দিয়েছিলেন, যেটিকে এই বইটির অবশিষ্ট অংশে অনুসন্ধান করবার জন্য আমরা অনেকটা সময় ব্যয় করব। তিনি বলেছিলেন যে তিনি ষষ্ঠ বৎসরে এমন একটি আশীর্বাদ প্রেরণ করবেন যে সেই ষষ্ঠ বৎসর থেকে শুরু করে যোবেল বৎসরের পরে যতদিন পর্যন্ত না নতুন শষ্য গোলায় ওঠে সেই তিন বৎসরের ভোজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শষ্য উৎপাদিত হবে। এখানে সৃষ্টির দিনগুলির সাথে একটি সাদৃশ্য রয়েছে। বাইবেল

বলে যে ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি কার্য সমাপ্ত করেছিলেন ও বিশ্রাম নিয়েছিলেন। যদিও তিনি বিশ্রাম করেছিলেন, কিন্তু তিনি ক্লান্ত ছিলেন না। বরং, তিনি তাঁর কার্য সমাধা করেছিলেন। মানুষের যা কিছু প্রয়োজন ছিল সেগুলি সৃষ্টি করা হয়েছিল ও উপলব্ধ ছিল।

এইবার ঈশ্বর ইস্রায়েলকে প্রয়োজনের অধিকের একটি চিত্র দেখাচ্ছিলেন, যেটি পৃথিবীর যন্ত্রণাদায়ক শ্রম ও ঘাম ঝরাবার অভিশাপের প্রথার চাইতে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে। তিনি চেয়েছিলেন যে তারা তাঁকে তাদের যোগানদাতারূপে দেখুক ও বুঝুক যে তিনি তাদের একটি বৃহৎ সরবরাহ সহকারে যোগান দেন। এখানেও, যদিও এটি তাদের সময়ে তাদের নিকট ঈশ্বরের যোগানের একটি চিত্র ছিল, তবুও যতদিন পর্যন্ত না যীশুর আগমন ঘটেছিল ততদিন পর্যন্ত সেই ছায়া আমাদের যা দেখাচ্ছিল আমরা তা দেখতে পাই নি। স্বাভাবিকভাবে দেখতে গেলে, সেই তিন বছরে কোনো শষ্যবীজ বপন না করে বেঁচে থাকার কোনো উপায় ছিল না। সেই একইভাবে, স্বাভাবিকভাবে, পৃথিবীর অভিশাপের প্রথার অধীনে বাস করে, আপনার দিন ও রাতগুলিতে ঘাম না ঝরালে, আর্থিকভাবে কোনো কিছু লাভ করবার কোনো উপায় নেই। সেটি সম্পূর্ণ করবার পক্ষে যথেষ্ট তীব্র গতিতে আপনি কোনভাবেই দৌড়াতে পারেন না। যখন বাজারে আপনার দেনা রয়েছে, তখন একবার আপনি আপনার বর্তমান পেশা থেকে তিন বছর দুরে থাকবার চেষ্টা করে দেখুন তো, আপনি নিশ্চিতভাবেই দেউলিয়া হয়ে যাবেন। কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে নতুন পথের একটি চিত্র দেখাতে চেষ্টা করছেন, এমন একটি চিত্র যেখানে তিনি তাঁর লোকেদের প্রয়োজন মেটান, ঠিক সৃষ্টিকালে যেভাবে আদমের জন্য ঈশ্বর যা কিছু প্রস্তুত রেখেছিলেন, সে সেগুলির সকলকিছু প্রাপ্ত করেছিল।

আরো দুটি বিষয় রয়েছে যেগুলি আমাদের দেখা প্রয়োজন ও যেগুলি যোবেলের বৎসর আমাদের দেখায়। আবারও আমরা ভূমিকে বিশ্রাম নিতে দেখি, এই পঞ্চাশতম বৎসর চলাকালীন কোনো পরিশ্রম ও ঘাম ঝরত না। আপনি আরো লক্ষ্য করবেন যে সমস্ত জমি তার আসল মালিকের কাছে ফেরৎ দিয়ে দিতে হত। যখন ইস্রায়েল জাতি যর্দন নদী পার করেছিল, তখন প্রতিটি গোষ্ঠী ও প্রতিটি পরিবারকে জমি দেওয়া হয়েছিল যেগুলিকে তারা অধিকার করবে ও সেই জমির দ্বারা তারা তাদের বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ও অর্থ উপার্জন করবে। এক কথায়, জমি ছিল তাদের সম্পত্তি। তার উপরেই তারা তাদের ফসল

চাষ করত ও পশুপালন করত। কাজেই সমস্ত জমি তার প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার অর্থ ছিল সমৃদ্ধ হওয়ার সক্ষমতাকেই ফিরিয়ে দেওয়া।

এক্ষেত্রেও, যীশু আমাদের নিমিত্ত যা কিছু করেছিলেন এটি তার একটি ছায়া। ছায়া বলে যে সমৃদ্ধি ইস্রায়েল জাতির নাগরিকদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হত। বাস্তবতা আমাদের নিকট সেই একই কথা বলে, যে আমাদের সমৃদ্ধি আমাদের নিকটেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারগুলি পুনরায় আমাদের হয়েছে।

বাস্তবে বিশ্রামবার আমাদের যা কিছু দেখাচ্ছে, যখন আপনি সেটি জানবেন, তখন আপনার আর্থিক জীবনে বৃহৎ পরিবর্তন ঘটতে পারে

তৃতীয় একটি বিষয় যোবেলের বৎসর আমাদের দেখায়, এবং সেটি হলো সকল দাসদেরকে মুক্ত করে দিতে হত ও তারা তাদের পরিবারের নিকট ফিরে যেত। এটি বৃহৎ একটি বিষয়। আবারও, ছায়া বলে যে আপনি আর দাস নন, বরং আপনি একজন পুত্র বা কন্যা। খ্রীষ্টের মধ্যকার বাস্তবতা বলে যে আপনি আর দাস নন, বরং ঈশ্বরের বাটির সম্পদ ও সমৃদ্ধির উপর পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত সেই বাটির একজন পুত্র বা কন্যা।

কাজেই এইমাত্র আপনি যা কিছু জানতে পারলেন সেই বিষয়ে চিন্তা করুন। আদম যা কিছু হারিয়ে ফেলেছিল যীশু আমাদের তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। যীশু আমাদেরকে ঈশ্বরের পুত্র ও কন্যা তৈরী করে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাদেরকে পৃথিবীর যন্ত্রণাদায়ক শ্রম ও ঘাম ঝরাবার অভিশাপের প্রথা থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন এবং তদ্দারা আমাদের হাতের কার্যকে প্রচুররূপে আশীর্বাদ করবার সুযোগ তিনি ঈশ্বরকে দিয়েছেন। যদিও যীশু এই সকল কিছুর জন্য মূল্য পরিশোধ করেছিলেন, তবুও আমাদের এখনও জানতে হবে যে এখানে এই পার্থিব রাজ্যে আমাদের বাস্তব জীবনের মধ্যে কিভাবে এই লাভগুলিকে কাজে লাগানো যায়। এই জায়গাতেই বহু বহু খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভুল করে ফেলে। ঈশ্বরের রাজ্য যে কতগুলি ধর্ম বা নীতির দ্বারা পরিচালিত হয় সে কথা না জেনেই, পুত্র ও কন্যা ও নাগরিকরূপে তাদের বৈধ অধিকারগুলি না জেনেই, তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর কাকে আশীর্বাদ করবেন তা তিনি খামখেয়ালীভাবে নির্বাচন করেন। সেই জন্য তারা ঈশ্বরের রাজ্যের নীতিগুলির অধ্যয়ণ করে না, যেগুলির মধ্যে সেই সকল বিষয়গুলিকে বাস্তবিকরূপে উপভোগ ও প্রয়োগ করবার চাবিকাঠি রয়েছে,

বাইবেল যেগুলিকে তাদের নিজেদের বলে ঘোষণা করে। আমি আপনাকে বলছি যে বাস্তবে বিশ্রামবার আমাদের যা কিছু দেখাচ্ছে, যখন আপনি সেটি জানবেন, তখন আপনার আর্থিক জীবনে বৃহৎ পরিবর্তন ঘটতে পারে।

আমার মন্ডলীর একজন ভদ্রলোক আমাকে বিশ্বাস ও কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কাজ করে এই সম্পর্কে শিক্ষা দিতে শোনা আরম্ভ করেছিলেন। তার স্ত্রী ও সন্তানেরা একসাথে একটি পরিবাররূপে এই সকল ধর্মগুলি অধ্যয়ণ করেছিলেন। নতুন বছর যখন এগিয়ে এসেছিল, তখন তারা ঠিক করেছিলেন যে তারা তাদের বৈধ অধিকারগুলিকে কাজে লাগাবেন ও সেই বছরেই তারা যে দুটি ভাড়া করা গৃহ অর্জন করেছিলেন তার দেনা পরিশোধ করবার জন্য বিশ্বাস করবেন। আমি যদি সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারি, তাহলে তাদের সেই দুটি বাড়ির দেনা মেটাবার জন্য মোট ৪ লক্ষ ডলারের মত অর্থ প্রয়োজন ছিল। কাজেই সেই বছরেই ওই দুটি বাড়ির দেনা পরিশোধ করবার লক্ষ্যে তারা প্রার্থনা করেছিল ও একটি ভালো অঙ্কের আর্থিক বীজ বপন করেছিল। তাদের জন্য সেটি একটি বৃহৎ প্রসার ছিল, কিন্তু এই ভদ্রলোকটি এমন একটি ক্ষেত্রে কার্য করতেন সেখানে এই পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক মক্কেল এবং/অথবা বৃহৎ পরিমাণের মক্কেলদের কাজের চুক্তি পাওয়ার সম্ভবনা ছিল। সেই পরিবারের সকলে একত্রে প্রার্থনা করেছিল ও এটি যে বাস্তবে ঘটবে সেই বিষয়ে তারা একমত হয়েছিলেন। প্রতি সপ্তাহে সেই পরিবারটি তাদের লক্ষ্যের পুনর্বিবেচনা করত ও পুনরায় শাস্ত্র পাঠ করত যা তাদেরকে সেই ধরণের একটি ফলাফলের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য বৈধ ভিত্তি প্রদান করেছিল। অবশ্যই, এই ভদ্রলোকটি জানতেন যে তাকে তার কাজ করতে হবে।

বছরটি এগোতে থাকলো, অতি নিশ্চিতভাবেই, কয়েকটি বড় কাজের চুক্তি একটি সম্ভবনাতে পরিণত হলো, কিন্তু এতগুলি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থাকার কারণে, বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলারের চুক্তিগুলির দ্রুত সম্পাদন ঘটে না। সেই বছরের প্রায় মাঝ বরাবর, এই ভদ্রলোকটি তার কোম্পানীর জন্য একটি বিরাট অঙ্কের কারবার হস্তগত করেছিলেন, সেটি এতটাই বড় অঙ্কের ছিল যে সেই বছরে তার কোম্পানীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৪০% -এর সমতুল ছিল। সেই চুক্তির প্রাপ্য কমিশনের চেকের সাহায্যে তিনি তার একটি ভাড়া করা বাড়ির দেনা শোধ করে দিতে পেরেছিলেন। সেই বছরের শেষের দিকে, আরেকটি সংস্থা ইঙ্গিত

দিয়েছিল যে আমার এই বন্ধুটি তাদেরকে যে চুক্তি করবার অফার দিচ্ছিলেন, তারা সত্যিই সেই কয়েক মিলিয়ন ডলারের চুক্তিটি সাক্ষর করবে। কিন্তু সেই চুক্তি সম্পাদনের তারিখটি ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছিল। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী হচ্ছিল, তারপর চুক্তির তারিখটি এগিয়ে যাচ্ছিল, কাজেই সেই কাগজগুলিকে পুনরায় তৈরী করতে হচ্ছিল, আর তারপর আবার তারিখের পরিবর্তন হচ্ছিল। সেই বছর নভেম্বর মাস নাগাদ আমার বন্ধুটিকে বলা হলো যে তিনি যে পরিচালন দলের সাথে কাজ করছিলেন সেটিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে ও একটি নতুন দল কার্যভার গ্রহণ করবে।

আমার বন্ধুটি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, এর অর্থ কী সেটি তিনি জানতেন। আগত সেই নতুন পরিচালন দল সেই অমীমাংসিত চুক্তির বিষয়ে কিছু জানত না, অবশ্য সেটি ততদিনে, বাতিল ও অকেজো হয়ে গিয়েছিল। তাকে এই নতুন দলের সাথে সেই প্রক্রিয়াটি একেবারে গোঁড়া থেকে পুনরায় নতুন করে শুরু করতে হত। তিনি যখন নতুন পরিচালকদের দলের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, তখন তাদেরকে তার কোম্পানীর সুপারিশগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করবার ক্ষেত্রে বেশ সহায়ক বলে মনে হয়েছিল। তার সুপারিশগুলি যাচাই করবার পর নভেম্বরের শেষ নাগাদ তারা আমার বন্ধুকে বলেছিল যে তারা বিষয়টিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু এইবারেও কাগজপত্রের কাজগুলি বিলম্বিত হয়ে গিয়েছিল এবং নতুন বছর শুরু হওয়ার মাত্র দুদিন আগে কাগজপত্রের পুনর্লিখনের কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। আমার বন্ধুর কাছে তারা ফোন করে বলেছিল যে তারা সাক্ষাত করতে চায় ও দস্তাবেজে সাক্ষরের কাজগুলি সেরে নিতে চায়, এবং তিনি যদি সেই দিন তাদের সাথে সাক্ষাত করতে ও সাক্ষরের কাজগুলি করতে পারেন, তাহলে তারা তাকে নগদ অর্থ প্রদান করবে। ওই চুক্তিটির কারণে আমার বন্ধু যে পরিমাণ কমিশনের অর্থ উপার্জন করেছিলেন সেটি সেই বছরে তাদের সেই দুটি বাড়ির দেনা মেটাবার লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, যেগুলির জন্য তিনি ও তার পরিবার তাদের বিশ্বাসকে স্থির করেছিলেন।

কেবলমাত্র ঈশ্বরের রাজ্যের নীতিগুলি অধ্যয়ণ করাই সেই ভদ্রলোককে এই প্রকারের একটি উচ্চমাত্রার লক্ষ্যের কথা কল্পনা করবার সুযোগ দিয়েছিল ও কল্পনা করবার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, কারণ এর আগে তিনি কখনই এত বড় অঙ্কের অর্থের মালিক হন নি বা আগের কোনো বছরেই এত পরিমাণ অর্থ উপার্জন

করেন নি, যাতে মনে হতে পারতো যে তার লক্ষ্য অর্জন করবার কোনো সম্ভবনা রয়েছে। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে সেই বিজয়কে উদযাপন করবার জন্য তারা আমোদপ্রমোদ করেছিল! আমার সন্তানদের মধ্যে একজনের জীবনে আরেকটি "সত্যিই সেটি ঘটেছিল" জাতীয় একটি ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্যই, আমার সন্তানদের সকলে তাদের সারা জীবন ধরে ঈশ্বরের রাজ্যকে কার্য করতে দেখেছিল। আমি সে সকল নীতির বিষয়ে আলোচনা করছি অবশ্যই তাদের সকলে সেগুলি প্রয়োগ করেছিল ও ঈশ্বরকে আশ্চর্য কার্য করতে দেখেছিল। যদিও তাদের বয়স কুড়ির কোঠায়, তা সত্ত্বেও তাদের প্রত্যেকের নিজেদের গাড়ির পাওনা মিটিয়ে দিয়েছিল; তাদের বেশিরভাগই নিজেদের বাড়ির অর্থ শোধ হয়ে গেছে বা প্রায় শোধের মুখে রয়েছে। আমার বড় ছেলে, টিম, নগদ অর্থে একটি বাড়ি কিনতে চেয়েছিল। তাই সে তার বাজেটের মধ্যে সুবিধা দামে একটি বাড়ি পাওয়ার জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, তার বীজ বপন করেছিল। তার নির্মান কার্যে যথেষ্ট দক্ষতা রয়েছে, কাজেই সে এমন একটি বাড়ি কিনতেও ভীত ছিল না যেটির মেরামত প্রয়োজন।

সে বেশ কিছুদিন ধরে বাড়ির খোঁজ করছিল কিন্তু মনের মত বাড়ি পাচ্ছিল না। কিন্তু একদিন, গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় এই বাড়িটি তার চোখে পড়ে। বাড়িটি বিক্রি ছিল কিন্তু এর আগে বাড়িটি তার চোখে পড়েনি। বাড়িটি নিলামের জন্য ছিল, এবং যখন সে বাড়িটিকে দেখল, সে দেখতে পেল যে বাড়িটিতে কিছু কাজ করতে হবে, কিন্তু বাড়িটিকে দেখে বেশ মনে ধরেছিল। সে জমি-বাড়ির এজেন্ট বা দালালকে ফোন করেছিল ও বাড়িটির দামটি তাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিল। সে তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না – ৩৭,০০০ ডলার। সে ভেবেছিল, "কিন্তু কিভাবে সেটি হতে পারে?"

সেই এজেন্ট বাড়িটির বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছিল ও একটি আশ্চর্য ঘটনা বলেছিল। বাড়িটি সত্যিই নিলামে উঠেছিল, আর প্রায় ছয়মাস আগে বাড়িটির মূল্য ১১০,০০০ ডলার ধার্য করা হয়েছিল। সেটি নিলামের মূল্য, কিন্তু বাস্তবে কয়েক বছর আগে বাড়িটিকে ১৬০,০০০ ডলার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছিল। দৃশ্যত, বিগত ছয় মাস পূর্বে যখন থেকে এই বাড়িটি নিলামে বিক্রির জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছিল, তখন থেকে এই পর্যন্ত কেউই বাড়িটির প্রতি কোনো আগ্রহ প্রদর্শন করে নি। কেন কেউ বাড়িটির প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে না সেটি বুঝতে না পেরে তারপর থেকে ব্যাঙ্ক অবিরত বাড়িটির মূল্য কমিয়ে চলেছে। কিন্তু তারপর টিম

ও তার এজেন্ট যখন আরেকটু বেশি খোঁজ খবর নিল, তখন তারা দেখতে পেল যে কেন কেউ ওই বাড়ির প্রতি আগ্রহী নয়। বাড়িটি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি শহরে ভিন্ন একটি ঠিকানায় তালিকাভুক্ত ছিল, আর অনুসন্ধান করবার জন্য যে ফোন নম্বরটি দেওয়া ছিল সেটিও ছিল ভুল। কাজেই কেউই জানত না যে বাড়িটি সেই স্থানে রয়েছে! বাড়িটি গ্রামের একটি ছোট রাস্তার উপরে থাকায়, একটি গলির শেষ প্রান্তে থাকায় সেখানে কোনো যানজট ছিল না। যে দিন টিম বাড়িটি দেখেছিল সেই দিন পর্যন্ত বাড়িটির দাম ক্রমাগত কমে আসছিল। আশ্চর্য ব্যাপার। আমি টিমকে বলেছিলাম যে বাড়িটি কেবলমাত্র তার জন্যই লুক্কাইত ছিল! তিনি বাড়িটিকে পুনরায় রং করেছিল ও বাড়িটিতে দুটি কাজ করেছিল ও বাড়িটিকে ১৬০,০০০ ডলার দামে বিক্রি করেছিল।

আমার কন্যা এমি (Amy) ফেইত লাইফ চার্চে আরাধনা পরিচালনা করে। তার ও জেসন- এর পরিবারের সদস্য সংখ্যা চার থেকে বেড়ে পাঁচ হওয়াই তাদের একটি তুলনামূলক বড় বাড়ির প্রয়োজন ছিল। ২০১৭ সালের গ্রীষ্মকালে এখানে ওহাইওতে বেশ সস্তা দাম ছিল, এবং যেসব বাড়ি বিক্রয়ের জন্য তালিকাভুক্ত ছিল সেগুলি এক হপ্তার মধ্যে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। তাদের প্রত্যাশা মত আড়াই থেকে তিন লক্ষ ডলার মূল্যের মধ্যে, ৫ থেকে ১০ একর জমি সহ, বাড়ির মধ্যে জল সরবরাহ সমেত, একটি যথেষ্ট বড় বাড়ি কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। সেই গ্রীষ্মকালে সেই এলাকাতে ১ একর জমির উপর গোয়ালঘরগুলিও দু লক্ষ ডলারের অধিক মূল্যে বিক্রি হচ্ছিল। বেশ কিছু বাড়ি দেখবার জন্য ছুটোছুটি করবার পর, তারা গৃহ সন্ধান করা বন্ধ ও প্রার্থনা করেছিল। পথনির্দেশনার জন্য একটি বীজ বপন করে, তারা প্রভুকে বলেছিল, "আমরা এইভাবে খোঁজাখুজি করে করে খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের বাড়িটি কোথায় রয়েছে তা তুমি জানো, সঠিক সময়ে আমাদের সেই বাড়ি দেখাবার জন্য আমরা তোমার কাছে অনুরোধ করছি। আমরা আর অনলাইনে সন্ধান করব না, ও এই বাড়ির সম্পর্কে আমাদের জমি-বাড়ির এজেন্টের সাথে কথা বলব না!"

কিন্তু একরাতে একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটলো। তারা যখন বাড়িতে ঢুকলো, তখন তাদের কন্যা, সেই সময় ওর বয়স মাত্র চার বছর ছিল, সে বললো, "মা, এখন যাওয়ার সময়"। এমি তাকে প্রশ্ন করলো, "কী বলতে চাইছ তুমি?" তার চার বছরের শিশুকন্যা বললো, "এখন আমাদের সেই লম্বা সিঁড়ি দেওয়া বাড়িটিতে

যাওয়ার সময় যে সিঁড়িটি আমার ঘরে উঠে গেছে," এমি তাকে প্রশ্ন করলো, "কোন বাড়িটি? তুমি কি কোনো স্বপ্ন দেখেছ?" তার মেয়ে তাকে বললো যে হ্যাঁ, সে স্বপ্ন দেখেছে। সেই রাতের পর, তারা দুটি শিশুকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল, এমি তার মেয়ের সাথে হওয়া কথাবার্তাটিকে অগ্রাহ্য করতে পারে নি ও জেসনকে বলেছিল যে তাদের হয়ত অনলাইনে সন্ধান করা উচিত।

হ্যাঁ, সত্যিই তখনই একটি নিলামে বিক্রয়ের বাড়িকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, ১০ একর জমি সহ একটি দ্বিতল বাড়ি ও তার সামনে একটি হ্রদ রয়েছে। যদিও, তারা যে তিন লক্ষ ডলারের মধ্যে বাড়ি ক্রয় করবার জন্য বীজ বপন করেছিল, এই বাড়িটির মূল্য তার থেকে ২৬ হাজার ডলার বেশি। তারা এই যুক্তি দিল যে তারা তো কম দামের বিষয়ে দরাদরি করতেই পারে, কাজেই তারা তাদের জমি-বাড়ির দালালকে ফোন করলো। পরের দিন তাদের এজেন্ট ফ্লোরিডার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিল, কিন্তু তারা যদি সকাল ৯ টা নাগাদ সব কাজের আগে সাক্ষাত করতে পারে তাহলে সম্ভবত সেই এজেন্ট তাদেরকে সেই বাড়িটি দেখাতে পারবে। জেসন ও এমি বলেছিল যে তারা সেই স্থানে তাদের সাথে সাক্ষাত করবে।

সেই এজেন্টটি যদিও দেরী করে সেই বাড়িতে পৌঁছেছিল, কিন্তু বাড়িটিকে দেখে নিঁখুত বলেই মনে হয়েছিল। বাড়িটির সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল, ১০ একর জমি, এবং সামনে থাকা হ্রদ, সবকিছুকেই দেখে নিঁখুত বলে মনে হয়েছিল। উপরি পাওনাটি ছিল এই যে পুরো জায়গাটির চারিপাশে জঙ্গল দিয়ে ঘেরা ছিল; দৃশ্যটি অপূর্ব ছিল। তারা যখন বাড়িটির মধ্যে প্রবেশ করেছিল, তখন তাদের মেয়ে যখন প্রকান্ড সেই পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে ছুটে সোজা নিজের ঘরে প্রবেশ করলো, তখন সে উত্তেজনায় চিৎকার করছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে জেসন ও এমি বলেছিল যে তারা একটি প্রস্তাব দিতে চায়। যখন সেই এজেন্ট বাড়ির বিবরণগুলি পরীক্ষা করছিল, তখন সে দেখতে পেল যে সেই দিন দুপুরের মধ্যেই সকল অফার বা প্রস্তাবগুলি পৌঁছে দিতে হবে। সেই সময়টি হতে এক ঘন্টার কম সময় বাকি ছিল! তাদের চার বছরের শিশুটি যদি তাদেরকে তার স্বপ্নের কথা না জানাতো, এবং সেই রাতে তারা যদি অনলাইনে সন্ধান না করত, তাহলে এই বাড়িটি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারতো। তারা বাড়িটির নিলামের মূল্য অর্থাৎ ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ডলার প্রস্তাব করেছিল ও বাড়িটিকে পেয়েছিল। তারা অতি

আনন্দিত ছিল। যদিও বাড়িটির ছাদটির বেশ ভালোই অবস্থা ছিল, তবুও তদন্ত চলাকালীন, তদন্তকারী বলেছিল যে আনুমানিক পাঁচ বছরের মধ্যে ছাদটিকে বদলে ফেলতে হবে। জেসনের মাথায় একটি ফন্দি এসেছিল। সে মনে মনে ঠিক করলো যে যেহেতু কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ির ছাদটির কাজ করাতে হবে তাই সে ব্যাঙ্কের কাছে বাড়িটির মূল্যকে কমিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাবে। তাদের এজেন্ট তাদেরকে সেই চেষ্টাটুকুও করতে নিষেধ করেছিল। সে বলেছিল যে বাড়িটি "যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই" সেটিকে বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছিল, আর সে কখনই নিলামে বিক্রি হওয়া কোনো বাড়িতে ত্রুটি থাকবার কারণে ব্যাঙ্ককে দাম কমাতে দেখে নি। কিন্তু জেসন ও এমি তাদের আত্মায় ব্যাঙ্কের নিকট একটি আবেদন পত্র লিখে বাড়ির দাম কমাবার জন্য অনুরোধ করবার কথা তাদের আত্মায় অনুভব করেছিল। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, ব্যাঙ্ক তাদেরকে ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ডলারে বাড়িটি দিয়েছিল, অর্থাৎ তারা যে ৩ লক্ষ ডলার ব্যয় করবার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিল, তার থেকেও এই অঙ্কটি কম। তারা ঈশ্বরকে ঠিক যেভাবে অনুরোধ করেছিল তিনি ঠিক সেইভাবেই বাড়িটি এনেছিলেন। তারা যখন মূল্য নির্ধারণকারীকে বাড়িটির মূল্য কত হতে পারে বলে তিনি মনে করেন জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন সেই ব্যক্তি বলেছিল "৫ লক্ষ ডলার"। বন্ধু আমার, একেই বলে দ্বিগুন অংশ।

যেমনটা আপনি দেখতে পান, আপনার সকল সন্তানেরা ঈশ্বরের রাজ্যের জীবনশৈলী উপভোগ করছে। এমনকি, আমার কনিষ্ঠ সন্তান, কির্স্টেন, মাত্র ২০ বছর বয়সে, এই বছর, নগদ অর্থে তার প্রথম বাড়িটি কিনলো। কিভাবে? কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের আদলে চলতে হয় তারা সকলে সেটি জানে!

অধ্যায় ৮
দ্বিগুন অংশ

বাস্তবে বিশ্রামবারের বিশ্রাম কিভাবে কাজ করে ও আপনার নিজের জীবনের জন্য কিভাবে এর মধ্যে হাত দেওয়া সম্ভব এই বিষয়ে আমি আরেকটু অধিক প্রবেশ করতে চাই। আমরা যোবেলের বৎসরের আমাদের কাহিনীর মধ্যে ফিরে যেতে ও আমাদের আলোচ্য শাস্ত্রের অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই। সেখানে আমরা দেখি যে লোকেরা যখন প্রশ্ন করেছিল যে তিন বছর কোনো শষ্য ছাড়া কিভাবে তারা জীবিত থাকবে, তখন ঈশ্বরের উত্তরটি কি ছিল। প্রশ্নটি ভালো!

> *আর যদি তোমরা বল, দেখ, আমরা সপ্তম বৎসরে কি খাইব? দেখ, আমরা ত ক্ষেত্রে বপন করিব না, ও উৎপন্ন ফল সংগ্রহ করিব না; তবে আমি ষষ্ঠ বৎসরে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব; তাহাতে তিন বৎসরের জন্য শস্য উৎপন্ন হইবে। পরে অষ্টম বৎসরে তোমরা বপন করিবে, ও নবম বৎসর পর্য্যন্ত পুরাতন শস্য ভোজন করিবে; যাবৎ ফল না হয়, তাবৎ পুরাতন শস্য ভোজন করিবে।*
>
> -লেবীয় পুস্তক ২৫:২০-২২

এই শাস্ত্রাংশে আমরা দেখি যে, ষষ্ঠ বৎসরে যে বিপুল পরিমাণ শষ্য সংগ্রহ করা হত, তার কারণে যোবেলের বৎসর, এবং তার সাথে সাথে সেই বৎসরের পূর্বে যে বিশ্রামের বৎসর এই উভয় বৎসরে খাদ্য গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল, এক্ষেত্রে সেটি শেষ যোবেল বৎসরের পর থেকে আটচল্লিশতম বৎসর। সেই বিপুল পরিমাণ শষ্য উৎপাদন ছাড়া বিশ্রামবারের বিশ্রাম সম্ভব হত না। আরেকটি শাস্ত্রের অংশ

দেখা যাক, যেটি এই বিষয়টিকে আরো অধিক পরিস্কার করে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

> *আর প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহারা আপন আপন ভোজনশক্তি অনুসারে কুড়াইত, কিন্তু প্রখর রৌদ্র হইলে তাহা গলিয়া যাইত। পরে ষষ্ঠ দিনে তাহারা দ্বিগুণ খাদ্য, প্রতিজনের নিমিত্তে দুই দুই ওমর, কুড়াইল, আর মণ্ডলীর অধ্যক্ষেরা সকলে আসিয়া মোশিকে জ্ঞাত করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু তাহাই বলিয়াছিলেন; কল্য বিশ্রামপর্ব্ব, সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বিশ্রামবার; তোমাদের যাহা ভাজিবার ভাজ, ও যাহা পাক করিবার পাক কর; এবং যাহা অতিরিক্ত, তাহা প্রাতঃকালের জন্য তুলিয়া রাখ।*
>
> *তাহাতে তাহারা মোশির আজ্ঞানুসারে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহা রাখিল, তখন তাহাতে দুর্গন্ধ হইল না, কীটও জন্মিল না। পরে মোশি কহিলেন, অদ্য তোমরা ইহা ভোজন কর, কেননা অদ্য সদাপ্রভুর বিশ্রামবার; অদ্য মাঠে ইহা পাইবে না। তোমরা ছয় দিন তাহা কুড়াইবে, কিন্তু সপ্তম দিন বিশ্রামবার, সে দিন তাহা মিলিবে না।*
>
> *তথাচ সপ্তম দিনেও লোকদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা কুড়াইবার জন্য বাহির হইল; কিন্তু কিছুই পাইল না। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করিতে কত কাল অসম্মত থাকিবে? দেখ, সদাপ্রভুই তোমাদিগকে বিশ্রামবার দিয়াছেন, তাই তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের খাদ্য তোমাদিগকে দিয়া থাকেন; তোমরা প্রতিজন স্ব স্ব স্থানে থাক; সপ্তম দিনে কেহ নিজ স্থান হইতে বাহিরে না যাউক। তাহাতে লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিল।*
>
> -যাত্রাপুস্তক ১৬:২১-৩০

নিঃসদেহে, এই অনুচ্ছেদটি, সেই মান্নার সম্পর্কে বলছে যা মানুষের আহারের জন্য প্রতিদিন স্বর্গ থেকে পতিত হত ও এই কথা জানায় যে সপ্তম দিনে, অর্থাৎ বিশ্রামবারে সেই মান্না মিলবে না। তারা একদিনের জন্যও সেই খাদ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পারতো না, কারণ খাদ্য দ্রব্যটি অতি দ্রুত পঁচে যেত। কেবলমাত্র ষষ্ঠ

দিনে তারা সেই খাদ্য সংগ্রহ করতে পারতো ও এক রাতের জন্য বিনা পচনে সেই খাদ্যকে সংরক্ষিত করে রাখতে পারতো। প্রতিদিন কেন অতি দ্রুত মান্না পঁচে যেত সেই সম্পর্কিত একটি রোমাঞ্চকর পার্শ্বটিকা দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১৬ তে পাওয়া যায়।

যিনি তোমার পিতৃপুরুষদের অজ্ঞাত মান্না দ্বারা প্রান্তরে তোমাকে প্রতিপালন করিলেন; যেন তিনি তোমার ভাবী মঙ্গলার্থে তোমাকে নত করিতে ও তোমার পরীক্ষা করিতে পারেন

ঈশ্বর সেই জাতিকে তাদের আহারের জন্য প্রতিদিন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করবার জন্য প্রশিক্ষিত করছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাদের জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনের জন্যও তিনি সেই কাজটি করছিলেন। ঈশ্বর জানতেন যে তারা কেবলমাত্র খাদ্যের প্রয়োজনের অধিক দিকে অগ্রসর হচ্ছিল; অচিরেই তারা প্রাচীর ঘেরা নগর ও দৈত্যাকার মানুষদের সম্মুখীন হবে। সেই প্রকারের পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতি তাদের অবিচল ভরসাই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ হয়ে দাঁড়াবে।

আসুন যাত্রাপুস্তক ১৬:২৯ তে ফিরে যাই। এখানে আপনি পরিষ্কারভাবে দেখতে পান যে বিশ্রামপর্বের বিশ্রামটি কেবলমাত্র ষষ্ঠ দিনে তাদের প্রতি প্রদত্ত দ্বিগুন অংশের কারণেই সম্ভব হয়েছিল।

দেখ, সদাপ্রভুই তোমাদিগকে বিশ্রামবার দিয়াছেন, তাই তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের খাদ্য তোমাদিগকে দিয়া থাকেন; তোমরা প্রতিজন স্ব স্ব স্থানে থাক; সপ্তম দিনে কেহ নিজ স্থান হইতে বাহিরে না যাউক

আপনি কি এটি দেখলেন? বিশ্রামবারের বিশ্রাম কেবলমাত্র দ্বিগুন অংশের দ্বারা সম্ভবপর হয়েছিল। এটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আমি আপনাকে এই কথা লিখে নিতে বলব।

দ্বিগুন অংশ ব্যতীত বিশ্রামবারের বিশ্রাম অসম্ভব!

আমি এটিকে একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে রাখছি। আপনার নিকট যথেষ্টের অধিক না থাকলে, পৃথিবীর ছুটে বেড়ানো ও ঘাম ঝরাবার অভিশাপের প্রথা থেকে আপনি কখনই বিশ্রাম পাবেন না। ড্রেনডা ও আমি যেখানেই যাই না কেন লোকেদের বলি যে, "আপনারা যদি অর্থের সমস্যার সমাধান না করেন, তাহলে কখনই আপনারা নিজেদের গন্তব্য খুঁজে পাবেন না!" কেন? কারণ প্রয়োজনের অধিক

না থাকলে, আপনার বিকল্প থাকবে না, এবং আপনি আপনার সমগ্র জীবনব্যাপী টিঁকে থাকবার দাস হয়ে থাকবেন।

স্মরণ রাখবেন, আগের একটি অধ্যায়ে আমরা দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১১-১৩ -এ অব্রাহমের আশীর্বাদের লাভগুলির কথা পাঠ করেছিলাম। সেখানে আমরা পরিষ্কারভাবে দেখেছিলাম যে টিঁকে থাকবার জীবনযাপন করা আপনার অদৃষ্ট নয়! আপনি যদি ভুলে গিয়ে থাকেন, তাহলে আরেকটিবার সেটিকে দেখা যাক।

> *'আর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে দিব্য করিয়াছেন, সেই দেশে তিনি মঙ্গলার্থেই তোমার শরীরের ফলে, তোমার পশুর ফলে ও তোমার ভূমির ফলে তোমাকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবেন।*
>
> *যথাকালে তোমার ভূমির জন্য বৃষ্টি দিতে ও তোমার হস্তের সমস্ত কর্ম্মে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু আপনার আকাশরূপ মঙ্গল-ভাণ্ডার খুলিয়া দিবেন; এবং তুমি অনেক জাতিকে ঋণ দিবে, কিন্তু আপনি ঋণ লইবে না। আর সদাপ্রভু তোমাকে মস্তকস্বরূপ করিবেন, পুচ্ছস্বরূপ করিবেন না; তুমি অবনত না হইয়া কেবল উন্নত হইবে; কেবল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর এই যে সকল আজ্ঞা যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে আমি তোমাকে অদ্য আদেশ করিতেছি, এই সকলেতে কর্ণপাত করিতে হইবে; '*
>
> -দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১১-১৩

দরিদ্রতা, টিঁকে থাকা, দেউলিয়া এইগুলি আপনার আহ্বান নয়। আপনার ঋণ প্রদানকারী হওয়ার কথা ঋণগ্রাহী নয়, মস্তক হওয়ার কথা পুচ্ছ নয়! ঈশ্বরের রাজ্য এমনই সমৃদ্ধ। এটিই হলো বিশ্রামপর্বের বিশ্রাম, প্রয়োজনের অধিক, দ্বিগুন অংশ!

আমি জানি আপনি এখন কী ভাবছেন, "বাছা, সে তো ভালোই হবে, গ্যারি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার জীবন মোটেই সেই রকম নয়।" তাতে কোনো সমস্যা নেই, আমরা পেছনের দিকে তাকাচ্ছি না, কিন্তু ঈশ্বর যা বলেন আমরা সেইদিকে দৃষ্টি দিচ্ছি, এবং আমাদের সম্পর্কে ঈশ্বরের রাজ্য যা কিছু বলে সেটি প্রত্যাশা করছি। আমাদের জীবনের রূপটি কেমন হওয়ার কথা সেটি না জেনে, একটি যথাযত চিত্র না থাকলে, আমরা ফন্দি ও জালের এবং পৃথিবীর অভিশাপের বিকৃত

প্রথার মধ্যে পতিত হব। আমাদের পরিস্থিতির মধ্যে নয়, বরং ঈশ্বর যা বলেন সেটির সাথে একমত হয়ে থাকাকে বিশ্বাস বলা হয়।

ঈশ্বর কিভাবে ড্রেনডা ও আমাকে দ্বিগুন অংশের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে কথা বলবার পূর্বে, আমি আপনাকে নুতন নিয়ম থেকে একটি কাহিনী বলতে চাই, যে কাহিনীটি দ্বিগুন অংশ বিষয়ক নুতন নিয়মের সর্ববৃহৎ কাহিনী বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি আপনাকে যে গল্পটি বলতে চাই সেটি এমন একটি কাহিনী যেটি পূর্বে বহুবার আপনি শুনেছেন ঠিকই, কিন্তু সম্ভবত দ্বিগুন অংশ অথবা এখন ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক যে ধারণা আপনার রয়েছে সে প্রসঙ্গে কাহিনীটি আপনি শোনেন নি। কাহিনীটি আমরা লুক ১৫ অধ্যায়ে দেখতে পাই, অপব্যয়ী পুত্রের কাহিনী। আমার সাথে থাকুন।

আমাদের পরিস্থিতির মধ্যে নয়, বরং ঈশ্বর যা বলেন সেটির সাথে একমত হয়ে থাকাকে বিশ্বাস বলা হয়

আমি জানি আপনি কাহিনীটি আগেও পাঠ করেছেন, কিন্তু নতুন অন্তর্দৃষ্টি সহকারে একসাথে এই কাহিনীটি পাঠ করা যাক।

আর তিনি কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ আপন পিতাকে কহিল, পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তাহা আমাকে দেও। তাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে ধন বিভাগ করিয়া দিলেন। অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র করিয়া লইয়া দূরদেশে চলিয়া গেল, আর তথায় সে অনাচারে নিজ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। সে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলে পর সেই দেশে ভারী আকাল হইল, তাহাতে সে কষ্টে পড়িতে লাগিল। তখন সে গিয়া সেই দেশের এক জন গৃহস্থের আশ্রয় লইল; আর সে তাহাকে শূকর চরাইবার জন্য আপনার মাঠে পাঠাইয়া দিল; তখন, শূকরে যে শুঁটী খাইত, তাহা দিয়া সে উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা করিত, আর কেহই তাহাকে দিত না।

কিন্তু চেতনা পাইলে সে বলিল, আমার পিতার কত মজুর বেশী বেশী খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার

সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি; আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই; তোমার এক জন মজুরের মত আমাকে রাখ। পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল।

সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন, ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন। তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই।

কিন্তু পিতা আপন দাসদিগকে বলিলেন, শীঘ্র করিয়া সব চেয়ে ভাল কাপড়খানি আন, আর ইহাকে পরাইয়া দেও, এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দেও ও পায়ে জুতা দেও; আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী আনিয়া মার; আমরা ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি; কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল। তাহাতে তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল।

তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল; পরে সে আসিতে আসিতে যখন বাটীর নিকটে পঁহুছিল, তখন বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। আর সে এক জন দাসকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সকল কি? সে তাহাকে বলিল, তোমার ভাই আসিয়াছে, এবং তোমার পিতা হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী মারিয়াছেন, কেননা তিনি তাহাকে সুস্থ পাইয়াছেন।

তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, ভিতরে যাইতে চাহিল না; তখন তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উত্তর করিয়া পিতাকে কহিল, দেখ, এত বৎসর আমি তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, কখনও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই, তথাপি আমাকে কখনও একটী ছাগবৎস দেও নাই, যেন আমি নিজ মিত্রগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারি; কিন্তু তোমার এই যে পুত্র বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন খাইয়া ফেলিয়াছে, সে যখন আসিল, তাহারই জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী মারিলে।

তিনি তাহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা যাহা আমার, সকলই তোমার। কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও

আনন্দ করা উচিত হইয়াছে, কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।

-লুক ১৫:১১-৩২

এই কাহিনীতে আমরা দেখি যে কনিষ্ঠ পুত্র পিতার সম্পত্তিতে নিজের অংশ নিয়ে গৃহত্যাগী হয়। এটি এই কাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ কারণ এটি তার অধিকারের অংশের দিকে ইঙ্গিত দেয়। তাই মনে রাখবেন যে এই কনিষ্ঠপুত্রটি ইতিমধ্যেই তার অধিকারের অংশটি পেয়ে গিয়েছিল; সে সম্পত্তিতে আর কোনো দাবি করতে পারে না।

কনিষ্ঠ আপন পিতাকে কহিল, পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তাহা আমাকে দেও। তাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে ধন বিভাগ করিয়া দিলেন।

এরপর এই কাহিনীটি আমাদের বলে যে সেই কনিষ্ঠ পুত্র কোথায় চলে গিয়েছিল: দুরদেশে। আপনার পক্ষে এই কথা বোধগম্য করাটি গুরুত্বপূর্ণ যে কনিষ্ঠ পুত্র তার পিতার গৃহ ত্যাগ করেছিল, যেটি এই দিকে ইঙ্গিত দেয় যে সে তার সরবরাহ, তার সুরক্ষা, এবং যে দেশে তার পিতার গৃহটি ছিল সেই দেশের আইনগুলিকে পেছনে ফেলে এসেছিল। সে একটি দুরদেশে পাড়ি দিয়েছিল, যে দেশটিতে ভিন্ন রীতিনীতি ও ভিন্ন জীবনশৈলী ছিল। আমি নিশ্চিত যে এই যুবক পুত্রটি যা করছিল সেই বিষয়ে সত্যিই তার কোনো ধারণা ছিল না। যখন সে পিতার গৃহে ছিল তখন সে একজন পুত্র হওয়ার সুবিধাগুলি ভোগ করেছিল। সে যখন সেখানে থাকত তখন তার পিতার যা কিছু ছিল সেই সকলকিছু তার প্রতিও প্রাপ্তিসাধ্য ছিল। কিন্তু কিছু কারণের জন্য, তার মনে হয়েছিল সে কিছু একটা পাচ্ছে না, অন্য কোনো স্থানে এমন কোনো সুযোগ রয়েছে যেগুলি থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে।

আপনি যদি এরই মধ্যে কাহিনীটিকে বুঝতে না পেরে থাকেন, তাহলে বলি, বাস্তবে, যীশু আমাদেরকে মানবজাতির কাহিনী, আদমের কাহিনী বলছেন। এই কাহিনীতে আদম হলো সেই কনিষ্ঠ পুত্র যে তার পিতার গৃহ ত্যাগ করেছিল। আদমের মনে হয়েছিল যে ঈশ্বরের, তার পিতার পরিচর্যা করে চলার চাইতে

অন্য কোথাও তার একটি আরো ভালো ভবিষ্যত রয়েছে। আমি জানি আপনি কী ভাবছেন, "বেশ তো, আদম যদি কনিষ্ঠ পুত্র হয়ে থাকে, তাহলে যে কাহিনীটি বলা হচ্ছে তার মধ্যে জ্যৈষ্ঠ পুত্রটি কে?" আমি এই আলোচনার শেষে এই প্রশ্নের উত্তর দেব, কিন্তু এখন, এইটুকুই স্মরণ রাখুন যে আদম সেই কনিষ্ঠ পুত্র যে গৃহত্যাগ করেছিল।

যদিও আদম ও হবার সবকিছুই ছিল, কিন্তু তারা প্রতারিত হয়ে এই কথাতে বিশ্বাস করেছিল যে তাদের পিতার গৃহে থাকবার চাইতে অন্য কোনো স্থানে অধিক কিছু রয়েছে। যখন আদম তার পিতার গৃহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো ও গৃহ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, তখন সে একটি নতুন পরিচালন ব্যবস্থার, একটি নতুন কার্যনীতি সম্বলিত একটি নতুন রাজ্যের অধীনে এল। বাইবেল সেই রাজ্যকে অন্ধকারের রাজ্য বলে, যা শয়তান কর্তৃক শাসিত। আমি নিশ্চিত আদম এই নতুন রাজ্যের দরিদ্রতা ও অসহায়তার দ্বারা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। প্রথমদিকে, সবকিছু দারুন বলে মনে হয়েছিল। যতক্ষণ তার নিকট অর্থ ছিল, ততক্ষণ সেটি কেবলমাত্র একটি বিরাট পার্টি বা প্রমোদ উৎসবের ন্যায় ছিল! কিন্তু যখন সে উপলব্ধি করতে পারলো যে সে একটি ভুল করে ফেলেছে, ততক্ষণ অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। তারপর, যখন তার সম্পত্তির অপব্যয় হয়ে গেল, তখন সে নিজেকে পরাজিত দেখল। একসময়, তার যে মনের মধ্যে দর্শন পরিপূর্ণ ছিল, সেই মনটিই তখন জীবিত থাকবার জন্য দৈনিক কাজের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েছিল। আগামীকাল বলে কিছুই থাকবে না। সবসময় আজ থাকবে আর সেই আজ-এর মধ্যে কোনো প্রতিজ্ঞা নেই।

অল্প দিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র করিয়া লইয়া দূরদেশে চলিয়া গেল, আর তথায় সে অনাচারে নিজ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল

তারপর সেই কনিষ্ঠ পুত্রটি নিজেকে এমন একটি রাজ্যের মধ্যে দেখতে পেল যেটি সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছিল, সেটি এমন একটি রাজ্য যেটি ক্রমাগত চরম দুর্ভিক্ষের অবস্থায় টিঁকে থাকে। সেই পুত্রটি যা দেখছে – মানুষ ক্ষুধায় মারা পড়ছে—সেটির সাথে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। অত সমৃদ্ধ একটি পরিবার থেকে আসবার ফলে, সে যা দেখে সেগুলির বিষয়ে চিন্তা করবার ফলে

তার মনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার উদরে যে ক্ষুধা বেদনার সৃষ্টি করে সেটি তাকে মনে করিয়ে দেয় যে সে যা দেখে সেটি বাস্তব। বেঁচে থাকবার জন্য, সে এখন রাস্তায় ভিক্ষা করবার জন্য নিজেকে বাধ্য করে। অন্ধকারের রাজ্যে, ভূমি কেবলমাত্র কন্টক ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করে, আর সেটুকু উৎপাদন করবার জন্যও যন্ত্রণাপূর্ণ পরিশ্রম করা ও ঘাম ঝরানো আবশ্যিক। খুব অভাবে পড়ে, সেই পুত্রটিকে কেউ যাতে সাহায্য করে সেই কারণে সে ভিক্ষা করে। কিন্তু প্রত্যেকের অবস্থায় একইরকম। কেউই তাকে বেশি কিছু দেবে না কারণ তার মতই বাকি সকলেও সেই একই চরম দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করছে।

এখানে সেই কনিষ্ঠ পুত্রটির জন্য একটি চরম মুহূর্তের আগমন ঘটলো, যেটি এমন একটি পরিবর্তন যা আপনাকে ও আমাকে এবং সমগ্র মানবজাতিকে প্রভাবিত করেছে। তার সম্পূর্ণ জীবৎকালের মধ্যে এই প্রথমবার, সেই কনিষ্ঠ পুত্রটি, একজন বেতনভুক, যে কায়িক পরিশ্রম করে, তেমন একজন ভৃত্য হওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করে। এটি তার ব্যক্তি-পরিচয় ও বাস্তবে সে কে তার একটি পুরোদস্তুর বিকৃতি। এখন সে আর একজন সমাদর ও সম্পদশালী অতি সম্মানীয় ব্যক্তির পুত্র নয়, এখন সে একজন দরওয়ান, বা একজন কসাই, বা একটি জমি-বাড়ির দালাল, বা পত্রবাহক, এবং আরো অনেক কিছু হতে পারে। সে কে এখন সেটি তার পরিচয় নয়, বরং সে কোন্ কাজ করে তার পরিচিতি সেটাই। সে তার পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে! তার পরিচয়ের ক্ষতিটিকে আরো অধিক তুলে ধরবার জন্য, যীশু বলেন যে, সে এতই মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে সে শুকরদের খাওয়ানোর কাজ নিয়েছিল। যিহুদীদের পক্ষে শুকরকে অশুচি বলে গণ্য করা হত, এবং যীশু জনতাকে বলেন যে কনিষ্ঠ এই পুত্রটি এতটাই মরিয়া হয়ে পড়েছিল যে তার জীবনের যে কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে বিষয়ে সে বিবেচনা করে নি। এখন সে লজ্জা ও অবজ্ঞার জীবনযাপন করে। একদা সে যে রাজকীয়তা ভোগ করেছিল এখন সেটি একটি সুদুর অতীতের স্মৃতি।

> *সে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলে পর সেই দেশে ভারী আকাল হইল, তাহাতে সে কষ্টে পড়িতে লাগিল। তখন সে গিয়া সেই দেশের এক জন গৃহস্থের আশ্রয় লইল; আর সে তাহাকে শূকর চরাইবার জন্য আপনার*

মাঠে পাঠাইয়া দিল; তখন, শূকরে যে শুঁটী খাইত, তাহা দিয়া সে উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা করিত, আর কেহই তাহাকে দিত না।

আমি আশা করি আপনি এই কাহিনী ও আজকের মানবজাতির মধ্যকার মিলটি দেখছেন। যখন দুজন ব্যক্তি একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে, তখন তারা কী বলে? “আপনি পেশা হিসাবে কী করেন?” বা “আপনি কোথায় কাজ করেন?” বা “আপনি কী করেন?” আপনি যখন কাউকে প্রশ্ন করেন যে সেই ব্যক্তি কে, তখন তারা যে কাজটি করে সাধারনত তারা আপনাকে সেটাই বলবে। কেন? কারণ পৃথিবীর অভিশাপের প্রথাতে, আমরা সকলে নিজেদের পরিচয় খুইয়েছি, এবং সেই পরিচয় খোঁজার জন্য আমরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছি। যে ব্যক্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও যার গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে হয়, আমরা তেমন যে কোনো ব্যক্তির নকল করি। এই সবকিছুই পিতার গৃহ ত্যাগ করবার আদমের সিদ্ধান্তের কারণে হয়েছিল। আমাদের টিঁকে থাকবার মনোভাবে, আমরা নিজেদের আসল পরিচয়ের বিষয়ে বিবেচনা করি না। কিন্তু সাহসী হোন, আমাদের কাহিনীর এই কনিষ্ঠ পুত্রটি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে থাকে নি; এবং যেহেতু আমরা এই কাহিনীটির অনুসরণ করি, তাই আশা করি যে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আপনারও ওই অবস্থায় থাকবার প্রয়োজন নেই।

বাইবেল বলে যে একদিন এই যুবক পুত্রটি সম্বিত ফিরে পায় ও স্মরণ করে যে তার পিতার গৃহে ভৃত্যরাও যতটা আহার করতে পারে তার তুলনায় অধিক পেয়ে থাকে। আমি কল্পনা করতে পারি যে সেই পুত্রটির চরম ক্ষুধার সময়ে, এক সময় সে যে সকল সুখাদ্য উপভোগ করত সেইগুলির কথা মনে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আমার হ্যারল্ড কাকা একটি B-17 যুদ্ধ বিমানের বেতার নাবিক ছিলেন। তিনি একজন কৃষক সম্প্রদায় ও কৃষক পরিবারের লোক। প্রতি রবিবার তার মা মুরগীর ভাজা মাংস, সেদ্দ আলুর মন্ড, বাড়িতে তৈরী হাতরুটি, সবুজ বীন বা মটরশুটি, ও আরো অনেক সুস্বাদু সবজি সম্বলিত একটি বড়সর ধরণের খাদ্য পরিবেশন করতেন। এছাড়া, শেষপাতে সবসময় বাড়িতে তৈরী বড়া বা কেক তো থাকতই। সেই খাদ্যগুলি যে কত সুস্বাদু হত আমি তা ভালো করেই জানি কারণ তার মা আমার ঠাকুরমা ছিলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন আমার কাকার বিমানটিকে জার্মানীর আকাশসীমায় গুলি করে নামিয়ে আনা হয়, এবং তিনি অনেক মাস একটি জার্মান বন্দী শিবিরে কাটিয়েছিলেন। খাদ্য ছিল না বললেই চলে। একদিন আমি আমার কাকাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি ওই দিনগুলিতে কিভাবে বেঁচে ছিলেন, এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে সেই দিনগুলিতে তিনি কেবলমাত্র তার মায়ের হাতের তৈরী ভাজা মুরগীর মাংস ও সেদ্ধ আলু মাখার কথাই ভাবতে পারতেন। আমি নিশ্চিত এই কনিষ্ঠ পুত্রটির সেই একইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল ও সে যেটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল সেটি উপলব্ধি করেছিল। কিন্তু যেহেতু এরই মধ্যে তার পিতার সম্পত্তিতে তার প্রাপ্য অংশ সে পেয়ে গিয়েছিল, তাই পিতার সম্পত্তিতে তার আর কোনো দাবি থাকতে পারে না। তাই সে মনে মনে একটি পরিকল্পনা করেছিল। সে বাড়ি যাবে ও তাকে একজন দাসের ন্যায় রাখবার জন্য তার পিতাকে সাধ্যসাধনা করবে। তার চিন্তাতে, একজন বেতনভুক ব্যক্তিরূপে কাজ করাই ছিল, তার একমাত্র উপায়।

> *কিন্তু চেতনা পাইলে সে বলিল, আমার পিতার কত মজুর বেশী বেশী খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি; আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই; তোমার এক জন মজুরের মত আমাকে রাখ। পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল।*

কাজেই সে তার পরিকল্পনা নিয়ে ও শয়ন করবার মত একটি স্থান ও খাওয়ার মত খাদ্যের বিনিময়ে কাজ করবার একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য তার পিতাকে অনুনয় বিনয় করবার উদ্দেশ্যে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হয়। কিন্তু বাইবেল এই কাহিনীর একটি আশ্চর্যজনক ফলাফলের কথা বলে। সে যখন বাড়ির কাছাকাছি পৌছায়, তখন দূর হতে তার পিতা তাকে দেখেন ও তার সাথে সাক্ষাত করবার জন্য দৌড়ে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করেন। এইখান থেকে এই কাহিনীটির নাম পিতার ভালবাসার কাহিনী দেওয়া উচিত কারণ যদিও সেই কনিষ্ঠ পুত্র শুকরের বিষ্টার দ্বারা আবৃত ছিল তা সত্ত্বেও পিতা তাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। যীশুর

শ্রোতারা জানত যে সেই আলিঙ্গন সেই পিতাকে আত্মিকভাবে অশুচি করবে। কিন্তু এই পিতাটি স্বেচ্ছায় তার পুত্রের কারণে অশুচি হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি তার কাছে যে সেরা কাপড়টি রয়েছে সেটি আনতে বলেন ও তার পুত্রের মলিনতা আচ্ছাদন করবার জন্য তার গায়ের উপর সেটি চাপিয়ে দেন। তিনি তার কর্তৃত্বের পরিচয়বাহী মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরীটি নেন ও তার পুত্রের অঙ্গুলিতে সেটি পড়িয়ে দেন। তিনি তাকে পরিধান করতে দেওয়ার জন্য পাদুকা দেন, যেটি ইঙ্গিত দেয় যে সমগ্র সম্পত্তির উপর পুনরায় সেই কনিষ্ঠ পুত্রের অধিকার রয়েছে। কিন্তু পিতা তার কনিষ্ঠ পুত্রকে সবশেষ যে বস্তুটি প্রদান করেন সেটিই তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পিতা তার পুত্রের প্রত্যাবর্তনের কারণে হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটিকে আনতে ও সেটিকে মেরে সেটির মাংস পরিবেশন করতে বলেন। অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, কনিষ্ঠ পুত্রটিকে একজন সন্তান হওয়ার স্থান ও সুবিধাগুলিকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে, সর্বসম্মুখে ও মুক্তভাবে একজন পুত্ররূপে সমাদর করা হয়েছে, এবং বাড়ির ছেলেরূপে তাকে তার পূর্বের অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

বেশ, দ্বিগুন অংশের সাথে এই সবকিছুর কোন সম্পর্ক রয়েছে? সবটাই। কনিষ্ঠ পুত্রের গৃহত্যাগী হওয়া ও পুনরায় ফিরে আসবার ঘটনাটি যে ইঙ্গিত বহন করে ও আমি এখন যা বলব যীশুর যিহুদী রীতিনীতির সাথে অভ্যস্ত শ্রোতারা যাতে সেটি বুঝতে পারে, সেই কারণে যীশু এই কাহিনীটিকে ব্যবহার করেছিলেন। যিহুদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিজে থেকেই দ্বিগুন অংশ প্রাপ্ত করত। আপনি নিশ্চয় স্মরণ করতে পারছেন যে জ্যেষ্ঠ পুত্রটি গৃহত্যাগী হয় নি, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রই গৃহত্যাগ করেছিল ও ফিরে এসেছিল। আপনি এও স্মরণ করতে পারেন যে সে যখন চলে গিয়েছিল, তখন সে সম্পত্তিতে তার বৈধ অংশ, তার বৈধ ভাগটি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। এরপর সেই সম্পত্তিতে বা তার মধ্যকার কোনো কিছুতে তার আর কোনো দাবি ছিল না। কিন্তু যখন সেই কনিষ্ঠ পুত্রটি ফিরে এসেছিল ও পিতা তাকে পুত্ররূপে পুনঃস্থাপিত করেছিলেন, এবং বিশেষ করে তিনি যখন তার প্রত্যাবর্তনকে উদযাপন করবার উদ্দেশ্যে হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটিকে দিয়েছিলেন, তখন জ্যেষ্ঠ পুত্রটি ক্রুদ্ধ হয়েছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের মনের মধ্যে, সেই বাছুরটি তার সম্পত্তিরূপে ছিল, কারণ সেটি সম্পত্তির মধ্যে তার অংশ ছিল।

কাজেই এখানেই মূল বিষয়টি রয়েছে। যদিও কনিষ্ঠ পুত্রটি এরই মধ্যে তার প্রাপ্য অংশটি প্রাপ্ত করেছিল, তবুও তাকে পুত্ররূপে পুনঃস্থাপিত করা হয়েছিল ও এরপর সে দ্বিতীয় অংশটি ভোগ করছিল। এর অর্থ এই যে বাস্তবে সে সম্পত্তির মধ্যে দ্বিগুন অংশ পেয়েছিল। জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি মোটেই ন্যায়সঙ্গত ছিল না, এবং ক্রোধের বশে, সে তার পিতাকে সেই কথা বলে। সে দাবি করে যে এত বছর ধরে সে তার পিতার জন্য পরিশ্রম করবার বিষয়ে সে তার প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছে কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রটি পরিবারের মানহানি ব্যতীত আর কিছুই করে নি। তাহলে কেনই বা সে দ্বিগুন অংশ প্রাপ্ত করবে?

তাহলে সেটি কি ন্যায্য ছিল? পৃথিবীর যন্ত্রনাদায়ক শ্রম ও ঘাম ঝরাবার অভিশাপের প্রথার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আমরা সকলেই বলব যে সেটি ন্যায্য নয়। সম্ভবত আমরা জ্যৈষ্ঠ পুত্রের পক্ষাবলম্বন করব যে বিশ্বস্তভাবে পরিশ্রম করেছিল এবং তার পিতার জন্য সে যা করেছিল তার উপরে ভিত্তি করে সে তার প্রতি অবিচার হয়েছে বলে দাবি করতে পারে।

কিন্তু কোনটি ন্যায্য সেটি আমরা কীসের উপর ভিত্তি করে বিচার করি? পিতাই কি সেই ব্যক্তি নন যিনি কার প্রতি অনুগ্রহ করবেন সেই সিদ্ধান্ত নেবেন? আমাদের সকলের যে পৃথিবীর অভিশাপের প্রশিক্ষণ রয়েছে সেটি নির্দেশ করবে যে পিতা যদি তার কনিষ্ঠ পুত্রকে সম্পত্তির আরেকটি অংশ প্রদান করেন, তাহলে জ্যৈষ্ঠ পুত্রটিকে অল্প সম্পত্তি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। পিতা এতই ধনবান যে তার দাসেদেরও প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক রয়েছে।

শয়তান চায় না যে আমাদের ঈশ্বর কত মহান বা প্রকৃতপক্ষে আপনি কে সেটি আপনি জানুন। সে শুরু থেকেই আমাদের পিতার সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে এসেছে। বীমা যোজনাগুলি দাবি করে যে যখন বিপর্যয় আঘাত হানে তখন সেগুলি ঈশ্বরের একটি কাজ। ধর্মীয় সংস্থাগুলি দাবি করে থাকে যে ঈশ্বর দরিদ্রতার শপথে প্রীত হন। মানুষ দাবি করে যে ভালো মানুষদের প্রতি ঈশ্বর অমঙ্গল করেন। পাছে আপনি সম্বিত ফিরে পান ও আপনার সকল অন্তঃকরণ সহকারে ঈশ্বরের নিকট ফিরে আসেন, তাই শয়তান আপনাকে আপনার আসল পরিচয়ের বিষয়ে অন্ধ করে রাখে। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে যখন আপনি তাঁর প্রতি ফেরেন, তখন এই কাহিনীটিতে কনিষ্ঠ পুত্রটিকে যার দ্বারা স্বাগত জানানো হয়েছিল, আপনিও সেই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন।

আচ্ছা বলুন তো “বড় পুত্রটি কে?” দেখি আপনি সেটি বুঝতে পেরেছেন কিনা।

তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল; পরে সে আসিতে আসিতে যখন বাটীর নিকটে পঁহুছিল, তখন বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। আর সে এক জন দাসকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সকল কি? সে তাহাকে বলিল, তোমার ভাই আসিয়াছে, এবং তোমার পিতা হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী মারিয়াছেন, কেননা তিনি তাহাকে সুস্থ পাইয়াছেন।

তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, ভিতরে যাইতে চাহিল না; তখন তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উত্তর করিয়া পিতাকে কহিল, দেখ, এত বৎসর আমি তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, কখনও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই, তথাপি আমাকে কখনও একটী ছাগবৎস দেও নাই, যেন আমি নিজ মিত্রগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারি; কিন্তু তোমার এই যে পুত্র বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন খাইয়া ফেলিয়াছে, সে যখন আসিল, তাহারই জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটী মারিলে।

তিনি তাহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা যাহা আমার, সকলই তোমার। কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা উচিত হইয়াছে, কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।

জ্যৈষ্ঠ পুত্রটি বলে যে এই সবকটি বছর ধরে সে তার পিতার নিমিত্ত দাস্যকর্ম করে এসেছে, কিন্তু তারপরেও তার পিতা তাকে তার বন্ধুদের সাথে আমোদ প্রমোদ করবার জন্য একটিও ছাগবৎস দেন নি। সে যে কথা বলছে আমি সেটির ব্যাখ্যা করছি। “পিতা, তুমি অন্যায়ী!” কিন্তু উত্তরে পিতা যা বলেন সেটি লক্ষ্য করুন।

শয়তান চায় না যে আমাদের ঈশ্বর কত মহান বা প্রকৃতপক্ষে আপনি কে সেটি আপনি জানুন

“তুমি সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা যাহা আমার, সকলই তোমার।” থামুন!!!!

এখন, আপনি কি বুঝতে পারেন যে জ্যেষ্ঠ পুত্রটি কে? আসলে জ্যেষ্ঠ পুত্রটি তার পিতার মঙ্গলভাব উপভোগ করবার জন্য আত্ম-ধার্মিকতার ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তার পিতার জন্য দাস্যকর্ম করতে অতি ব্যস্ত ছিল। পিতার নিকট যা কিছু ছিল সেই সবকিছুই প্রথম থেকে তার ছিল।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রটি প্রথম নিয়মের ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথম পুত্রটি কখনই তার পিতার গৃহের সুযোগগুলির কখনই ভোগ করতে পারে নি কারণ সে তার পিতার অনুমোদনের নিমিত্ত অতি ব্যস্ত ছিল। যদিও জ্যেষ্ঠ পুত্রটির দ্বিগুন অংশের উপরে অধিকার ছিল, কিন্তু বাস্তবে একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রটিই সেটিকে উপভোগ করেছিল।

আপনি সেই কনিষ্ঠ পুত্র!

আপনার নিকট দ্বিগুন অংশ রয়েছে। আপনি সেই পুত্র যাকে তার কাজের উপরে ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয় নি কিন্তু খ্রীষ্টে আপনার পরিচয়ের উপরে ভিত্তি করে করা হয়েছে – ঈশ্বরের একজন পুত্র বা কন্যা, এমন একটি সম্পত্তি উপভোগ করছেন যার জন্য আপনাকে কর্ম করতে হয় নি বরং আপনার পিতার নিকট হতে বিনামূল্যে প্রাপ্ত করেছেন।

অধ্যায় ৯

প্রয়োজনের অধিক!

আমি বুঝি হয়ত আপনি এই অধ্যায়ের শিরোনামের বিষয়ে সন্দিহান, কিন্তু আপনি এই দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন, প্রয়োজনের অধিক। যেহেতু আমি আপনাকে সাম্প্রতিকতম, আধুনিক অর্থ উপার্জনের পন্থা দেখাচ্ছি সেই কারণে নয়, বরং ঈশ্বরের একজন সন্তানরূপে আপনার পিতার গৃহের মঙ্গল ও সমৃদ্ধি ভোগ করবার বৈধ অধিকার আপনার রয়েছে। দ্বিগুন অংশের ধারণাটি, অর্থাৎ প্রয়োজনের অধিক থাকা, আপনার জীবনে এই মুহুর্তে আপনি নিজেকে যে অবস্থায় দেখতে পান, সেখানে দাঁড়িয়ে সেটিকে কল্পনা করা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেই স্থান থেকেই আপনার মুক্তির যাত্রা শুরু করবার প্রয়োজন- আপনার চিন্তার মধ্যে। আপনার ভাবনা যদি ঈশ্বরের বাক্যের সাথে একমত না হয়, তাহলে কখনই আপনি তাঁর সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন না। সুতরাং আপনার আশেপাশে আপনি যা দেখেন সেখান থেকে আপনার চক্ষু উন্মীলিত করুন ও ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে আপনার যা কিছু রয়েছে বলে তিনি বলেন সেগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করুন। ঈশ্বর যা কিছু বলছেন যেহেতু সেগুলি আপনার জীবনে আপনি দেখতে পান না সেই কারণে তাঁর কথার বিরোধিতা করা বন্ধ করুন। তার পরিবর্তে বরং এই কথা বিশ্বাস করে ঈশ্বরের বাক্যের সাহায্যে, আপনার পরিস্থিতির সাথে বিবাদ করা শুরু করুন

এই মুহুর্তে আপনি নিজেকে যে অবস্থায় দেখতে পান, সেখানে দাঁড়িয়ে সেটিকে কল্পনা করা অসম্ভব বলে মনে হতে পারে কিন্তু সেই স্থান থেকেই আপনার মুক্তির যাত্রা শুরু করবার প্রয়োজন- আপনার চিন্তার মধ্যে

যে, ঈশ্বর যা কিছু আপনার বলে বলেন, সেই অনুসারে সেই সকল পরিস্থিতিকে এক সুত্রে আবদ্ধ হতে হবে। আমি আপনার মতই এমন একজন লোক যে সেই কাজগুলিই করেছিল যা এখন আমি আপনাকে করতে বলছি। ঈশ্বর যা বলেন তাতে বিশ্বাস করুন! ঈশ্বরের বাক্য ব্যর্থ হতে পারে না, ও সেটি যেকোনো পরিস্থিতিতে একটি পরিবর্তন সাধন করতে পারে। যেমন ধরুন আমার কাছে এমন একজন শ্রোতার ইমেইল রয়েছে যিনি সন্ধিহান ছিলেন যে, তিনি সবকিছু শুনেছেন নাকি শোনেন নি?

"আমি আমার ২২ বছরের সংগ্রামকে যত কম সংখ্যক বাক্যে বলা সম্ভব বলবার চেষ্টা করব। আমার স্বামী ও আমি উভয়েই খ্রীষ্টীয় পরিবারে বড় হয়েছিলাম ও আমরা নিয়মিত মন্ডলীতে উপস্থিত হতাম। আমরা যুব সংঘ, সান্ডে স্কুল ইত্যাদির মধ্যেও যুক্ত ছিলাম। আমরা যখন বিবাহ করেছিলাম, তখন বিবাহের প্রথম বছর আর্থিক অবস্থা ভালোই ছিল... সে আজ ২২ বছর আগের কথা। তারপর থেকে "আর্থিক বিষয়"টি যন্ত্রণা ও সংগ্রামের এক অবিরাম উৎস ছিল, আর আমার বিশ্বাস সর্বদা কম্পমান থাকত কারণ আমি বুঝতে পারতাম না যে, যা কিছু ঘটবার কথা বলে শাস্ত্র ঘোষণা করে কেন সেগুলি ঘটছে না। যদি ঈশ্বরের বাক্য শাশ্বত ও বিনাশহীন হয়ে থাকে এবং তিনি যদি গতকাল, আজ ও অনন্তকাল একই হয়ে থাকেন, তাহলে হচ্ছেটা কী? হয় তিনি শহীদ হয়ে গেছেন, বা একজন মিথ্যাবাদী বা উন্মাদ!

"দ্রুত ২০১৩ সালের ২৮শে জানুয়ারীর দিকে এগিয়ে যাই.... সেদিন আমি আমার স্বামীকে বলেছিলাম, 'হয় ঈশ্বর দেখা দিন না হয় আমি হাঁটা দিই'।... আমি মন্ডলী ও ঈশ্বরকে নিয়ে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। আমি যখন টুকিটাকি কিছু কাজের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, তখন শেষপর্যন্ত আমার স্বামী পবিত্র আত্মার বিনয় শ্রবণ করেছিলেন ও কথা বলবার জন্য আমাদের একজন প্রিয় বান্ধবীকে আসতে বলেছিলেন। আমার স্বামীর কথা বলা শেষ হয়ে গেলে, সেই বান্ধবীটি বলেছিলেন যে আমাদেরকে শোনাবার জন্য তার কাছে কিছু রয়েছে – গ্যারী কেসি। তার সাথে যা হয়েছিল সেই বিষয়ে তিনি তার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কাজেই, আমি যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন আমাদের সেই বান্ধবী যা কিছু বলেছিলেন, আমার স্বামী আমাকে সেই কথাগুলি বললেন ও আরো বললেন যে পরের দিনে তিনি সেটিকে আনবেন।

“কি ঘটেছিল আমি তা জানি না (কারণ আমি পালক ও শিক্ষকদের নিকট হতে যথেষ্ট পরিমাণ সকল “আত্মিক বিষয়ের” সম্পর্কে শুনেছিলাম), কিন্তু আমি তাকে ফোন করেছিলাম ও সেই দিন সন্ধ্যায় তার সময় হবে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। একটি অতি তুষারপাতের রাতের মধ্যে, আমি কোনো প্রকারে তার বাড়ি গিয়েছিলাম। আমি যখন গাড়িতে চেপে যাচ্ছিলাম তখন আমি ঈশ্বরকে বলেছিলাম, ‘যদি এটাই ভালো হয় তাহলে তাই হোক!’

“পরের দিন আমরা শোনা আরম্ভ করেছিলাম, এবং আমাদের দুজনেই সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সেটি বোধগম্য হওয়া শুরু করেছিল। সেই সকল পদগুলি: বিশ্বাস, আপনার স্বীকারোক্তির প্রতি অটল থাকা। শেষপর্যন্ত ধাঁধার সকল খন্ডগুলি যথাস্থানে ছিল। কয়েকবছর আগে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের সম্পর্কে শুনেছিলাম, কিন্তু কেউই পদ্ধতির বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি... কিভাবে সেই স্থানে পৌঁছানো যেতে পারে! যেটি আপনি করেছিলেন।

“কাজেই, আমরা যা কিছু জেনেছিলাম অবিলম্বে সেগুলি কার্যকর করেছিলাম... আমাদের বন্ধকী সম্পত্তির অর্থ প্রদান করবার জন্য আমাদের অর্থের প্রয়োজন ছিল। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার, আর আমার স্বামী আমার বাপের বাড়িতে ছোটখাটো কিছু কাজ সমাপ্ত করেছিলেন... তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেই যাচ্ছিলেন যে আমার স্বামীকে কত পারিশ্রমিক দিতে হবে (তারা জানতেন কাজগুলি কঠিন)। আমি তাদের বলেছিলাম, ‘তারা যত টাকা দিতে চান’। বন্ধকের অর্থ প্রদান করবার জন্য সেই অর্থ যথেষ্ট নয়... কিন্তু সবে তো বৃহস্পতিবার হয়েছে।

“শুক্রবার, যে বন্ধুটি আমাদের সিডিটি ধার দিয়েছিলেন তার সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিল। সেইদিন খুব অধিক মাত্রায় তুষারপাত ঘটেছিল, কিন্তু আমার স্বামী ও আমি দুজনেই সেই বান্ধবীটির সাথে বসতে ও ঈশ্বরের রাজ্য ও কিভাবে সেই রাজ্য কার্য করে সেই সম্পর্কে তার সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

“তার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসবার পূর্বে, তিনি প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন, এবং তিনি আমাদের হাতে একটি চেক ধরিয়ে দিয়েছিলেন

... আমাদের জীবনে বপন করবার জন্য প্রভু তার অন্তরকে প্রভাবিত করেছিলেন। সেটি আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে হতচকিত করেছিল। তারপর আমরা সেই চেকটিকে খুলেছিলাম... সেই বন্ধক ও অন্যান্য ছোটখাট বিলের অর্থ মেটাবার পক্ষে সেই অর্থের পরিমাণটি প্রয়োজনের অধিক ছিল!

“আমি আমার স্বামীকে বলেছিলাম যে আমার প্রয়োজন শুধু এইটুকুই ছিল! ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার বিষয়ে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি সেই চেকটির একটি ছবি তুলেছিলাম। কিন্তু, শত্রু যা দেখেছিল সেটি তার ভালো লাগেনি, এবং সঙ্গে সঙ্গে (আমি বলতে চাইছি অনতিবিলম্বেই!!!) সে আমাদের বীজ চুরি করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে সত্য হলো সেটিই, এবং আমাদের ভবিষ্যতকে বিনষ্ট করে এমন কোনকিছুই আমরা বলতে রাজি ছিলাম না। শত্রু ছিল নাছোড়বান্দা... কিন্তু আমরা নিজেদের অবস্থানে শক্ত ও বর্ম পরিহিত ছিলাম।

“(এখন, আর কিছু বলবার পূর্বে, আপনাকে বুঝতে হবে যে আমি ছিলাম একজন পোর খাওয়া ইতালীয়, যে, যেসব ‘সমৃদ্ধি বিষয়ক শিক্ষাগুলি’ শুনেছিল সেগুলির কারণে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল... এবং আমার স্বামী তা জানতেন। প্রকৃত পরাক্রমকার্যটি ছিল এই যে আমি বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছিলাম ও সেটিকে ধরে ছিলাম... মাঝে মাঝে আমার স্বামী আমার দিকে তাকান ও কী যে একটা ঘটে গেল সেই ভেবে বিস্মিত হন!

“আমরা ২০১৩ সালের মার্চ মাসে আমাদের বিশ্বাস মুক্ত করেছিলাম ও বাকি পড়ে থাকা বিলের অর্থ, টাক্স ইত্যাদি মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের নির্মাণকারী সংস্থা যাতে দেড় লক্ষ ডলারের একটি চুক্তি পেতে পারে সেই লক্ষ্যে বীজ বপন করেছিলাম। সেই বছরেরই ৫ই এপ্রিল এক দিনেই আমরা দুটি চুক্তি পেয়েছিলাম যার মোট মূল্য সাড়ে চার লক্ষ ডলার!!! যখন থেকে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের নীতিগুলি প্রয়োগ করা আরম্ভ করেছিলাম তার মাত্র দুমাস পরেই এটি ঘটেছিল।

“আমরা আমাদের সন্তানদের যুক্ত করেছিলাম এবং তারা ‘এই হলো পরিস্থিতি’ দেখেছিল। এরপর, তারা নিজেদের তালিকা প্রস্তুত করেছিল এবং তাদের যা চায় তার উদ্দেশ্যে তারা তাদের লক্ষীর ভাঁড়ার থেকে বীজ বপন করেছিল। আমাদের প্রতিটি ঘরে বাইবেলের বাক্য রয়েছে, এবং আমাদের পাঁচ বছর বয়সী শিশুটি সেগুলির নিকট যায় ও বলে ওঠে, ‘আমি বিশ্বাস করি যে আমি এটি পেয়েছি’

“আমরা অতি কৃতজ্ঞ কারণ এখন আমাদের নিকট দেওয়ার মত অর্থ রয়েছে এবং ঋণমুক্ত হওয়ার ও আমাদের কার্য সমাধা করবার ক্ষেত্রে আমরা আরেকটি দিন এগিয়ে গিয়েছি!

"পাষ্টার গ্যারী, আপনাকে আগে যে ইমেইলগুলি পাঠিয়ে ছিলাম সময় করে সেগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা জানি যে আপনার হাতে অফুরন্ত সময় নেই, এবং আপনি এই কাজটি করবার জন্য যে সময় ব্যয় করেছেন সেটি দেখায় যে ঈশ্বরের মহান রাজ্যের এই বার্তা প্রচার করবার জন্য আপনি কতটা আগ্রহী।"

প্রতিদিন আমি এই ধরনের ইমেইল পাই। আপনার ও আমার মত মানুষেরা খ্রীষ্টে তাদের পরিচয় সম্পর্কে আবিস্কার করছে, কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কাজ করে তা জানছে, এবং লাভগুলি উপভোগ করছে। তাহলে কিভাবে আমি ও ড্রেনডা দ্বিগুন অংশের নীতিগুলিকে আবিস্কার করেছিলাম? এই অধ্যায়ে সেই কথা আমি আপনাকে বলব ও আমি জানি যে আপনার কাছে আমাদের কাহিনীটি উৎসাহব্যঞ্জক হবে।

আমি এই বইয়ের প্রথম অংশে আপনাকে বলেছি যে যখন ড্রেনডা ও আমি ঈশ্বরের রাজ্য থেকে ধর্ম ও নীতিগুলি জানা শুরু করেছিলাম, তখন আমাদের জীবনের আমূল রূপান্তর ঘটেছিল। অতি কষ্টে জীবনযাপন করা, ভয়ের আক্রমণ সহ্য করা, হতাশানাশক ওষুধ সেবন ও চরম আশাহীনতা থেকে উদ্দেশ্য ও সরবরাহপূর্ণ একটি জীবনে রূপান্তর ঘটেছিল। আমরা বারংবার এই সকল ঘটনা ঘটতে দেখেছিলাম যে কারণে আমরা নিশ্চুপ হতাম ও বলতাম, "তুমি কি ওটা দেখেছিলে? কি আশ্চর্য!" বাইবেল যেমনটি বলে আমরা ঠিক তেমনভাবেই ঈশ্বরের রাজ্যকে কার্য করতে দেখতাম ও আমরা এই ধরণের প্রশ্ন করতাম, "ওটা কিভাবে ও কেন ঘটল?" বা "আমরা কোন নীতির মধ্যে প্রবেশ করেছি?" যদিও আমরা প্রয়োজনের অধিক ভোগ করছিলাম, কিন্তু যে ঘটনাটি এখন আমি আপনাকে বলব সেটির মত করে অতটা স্পষ্টভাবে আমরা দ্বিগুন অংশকে আগে দেখি নি। আমরা দ্বিগুন অংশ ভোগ করছিলাম ঠিকই, কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বিগুন অংশের বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের ধারণা বৃদ্ধি করেছিলেন, ততক্ষণ আমরা যেটিকে দেখছিলাম সেটিকে যে বাস্তবে দ্বিগুন অংশ বলা হয় সেটি আমরা জানতাম না। ঈশ্বর যেভাবে একটি বৃহত্তর উপায়ে দ্বিগুন অংশ বোঝবার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করেছিলেন সেটিকে ব্যাখ্যা করবার পূর্বে, আমি আমাদের প্রধান শাস্ত্রের পদটির উপরে এক মিনিটের জন্য পুনরায় চোখ বুলিয়ে নিতে চাই। (বন্ধনীর মধ্যে থাকা শব্দগুলি আমার নোট, সেটি মূল শাস্ত্রের অংশ নয়)

সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্ত বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহিয়াছে। ফলতঃ যেরূপ ঈশ্বর আপন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন [কারণ তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়েছিল], তেমনি যে ব্যক্তি তাঁহার বিশ্রামে প্রবেশ [বিশ্বাস] করিয়াছে, সেও আপনার কর্ম্ম হইতে [পৃথিবীর যন্ত্রণাদায়ক শ্রম, ঘাম ও টিঁকে থাকার প্রথা] বিশ্রাম করিতে পাইল।

-ইব্রীয় ৪:৯-১০

এতক্ষণে আপনি জেনে গেছেন যে বিশ্রামবারের এই বিশ্রাম খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসী নুতন নিয়মের প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি একটি প্রতিজ্ঞা ও এটি কেবলমাত্র পুরাতন নিয়মের বিষয় নয়। আপনি এও জানেন যে প্রয়োজনের অধিক না থাকলে, বা যাত্রাপুস্তক ১৬ অধ্যায়ে আমরা যেটি দেখেছি, দ্বিগুন অংশ না থাকলে, বিশ্রামবার সম্ভব নয়। দয়া করে দ্বিগুন অংশে গমনাগমন করাকে এই ভেবে ভুল বুঝবেন না যে যখনই ঈশ্বর আপনাকে একটি লক্ষ্যে অগ্রসর হতে বলেন তখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপনার হাতে বিরাট অঙ্কের উদ্বৃত্ত নগদ অর্থ থাকবে।

আমার জীবনে এমন সময় ছিল যখন আমার ব্যাঙ্কের খাতায় এক টাকাও ছিল না কিন্তু যীশু আমাকে কোনো একটি লক্ষ্যে অগ্রসর হতে বলেছিলেন। পরবর্তীতে আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে ঈশ্বর কখনই অর্থের বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন না ও কোথা থেকে অর্থ আসবে সেটি তিনি জানতেন। কিন্তু তিনি সেটি প্রকাশ করতে দেন নি, পাছে যখন বাস্তবে সেই অর্থের প্রয়োজন হবে তার পূর্বে শত্রু সেটিকে চুরি করবার চেষ্টা করে। আমি আপনাকে সতর্ক করি, এই ধরনের একটি পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র তখনই এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যখন আপনি নিশ্চিত হবেন যে সে ধরণের কার্য করবার জন্য আপনি পবিত্র আত্মার রব শ্রবণ করেছেন। এখানেও, অর্থ ভান্ডার প্রস্তুত না থাকা অবস্থায় যীশু যদি আপনাকে কোনো একটি লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর না হতে বলেন, তাহলে সে পথে হাঁটবেন না। ঈশ্বরের সময়ের ও সরবরাহের উপলব্ধ হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

সাধারণভাবে, বিশ্বাসীরূপে আমাদেরকে নিজেদের জীবনে আর্থিক অতিপ্লাবনের মধ্যে জীবনযাপন করবার জন্য আহ্বান করা হয়। আমাদের পিতার ন্যায় আমরাও দীনহীন নই বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে উদার হতে সক্ষম। আমি কেবলমাত্র এই কারণে এই কথাটি উল্লেখ করেছিলাম কারণ আমি অসংখ্য ইমেইল পেয়েছি যেখানে

লোকেরা সহসা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ও ঈশ্বরের সময় হাতছাড়া করে ফেলে। শুনুন, কেবলমাত্র ঈশ্বর আপনাকে কিছু দেখান বলে তার অর্থ এই নয় যে সেই দিকে যাওয়ার সময় এসে গেছে। অনেক সময় তিনি আপনাকে পথনির্দেশনা ও প্রস্তুত হওয়ার সময় দেওয়ার জন্য কিছু প্রদর্শন করেন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, সময় হলো নির্দেশনা শ্রবণ করবার মতই গুরুত্বপূর্ণ প্রথম বিবেচ্য বিষয়।

যীশু যখন যোহন বাপ্তাইজক কর্তৃক যর্দন নদীতে বাপ্তাইজিত হওয়ার ও প্রান্তরে ৪০ দিবারাত্র কাটাবার পর, তার আপন নগরে পরিচর্যা আরম্ভ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর স্থানীয় সমাজগৃহে গিয়েছিলেন, যিশাইয় পুস্তক হাতে নিয়েছিলেন, একষট্টিতম অধ্যায় খুলেছিলেন ও সেটি পাঠ করেছিলেন। আমরা এই ঘটনাকে লুক ৪:১৮-২১ এর মধ্যে লিপিবদ্ধ হতে দেখি।

> *প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুর্দ্দান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য, প্রভুত প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করিবার জন্য"।*
>
> *পরে তিনি পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া ভৃত্যের হস্তে দিয়া বসিলেন। তাহাতে সমাজ-গৃহে সকলের চক্ষু তাঁহার প্রতি স্থির হইয়া রহিল। আর তিনি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল। '*

শাস্ত্রে যার কথা বলা হয়েছে তিনিই যে সেই ব্যক্তি এই বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য লোকেরা যীশুর প্রতি ক্রুদ্ধ ছিল। কিন্তু যীশু সেই স্থানটিতে গিয়ে পাঠ করা বন্ধ করেছিলেন সেইদিকে নিবিড়ভাবে মনোযোগ দিন। বাস্তবে যিশাইয় ৬১ অধ্যায়ের এক থেকে দুই পদ বলে,

> *প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্রগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত*

বাঁধিয়া দিই; যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি, ও কারাবদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি; যেন সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ও আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করি;

লক্ষ্য করুন যীশু বাক্যটির মাঝেই থেমে গিয়েছিলেন। তিনি "আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষণা করি" এই অংশটি পাঠ করেন নি। কেন? কারণ, তিনি সেই বাক্যটির প্রথম, "যেন সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বৎসর" এই অংশটিতে থামতে চেয়েছিলেন। সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বৎসর কোনটি? যোবেলের বৎসর! যীশু মূলত ঘোষণা করছিলেন যে বিশ্রামবার, বিশ্রামপর্বের ছায়া যা কিছু আমাদের দেখিয়েছিল, সেগুলি এখন পূর্ণ হলো ও এখন এখানে রয়েছে, কারণ তিনি এসেছেন। যীশু আমাদের নিমিত্ত যা কিছু করেছেন যিশাইয় পুস্তকের সমগ্র অংশটি আমাদের সেটি বলে। দ্বিগুন অংশের সম্পর্কে, সাত থেকে শুরু করে নয় পদ পর্যন্ত অংশটি একবার দেখে নিন।

'অপমানের পরিবর্ত্তে লোকেরা আপন আপন অধিকারে আনন্দরব করিবে, তজ্জন্য আপনাদের দেশে দ্বিগুণ অংশ পাইবে; তাহাদের চিরস্থায়ী আহ্লাদ হইবে। কেননা আমি সদাপ্রভু ন্যায়বিচার ভালবাসি, অধর্ম্মযুক্ত অপহরণ ঘৃণা করি; আর আমি সত্যে তাহাদের ক্রিয়ার ফল দিব, ও তাহাদের সহিত চিরস্থায়ী এক নিয়ম করিব। আর তাহাদের বংশ জাতিগণের মধ্যে, ও তাহাদের সন্তানগণ লোকবৃন্দের মধ্যে পরিচিত হইবে; দেখিবামাত্র সকলে তাহাদিগকে চিনিবে যে, তাহারা সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত বংশ। '

-যিশাইয় ৬১:৭-৯

দুর্বল হয়ে যাওয়া আর্থিক অবস্থার কারণে লাঞ্চনার কথা অবশ্যই আমি বুঝি। অনেক বার আমাদের আর্থিক অবস্থার কারণে আমাকে লাঞ্চিত ও অপ্রস্তুত হতে হয়েছে। আমার মনে আছে একবার আমি আমাদের প্রায় ২০ জন বন্ধুকে কাছের একটি রেস্তরাতে জড়ো করেছিলাম। কোন বিশেষ উপলক্ষে আমরা আনন্দ করছিলাম যদিও সেটা আমার এখন মনে নেই, কিন্তু আমি ওই অনুষ্ঠানের রেস্তরার বিল মেটাতে আমি রাজি হয়েছিলাম। আমার মনে আছে খাওয়া দাওয়া করবার সময় আমি বেশ টেনশনে ছিলাম কারণ ওই রকম একটি অনুষ্ঠান

আয়োজন করবার মত অর্থ সত্যিই আমার কাছে ছিল না। আমি যে ব্যবসায়িক চুক্তিটির জন্য কাজ করছিলাম সেখান থেকেই ওই অর্থ পাওয়া যাবে বলে আমার আশা ছিল। কিন্তু সেটি বিলম্বিত হয়েছিল। আমার কাছে একমাত্র যে ক্রেডিট কার্ডটি ছিল সেটি বাতিল হয়ে যায় নি ঠিকই কিন্তু সেটির সর্বোচ্চ সীমাতে পৌঁছে গিয়েছিল, আর সেটি আর একটিবার কাজ করবে কিনা সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। আর ঠিক সেটিই ঘটল, খাওয়ার পর সেই কার্ডটি গৃহীত হয় নি। আমাকে অতি লাঞ্ছিত অবস্থায়, নম্রভাবে আমার একজন অতিথিকে সেই দিনের বিল মেটাবার জন্য অনুরোধ করতে হয়েছিল।

কেবলমাত্র ঈশ্বর আপনাকে কিছু দেখান বলে তার অর্থ এই নয় যে সেই দিকে যাওয়ার সময় এসে গেছে অনেক সময় তিনি আপনাকে পথনির্দেশনা ও প্রস্তুত হওয়ার সময় দেওয়ার জন্য কিছু প্রদর্শন করেন

জানেন, এই রকম অনেক ঘটনা আমার জীবনে রয়েছে, কিন্তু আপনি অত ঘটনা শুনতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসা হোক যে, যীশুর মাধ্যমে, আমাদের যারা দেখেন সেই সকল মানুষকে মানতেই হবে যে আমরা এমন মানুষ যাদের প্রভু আশীর্বাদ করেছেন!

দ্বিগুন অংশ আপনার, যীশুই আপনার বিশ্রামবারের বিশ্রাম, এবং তিনি আপনার দ্বিগুন অংশ! আপনি যদি আমার আগের কোনো একটি বই পাঠ করে থাকেন, তাহলে আপনি জানেন যে প্রভু আমাকে হরিণ শিকারের মাধ্যমে তাঁর রাজ্যের সম্পর্কে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাস্তবে হরিণ শিকারই ছিল সেই যান যেটি ব্যবহার করে ঈশ্বর সর্বপ্রথম তাঁর রাজ্যের বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আমি বেশ কয়েক বছর ধরে অসফলভাবে মৃগয়া করেছিলাম। যদিও আমি আমার প্রচেষ্টার পেছনে নিজের অর্থ ও সময় নিয়োজিত করেছিলাম, কিন্তু শেষ মেষ আমার হাতে কোনো সফলতা ও পশু মাংস থাকত না। সত্যি কথা বলতে, কোনদিনই আমি একবারও লক্ষ্যভেদ করতে পারি নি। সেই বছরটিতে আমি যখন আগামী মৃগয়া কালের কথা চিন্তা করছিলাম, তখন ঈশ্বর আমার সাথে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “এই বছর মৃগয়ার বিষয়ে তুমি আমার সাহায্য নিচ্ছ না কেন?!” তাঁর কথার অর্থ কী সে বিষয়ে অবশ্যই আমার কোনো

ধারণা ছিল না, কিন্তু তিনি আমাকে একটি চেকের পৃষ্ঠা নিতে বললেন ও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের অঙ্কের সাথে সেটির মেমো লেখবার স্থানে "আমার ১৯৮৭ পুং-মৃগের জন্য" এই কথাটি লিখতে বললেন ও সেটিকে একটি পরিচর্যা সংস্থার নিকট প্রেরণ করে দিতে বললেন। তিনি আমাদের এও বললেন যে আমরা যখন সেই চেকের বিষয়ে প্রার্থনা করব তখন ড্রেনডা ও আমার হাত যেন সেই চেকের উপরে থাকে ও আমরা যেন মার্ক ১১:২৪ পদ দাবি করি।

মার্ক ১১:২৪ বলে,

> *এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে*

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সেই বছর আমি দরিদ্রতার সম্পূর্ণ একটি অপরিচিত খন্ডের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম আর ৪০ মিনিটের মধ্যে আমি আমার পুং-হরিণ শাবকটি পেয়ে গিয়েছিলাম। বিগত ৩০ বছর ধরে ড্রেনডা ও আমি এই ধাপগুলির অনুসরণ করে আসছি, এবং তার পর থেকে প্রতি বছর সর্বদা আমি ৩০ থেকে ৪০ মিনিটের মধ্যে আমার হরিণ শিকার করেছি। এই বছরগুলির মধ্যে, শিকার করবার সময়ে আমি ঈশ্বরকে কিছু অতি আশ্চর্য কাজ করতে দেখেছি, এবং শিকারের মাধ্যমেও আমি ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলির সম্পর্কে বেশ কয়েকটি শিক্ষা পেয়েছি। (সেই সকল ঘটনাগুলি আমার Faith Hunt বইটিতে রয়েছে)।

সাধারণভাবে আমি এখানে ওহাইওতে শরৎ কালে কোল্ড গানের চাইতে তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করা অধিক পছন্দ করি। ওহাইও তে এক বছরে যে কটি হরিণ আপনি শিকার করতে পারেন সেই সংখ্যাটি বেশ ভালোই, আর যেকোনো বছরেই সেই সংখ্যার উর্দ্ধসীমা হলো ছয়। আমার পরিবারের আহারের জন্য আমাকে কখনই অতগুলো হরিণ শিকার করতে হয় নি। আমার বাড়ির রেফ্রিজারেটরটি সাধারনত এক বছরে দুটি কিম্বা তিনটি হরিণের মাংসেই বেশ পূর্ণ থাকত। এখন আমি যে কথা বলতে চলেছি সেটিকে মূল্য দেওয়ার জন্য, আপনার জেনে রাখা দরকার যে আমি কখনই একই দিনের সকাল বা সন্ধ্যার শিকারের সময়ে একই গাছ থেকে দুটি হরিণকে গুলিবিদ্ধ করি নি। যাই হোক, আপনি যদি শিকারী না

হয়ে থাকেন, তাহলে বলি, আমরা একটি গাছের উপরে লোহার স্ট্যান্ড বা মঞ্চ লাগিয়ে তার উপর থেকে তীর নিক্ষেপ করে শিকার করি। স্বাভাবিকভাবে, আমি যখন একটি হরিণকে মারতাম, তখন আমি জঙ্গল ছেড়ে যেতাম ও অন্য একদিন অন্য একটি হরিণ শিকারের জন্য ফিরে আসতাম। কিন্তু আমি যে সন্ধ্যার কথা বলছি সেই দিন প্রভু আমাকে কিছু একটা শেখাতে চাইছিলেন।

সেই দিনটি ছিল শিকারের পক্ষে অনুকুল দিনগুলির একটি, কিছুটা মেঘলা ছিল ও হালকা বৃষ্টিপাত হচ্ছিল যার ফলে মাঝে মাঝে মাটি ভিজে যাচ্ছিল। দিনটি ছিল রবিবার সন্ধ্যা, সেই দিন সকাল থেকে বেশ কটি গীর্জায় উপাসনা পরিচালনা করবার ফলে আমি কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আর আমি জঙ্গলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। ড্রেনডা কিছু কেনাকাটার জন্য বাইরে যাচ্ছিলেন, এবং তিনি ও আমি এই বিষয়ে একমত হয়েছিলাম যে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে কিছুটা মাংস রাখবার পক্ষে সেই রাতটি একটি উপযুক্ত সময়। তিনি যখন গাড়ির দিকে রওনা দিয়েছিলেন তখন আমি আমার শিকারের ছদ্মবেশটি পড়ছিলাম ও আমার সরঞ্জামগুলিকে জড়ো করছিলাম। তিনি যখনই বেরিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িটিকে চালু করছিলেন আমি ঠিক তখনই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। তিনি যখন গাড়িটিকে চালু করলেন তখন গাড়িটির জানালার কাঁচটি নামিয়ে আমাকে বললেন, "দ্বিগুন অংশ"। তিনি আমাকে কেন সেই কথা বলেছিলেন আমি তা জানতাম না, যদিও পরবর্তীতে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে সেই মুহুর্তে তিনি প্রভুকে সেই কথাটি বলতে শুনেছিলেন ও আমাকে সেই কথাটি বলবার চালনা অনুভব করেছিলেন।

ওই বছর আমরা তিনটি হরিণের জন্য বীজ বপন করেছিলাম, এবং সেই দিনটি ছিল শিকার করবার ঋতুর প্রথম দিন। আমি তাকে একটি দ্রুত চুম্বন দিয়েছিলাম ও বলেছিলাম যে আমি একমত, এবং আমি জঙ্গলের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম। আমি যখন আমার গাছের মঞ্চের উপরে উঠেছিলাম তখন আমি দুইবার শীষ দিয়ে পশুদের অনুরূপ শব্দ করেছিলাম। ১৫ মিনিটের মধ্যে একটি ৮ পয়েন্টের হরিন শাবক ছুটে এসেছিল, আমি একটি ৪০ গজের নিশানা করেছিলাম, আর আমার শিকার ভুপাতিত হয়েছিল। সেটি ছিল দারুন একটি ব্যাপার! আমি গাছ থেকে নেমে এসেছিলাম ও আমার হরিণশাবকটির দিকে হেঁটে গিয়েছিলাম, কিন্তু তারপর আমার ড্রেনডার কথাটি মনে পড়েছিল, দ্বিগুন অংশ, কাজেই যেখানে

সেই হরিনশিশুটি পড়ে ছিল আমি সেটিকে ওখানে রেখেই আমার গাছটির দিকে ফেরৎ এসেছিলাম ও পুনরায় সেই মঞ্চটিতে চরে বসেছিলাম।

আমি গাছ থেকে নিচে নেমে, হেঁটে চলে বেরিয়ে, এবং তারপর মঞ্চের কাছে ফিরে এসে পুনরায় সেখানে চরে হতভম্ব হয়ে সকলকিছু ভাবতে শুরু করলাম। আমি ওই হরিণ শাবকটির কাছে যাওয়ার ফলে আমার গায়ের সম্ভাব্য যে ঘ্রাণ সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং শিকার করবার জন্য যে স্বল্প পরিমাণ বৈধ সময় বাকি ছিল, এই দুটি কারণকে এক করলে, স্বাভাবিক অবস্থায় সেই সময়ের মধ্যে আরেকটি শিকার করবার সম্ভবনা খুবই দুর্বল। কিন্তু গাছের উপরে ১৫ মিনিট থাকতে না থাকতেই, আমার গাছের ঠিক নীচে একটি বাটন হরিণশাবক হেঁটে এসেছিল, এবং আমি সেটিকে অভ্রান্ত নিশানায় শিকার করেছিলাম। আশ্চর্য, একই গাছ থেকে দুবার তীর নিক্ষেপ করেছিলাম ও পরপর দুটি হরিণ পেয়েছিলাম। আমি আগে কখনই সেটি করি নি। সেটি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল ও আমি জানতাম যে ড্রেনডা যে দ্বিগুন অংশের কথা বলেছিলেন এটি সেটিই।

পরবর্তী পাঁচ বছরে, আমার সেই একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তারপর থেকে যতবার আমি তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করতে যেতাম, আমি কয়েক মিনিটের ব্যবধানে একই গাছ থেকে দুটি হরিণ পেতাম। আমি জানতাম যে সেটি স্বাভাবিক নয়, এবং আমি এই কথা উপলব্ধি করে দ্বিগুন অংশে বাস করা শুরু করেছিলাম যে, ঈশ্বর পুনরায় তাঁর রাজ্যের সম্পর্কে আমাকে আর একটি পাঠ শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

আমি সব সময় বন্দুক ভালবাসতাম, এবং অবশ্যই, আমি শিকার করতে পছন্দ করি। আমার বন্দুকের নিজস্ব সংগ্রহ রয়েছে যেগুলি আমি শিকারে ব্যবহার করি, এবং আমার যে বন্দুকগুলি ছিল সেগুলি নিয়ে আমি যথেষ্ট খুশি ছিলাম। ড্রেনডা ও আমার ৬০ একর জমি আছে, যার মধ্যে প্রায় ২৫ একর জঙ্গল ও আরো ১৫ একর জলাভূমি ছিল। যে কোনো শরৎকালে সেই জলাভূমিটি শুস্ক অথবা জলে ভর্তি থাকতে পারে। সেটি নির্ভর করে গ্রীষ্মকালে কতটা বৃষ্টি হয়েছিল তার উপর।

সেই বছরটিতে, গ্রীষ্মকালে বেশ ভালোই বৃষ্টি পড়েছিল, কাজেই শরৎকালীন হাঁস শিকারের সময় যখন এসেছিল তখন সেই বিলটি জলে পূর্ণ ছিল। যখনই সেই বিলে জল থাকত তখন যে কোনো বছরই সেই বিলের মধ্যে হাঁস আসত, কিন্তু আমি কখনই ওদের দিকে তেমন মনোযোগ দিই নি। কিন্তু সেই বছর বিলের জল বেশ গভীর ছিল, ও সেই বিলের মধ্যে বড় বড় ঝাঁক হাস আসছিল, আর

আমি লোভ সামলাতে পারি নি। যদিও আগে কোনদিন আমি ওদের শিকার করতে যাই নি, কিন্তু সেইবার আমি ভেবেছিলাম যে আমি বিলের কাছে যাবো ও হাঁস শিকারের চেষ্টা করব। শিকার বেশ ভালোই হয়েছিল। সব জায়গাতেই হাঁস ছিল, এবং সেই বছর আমরা রাতের খাবারে কয়েকবার হাঁসের মাংস খেয়েছিলাম।

সেই বছর হাঁস শিকারের সময়, আমি খেয়াল করেছিলাম যে অনেক সময় হাঁসগুলি শটগানের পাল্লার একটু বাইরে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি তখন আমার প্রতিদিনের অল অ্যারাউন্ড শটগান ব্যবহার করছিলাম, যেটি আমি সাধারনত খরগোশ ও রঙ্গীন পাখি শিকার করবার জন্য ব্যবহার করতাম, কিন্তু যেহেতু হাঁসগুলি আমার শটগানটির রেঞ্জ বা পাল্লার ঠিক বাইরে দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তাই আমার মনে পড়ে গিয়েছিল যে আমি একটি নতুন ধরণের শটগানের কথা শুনেছিলাম যেগুলিকে শুধুমাত্র হাঁস শিকারের জন্যই বানানো হয়েছিল। সেগুলি আবরণে আচ্ছাদিত থাকত এবং সেগুলি হাঁস শিকারের নতুন বুলেট নিক্ষেপে সক্ষম, যেগুলি আরো বড় গুলি বহন করে, যার ফলে আরো দূর থেকে গুলিবিদ্ধ করা যায়। আমার মনে আছে যে আমার মনে হত যে একসময় সেই বন্দুকগুলি পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

হাঁস শিকারের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার এক মাস পর আমি এলাকার একটি খেলাধুলার সাজসরঞ্জামের দোকানে ছিলাম যেখানে আমি জলকুক্কুট বন্দুক তকমা আঁটা একটি বন্দুকের তাক দেখতে পেয়েছিলাম। আমি কিছুক্ষণ সেইগুলির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কিন্তু ২০০০ ডলার দাম লেখা তকমা দেখে ও দশ মাস পর যখন আবার হাঁস শিকারের সময় হবে ততদিন পর্যন্ত এই বন্দুক আমার দরকার হবে না এই কথা ভেবে, আমি সেই বন্দুক কেনবার ব্যাপারে অপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো কিছু না ভেবেই, আমি উচ্চস্বরে বলেছিলাম, "প্রভু, এই বন্দুকটি আমার পছন্দ।" আমি যখন সেই দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম তখন আমি সে সম্পর্কে বেশি কিছু চিন্তা করি নি, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে আমি একটি কর্পোরেট বিক্রয় সংক্রান্ত মিটিংয়ে ভাষণ দিচ্ছিলাম, গীর্জার মিটিং নয়, কর্পোরেট সংস্থার মিটিং। আমার উপস্থাপনার শেষে, কার্য নির্বাহী আধিকারিক আমাকে ভাষণ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন ও বলেছিলেন, "আমরা আপনাকে একটি উপহার সহকারে আজ রাতের বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।" তিনি যখন ঠিক সেই শটগানটি নিয়ে এসেছিলেন, যেটি মাত্র কয়েক সপ্তাহ

আগে আমি খেলাধুলার সরঞ্জাম বিক্রির দোকানে দেখে এসেছিলাম, তখন আমার মূর্ছা যাওয়ার জোগার। "প্রভু আমি এই বন্দুকটি নেব" আমার এই কথা এবং অতীতে আমি বন্দুক দান করেছিলাম, এই দুটি বিষয় সেই বন্দুকটি লাভ করবার কারণ।

এই ধারাবাহিক বইয়ের আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: আজ্ঞাবহতার শক্তি নামক প্রথম বইটিতে, আমি সেই নীতিটির কথা আলোচনা করেছি যার কারণে সেই বন্দুকটির দেখা মিলেছিল। আমি সেটিকে কাস্তে নীতি বলে থাকি, এবং সেটি মার্ক ৪:২৬-২৯ এ পাওয়া যায়। আপনি যদি এখনও ওই বইটি পাঠ না করে থাকেন, তাহলে আমি ওই বইটির একটি কপি সংগ্রহ করবার পরামর্শ দেব। সেই বন্দুকটির আগমন নিঃসন্দেহে চমৎকার একটি ব্যাপার ছিল ঠিকই, কিন্তু এটি সেই প্রকৃত ঘটনা নয় যার উপর আমি মনোযোগ দিতে চাই। কিন্তু আমি আপনাকে যে ঘটনাটি বলতে চাই সেটিকে এটি তরান্বিত করেছিল।

যখন সেই বন্দুকটি এলো, তারপর আমি বুঝতে পারলাম যে কিভাবে আমি সেই বন্দুকরূপী শষ্যটিকে শুরু করেছিলাম, একদিন এক মুহুর্তের জন্য আমি অন্য সেই সকল বন্দুকের কথা ভেবেছিলাম যেগুলিকে আমি কিনতে চেয়েছিলাম। শত হলেও, আমি ডজন ডজন বন্দুক বপন করেছিলাম, কাজেই আমি ভেবেছিলাম যে আমি ঈশ্বরের রাজ্যের ধর্মগুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করব। আমার বন্দুকের সংগ্রহের মধ্যে একমাত্র যে বন্দুকটি ছিল না সেটি হলো একটি উপরে ও নিচে থাকা দোনালা শটগান। সেগুলি সুদৃশ্য শটগান, আর সাধারনত সেগুলি সস্তা দামের শটগান নয়। তাই আমি বলেছিলাম, "হে প্রভু, আমি ওই ধরনের একটি উপর ও নীচে থাকা দুটি নল ওয়ালা শটগান পেতে চাই!"

এক মাস পর, আমি মিনিস্ট্রি বা পরিচর্যার একজন পার্টনার বা অংশীদারের কাছ থেকে একটি ফোন কল পাই, এবং তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি আমাকে ওই উপর নিচে থাকা দ্বি-নল বিশিষ্ট একটি শটগান কিনে দিতে চান। আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম ও তিনি বলেছিলেন যে তিনি পার্সেল করে সেটি আমার কাছে পাঠাবেন। কদিন পর আমি সেই পার্সেলটিতে দুটি ওই ধরনের দ্বি-নল বিশিষ্ট শটগান পেয়েছিলাম, এক কথায় চমৎকার! লক্ষ্য করুন, আমি দুটি শটগান পেয়েছিলাম। আমি ভাবলাম "কি আশ্চর্য ঘটনা"। আমি সেই অংশীদারকে ফোন করেছিলাম ও তিনি আমাকে যে সুন্দর শটগানগুলি পাঠিয়েছিলেন তার জন্য

তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। কদিনের মধ্যে তিনি আমাকে আরো দুটি শটগান পাঠিয়েছিলেন। আমি যখন তাকে পুনরায় ফোন করে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, “আপনি যে ধন্যবাদ জানানোর জন্য নিজে আমাকে ফোন করেছিলেন, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম, সেই কারণে আমি আপনাকে আরো দুটি শটগান পাঠাতে চেয়েছিলাম”। আমি উপহারগুলি পেয়ে অভিভূত ছিলাম, কিন্তু এখানে আমি একটি নকশা দেখতে শুরু করেছিলাম। প্রতিবার দুটি করে শটগান? দ্বিগুন অংশের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রায় দুমাস আগে, একদিন সকালে আমি একটি মন্ডলীতে শিক্ষা দিচ্ছিলাম এবং তারপর সেই দিন রাতেই ওই একই শহরের অন্য একটি মন্ডলীতে আমার শিক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। সকালের উপাসনার পর, একটি লোক আমার কাছে এসেছিল ও বলেছিল, “আমার কাছে ব্রাউনিং কোম্পানির যে সুন্দর আধা সয়ংক্রিয় শটগানটি রয়েছে, আমি সেটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।” এইবারেও, আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। অবাক কান্ড, অন্য মন্ডলীটিতে সান্ধ্যকালীন উপাসনার সময়ে, একজন মানুষ আমার নিকটে এসেছিল ও বলেছিল, “আমি একটি নতুন রাইফেল নিয়ে এসেছি। ওটা এখনও বাক্সের মধ্যেই রয়েছে ও আমি ওটা আপনাকে দিতে চাই।” সেটি মার্লিন কোম্পানির একটি সুন্দর ৩০/৩০ মডেলের দুরবীন যুক্ত বন্দুক ছিল। ওই বন্দুকটির বিষয়ে মাঝে মাঝেই আমি তারিফ করতাম কিন্তু কখনই কিনতে পারি নি। এইবারেও আমি হতচকিত হয়েছিলাম কিন্তু তারপর বিষয়টি আমার বোধগম্য হয়েছিল—দ্বিগুন অংশ।

আবার, ওই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পেরোতে না পেরোতেই, সেই একই ঘটনা ঘটেছিল—একই দিনে আমাকে দুটি শটগান দেওয়া হয়েছিল। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে নিশ্চিতভাবেই আমি এমন একজন মানুষ যে দারুন শটগান পেয়ে ধন্য হয়েছে। কিন্তু আমি যে প্রতিটি ঘটনা বলি, সবসময় আমি প্রশ্ন করি, “কিভাবে এটি ঘটল?” অবশ্যই, আগেই আমি বলেছি যে অতীতে আমি অনেকগুলো বন্দুক বপন করেছিলাম কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত কখনই আমি বলি নি, “হে প্রভু, আমি ওই বন্দুকটি নেব”। এটাও কাস্তে নীতি যেটি আপনার জানা প্রয়োজন। কিন্তু এই কাস্তে নীতি ব্যতীত, আমি অতি ভিন্ন ও স্পষ্ট একটি উপায়ে আমি দ্বিগুন অংশের নীতির মধ্যে প্রবেশ করছিলাম ও আমি জানতে চাইছিলাম যে ঠিক কিভাবে আমি সেটি করছিলাম। আমি বিশ্বাস করি যে প্রভু আমাকে দেখিয়েছিলেন যে আমাদের

অনেকেই ঈশ্বরের রাজ্য থেকে শষ্যচ্ছেদন করবার এই অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হারিয়ে ফেলেছে, এবং আমি পরের অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য কিছুটা সময় নেব। কিন্তু সেটি করবার পূর্বে, সেই বছরে আর কী কী ঘটেছিল সেই কথা আপনাকে বলতে হবে।

আমি যখন পার্সেলের মধ্যে শটগানগুলি পেয়েছিলাম, তখন এই ঘটনাটি ঘটেছিল—এবং এটি ছিল পরিস্কার ও স্পষ্টভাবে দ্বিগুন অংশ দেখবার সাথে সম্পর্কিত সেই সকল কাহিনীগুলির একটি যেখানে কোনো প্রশ্ন করবার অবকাশ ছিল না। এটি দ্বিগুন অংশের একটি উদাহরণ। এই কাহিনীটি আমার যানবাহনগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল, বিশেষ ভাবে আমার মুক্ত সাদা কার্ডিল্যাক এসক্যালেড গাড়িটির সাথে, যেটি আমাকে দেওয়া হয়েছিল, ও যেটির বিষয়ে কয়েকটি অধ্যায় আগে আমি উল্লেখ করেছি।

যেমনটা আমি এই বইয়ে আগে বলেছি, ড্রেনডা ও আমার গাড়ির বিষয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না। যতদিন পর্যন্ত গাড়িগুলি খারাপ না হয়ে যায় বা সৌন্দর্য্য হারিয়ে না ফেলে ততদিন আমরা সেগুলিকে ব্যবহার করে থাকি।

আর এই ঘটনাটির ক্ষেত্রেও, আমাকে উল্লেখ করতেই হবে যে পূর্বে ড্রেনডা ও আমি বেশ কয়েকটি গাড়ি দিয়ে দিয়েছিলাম ও আমাদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পরিষ্কারভাবে এই দাবি করি নি যে, আমরা যা দান করেছি সেখান থেকে আমরা কিছু লাভ করতে পারি। কিন্তু ঘটনাটি যদি আপনার মনে থাকে, আমাদের অধিবেশন চলাকালীন যখন আমরা ভাড়ায় নেওয়া সেই এসক্যালেড গাড়িটিকে চালিয়েছিলাম ও বলেছিলাম, “এই গাড়িটি আমাদের পছন্দ; আমাদের মনে হয় আমাদের এরকম একটি গাড়ি থাকা উচিত,” তখন আমরা এমন আশা করছিলাম না যে কেউ আমাদের ফোন করবে ও বলবে যে তারা আমাদের এই রকম একটি গাড়ি কিনে দিতে চায়। কিন্তু, সেটিই ঘটেছিল। এবং, আমরা অবশ্যই কাউকে বলি নি যে আমাদের এই রকম একটি গাড়ি প্রয়োজন। কাজেই আপনাকে আগেও যেমন বলেছিলাম যে, মুক্ত সাদা ছোট সংস্করণের এসক্যালেড গাড়িটি এসেছিল ও এক কথায় সেটি অনবদ্য। আমি গাড়িটিকে পছন্দ করি।

কিন্তু ওই ঘটনাটির একটি আরো অধিক বিস্ময়কর পার্শ্ব ঘটনা রয়েছে যেটি এই গত গ্রীষ্মকালে ঘটেছিল। গত গ্রীষ্মকাল আসতে আসতে আমরা সেই এসক্যালেড গাড়িটিকে প্রায় দেড় বছর চালিয়েছিলাম, আর একদিন আমি লক্ষ্য করেছিলাম

যে ইঞ্জিন পরীক্ষা করবার সাংকেতিক বাতিটি জ্বলে উঠেছিল। আমি ভাবলাম, "এটা তেমন বড় কোনো ব্যাপার না", কিন্তু আমি গাড়িটিকে পরীক্ষা করিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, তাই আমি একজন গাড়ির ডিলারকে দিয়ে বিষয়টি নিরীক্ষণ করিয়ে নিয়েছিলাম। তারা বললো যে এটা কোনো সমস্যা নয়। গাড়ির সেন্সরটি গাড়ির গ্যাস নির্গমণ নল থেকে সামান্য একটু তেল তুলে নিচ্ছিল, কিন্তু সেটি কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে না। আমি যতদিন গাড়িটি চালাতে চাইব গাড়ির ইঞ্জিন ততদিন টিঁকে থাকবে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কেন সেটি তেল তুলবে। আমার এসক্যালেড গাড়িটিতে একটি after- market exhaust system (ধোয়া নির্গমনের একটি প্রণালী বিশেষ) লাগানো রয়েছে, এবং তাদের মনে হয়েছিল, সেটিই এই বাতিটি জ্বলে উঠবার একটি কারণ হতে পারে। তারা আবার বলেছিল যে ইঞ্জিনটি ভালই আছে ও ইঞ্জিনটির দীর্ঘায়ুর বিষয়ে আমার আশাবাদী হওয়া উচিত।

আমি রাজা ও তাঁর রাজ্যের অনুসরণ করি, কিন্তু সেই রাজ্যে আমি প্রয়োজনের অধিক পাই, যেটি হলো দ্বিগুন অংশ

যে ব্যক্তি আমাকে গাড়িটি দিয়েছিলেন, কথায় কথায় তার সাথে, আমি আমার গাড়ির সেন্সর বাতি জ্বলে ওঠার সমস্যাটির কথাটি পেড়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "হ্যাঁ, ঠিকই, আমি অন্য কয়েকটি GMC কোম্পানির গাড়িতে এই সমস্যাটি দেখেছি।" তিনি আরো বলেছিলেন, "আসলে, পুরনো গাড়িতে এই সমস্যা হওয়া বেশ সাধারণ ব্যাপার"। তিনি এই কথাও বলেছিলেন যে ওই সমস্যাটি আমার গাড়ির উপর কোনো ভাবেই কোনো কুপ্রভাব ফেলবে না, এবং পরবর্তী ১০ বছর বা তারও অধিক সময় বিনা সমস্যায় আমার সেই গাড়িটি চালাতে পারার কথা।

তিনি জানতেন যে কিছুদিন আগেই ফ্লোরিডাতে আমি একটা বাড়ি কিনেছিলাম। ওটা আমার ও ড্রেনডার বাড়ি। তিনি যখন বললেন, "আমি আপনাকে যা বলি শুনুন। আপনি এই গাড়িটি চালিয়ে ফ্লোরিডাতে চলে যান ও সেখানেই গাড়িটা ব্যবহার করুন, আর এখানে ওহাইওতে চালাবার জন্য আমি আপনাকে আরেকটি গাড়ি কিনে দেব" তখন আমি বাকহীন হয়ে বসে ছিলাম। হ্যাঁ, এখন আমার দুটি মুক্ত সাদা, ছোট সংস্করণের এসক্যালেড গাড়ি রয়েছে যেগুলি সব দিক থেকে নিঁখুত। তাদের মধ্যে ওই গাড়িটি তো রয়েছেই যেটিতে মাঝে মাঝে সেন্সর বাতি

জ্বলে উঠে। ওই দুটিই সব দিক থেকে নিঁখুত! এটিও, সেই "তুমি দেখেছ কি?" জাতীয় মুহূর্তগুলির একটি। ড্রেনডা ও আমি যখন ওই সুন্দর গাড়িগুলি চালাই তখন আমাদের নিজেদেরকে চিমটি কাটতে হয়। এই গাড়িগুলির কোনটির জন্যই আমরা অর্থ ব্যয় করি নি। কিন্তু এক্ষেত্রে, আমরা জানতাম যে সেটি দ্বিগুন অংশ।

আমি কোনভাবে দর্প প্রকাশ করবার জন্য আপনাকে এই গল্পগুলি বলছি না, কিন্তু বন্ধু, আমি ধন্য! আমি দ্বিগুন অংশ উপভোগ করছি, আর আপনি জানেন দ্বিগুন অংশ বলতে প্রয়োজনের অধিক বোঝায়। আমার বন্দুকে ঠাসা একটি বন্দুক রাখবার সিন্ধুক রয়েছে, যেগুলি প্রয়োজনের চাইতে অধিক। আমার দুটি একই ধরণের এসক্যালেড গাড়ি রয়েছে। ওই গাড়িগুলি আমাকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয় নি। আমার মনে হয় আপনি আমার সাথে একমত হবেন যে এগুলি আমার প্রয়োজনের অধিক! আর এমনটা নয় যে আমি আপনাকে পার্থিব বিষয়ের পেছনে পড়ে থাকার জন্য ইন্ধন যোগাচ্ছি। আমি হালকাভাবে জিনিসপত্র ধরে থাকি, এবং আমি বস্তুর আরাধনা করি না বা সেগুলির পেছনে ছুটে বেড়াই না। আমি রাজা ও তাঁর রাজ্যের অনুসরণ করি, কিন্তু সেই রাজ্যে আমি প্রয়োজনের অধিক পাই, যেটি হলো দ্বিগুন অংশ!

ধৈর্য্য ধরুন, আমি এখনও প্রভুর মঙ্গলভাব ও দ্বিগুন অংশের সাক্ষ্য প্রদান করা সাঙ্গ করি নি।

বিগত ২০ বছর ধরে আমার স্ত্রীর স্বপ্ন ছিল সমুদ্রের তীরে একটি বাড়ি হবে। না, কথাটি একটু গুছিয়ে বলি। তিনি চেয়েছিলেন চিরকালের জন্য ওখানে একটি বাড়ি থাকুক। এক কথায় তিনি সাগর প্রেমী! যাই হোক, অনেক বছর ধরেই তিনি সাগর পাড়ের জমি বাড়ির সন্ধান করে আসছেন। অতীতে যখন সুবিধাজনক দামে তার পছন্দের বাড়ি পাওয়া যেত, তখন কোনো একটি পরিচর্যা প্রকল্পে আমাদের টাকা আটকে যেত, ও আমাদের অপেক্ষা করতে হত। এই বছর, আমি যখন বাড়ির নিচে বসে কসরৎ করবার সাইকেলটি চালাচ্ছিলাম তখন আমি প্রার্থনা করছিলাম। হটাৎ করেই, প্রভু আমাকে একটি অতি শক্তিশালীভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিলেন, "ড্রেনডা ফ্লোরিডার যে শহরটিতে বাড়ি পেতে চায় ওকে সেখানে যেতে, ও তাকে এই সপ্তাহতে তার সাগর পাড়ের বাড়ি কিনে ফেলতে বলো।" সে কি কথা, এই সপ্তাহতেই? আমি যখন সেই কথাটি শুনেছিলাম তখন আমার আত্মাতে একটি শক্তিশালী তাগিদ ছিল। কাজেই প্রভু আমাকে যা

বলেছিলেন, আমি ড্রেনডাকে সেই কথা জানিয়েছিলাম, এবং আমরা আমাদের একজন বান্ধবীর সাথে যোগাযোগ করেছিলাম যিনি ওই শহরে বাস করতেন। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে তিনি বাড়ি সন্ধান করবার জন্য ড্রেনডাকে কয়েকদিন তার গাড়িতে চাপিয়ে ঘোরাবেন কিনা। তিনি বলেছিলেন যে সানন্দে তিনি সেটি করবেন।

কাজেই ড্রেনডা অনলাইনে সন্ধান করেছিলেন ও তিনি যে বাড়িগুলিকে দেখতে চেয়েছিলেন এমন ২৫ টি বাড়ির একটি তালিকা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি যখন ওখানে পৌছিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তার ২৫ টি বাড়ির তালিকা থেকে কাটছাট করে ক্রয় করবার পক্ষে সম্ভাবনাময় ৫ টি বাড়ি দেখবেন বলে স্থির করেছিলেন ও তিনি বলেছিলেন যে ওই বাড়িগুলির মধ্যে একটি তার পছন্দ। এমতাবস্থায়, আমি বিমানযোগে সেখানে গিয়েছিলাম ও তার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে সেই পাঁচটি বাড়ি ও যে বাড়িটি তার পছন্দ ছিল সেটি আমাকে দেখিয়েছিলেন। আমরা তালিকাটিকে ৫ থেকে ২ এ নামিয়ে এনেছিলাম—সেগুলির মধ্যে যে বাড়িটি তিনি পছন্দ করেছিলেন সেটি এবং আরেকটি খুব সুন্দর বাড়ি ছিল, কিন্তু ড্রেনডা যে বাড়িটি পছন্দ করেছিলেন সেই বাড়িটি সেটির মত অত সুন্দর ছিল না। আমাকে মানতেই হবে ড্রেনডা যে বাড়িটি পছন্দ করেছিলেন, যখন আমি সেই বাড়িটি দেখেছিলাম, তখনই আমি জানতাম যে এই বাড়িটি তার, এবং শেষ পর্যন্ত আমরা বাড়িটির একটি দর হেঁকেছিলাম। বাড়ির মালিক আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন ও আমরা আমাদের নতুন বাড়িটি ক্রয় করবার জন্য একটি চুক্তি করেছিলাম।

কয়েক সপ্তাহ পরে, আমরা যখন ওহাইও তে আমাদের বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন ড্রেনডা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলেছিলেন, "ওটা আমার বাড়ি!" আমি বলেছিলাম, "আমি জানি, ওটা তোমার বাড়ি। যে সপ্তাহে আমি তোমাকে সাগরের তীরে পাঠিয়েছিলাম ঈশ্বর আমাকে বলেছিলেন যে সেই সপ্তাহেই আমাকে তোমার সাগর পাড়ের বাড়িটি তোমায় কিনে দিতে হবে।"

তিনি বলেছিলেন, "না, তুমি বুঝতে পারো নি; ওটা আমার বাড়ি।" তিনি খুলে বললেন যে তিনি বেশ কয়েক বছর ধরেই ওই এলাকায় বাড়ির খোঁজ করছিলেন, এবং আমরা যে বাড়িটি কিনছিলাম, একদিন তিনি একটি জমি বাড়ি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনে সেই বাড়িটির ছবি দেখেছিলেন। তিনি যখন ছবিটি দেখেছিলেন,

তখন সেটি তার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বাড়িটির প্রত্যেকটি জিনিস পছন্দ করেছিলেন, যেমন, বাড়িটির স্পেনীয় ভুমধ্যসাগরীয় স্থাপত্যকার্য, মেঝের নকশা, বাড়ির অবস্থান, সবকিছুই। তিনি সেই ছবিটিতে তার আঙ্গুল রেখে, "প্রভু, বাড়িটি আমার চাই" এই কথা বলার কথা স্মরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে বাড়িটি অতি মূল্যবান ও ইতি পূর্বেই আমরা অন্য প্রকল্পতে আমাদের নগদ অর্থ বিনিয়োগ করে ফেলেছিলাম, কাজেই তিনি সেই সময়ে আমাদের অর্থ সংস্থানের পাল্লার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে এমন অন্য বাড়িগুলির দিকে নজর দিচ্ছিলেন। কিন্তু অন্য কোনো বাড়ি আমাদের ভাগ্যে জোটেনি, এবং আমরা কখনই কোনো একটি বাড়ির মালিকের সাথে চুক্তি করবার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারি নি। তখনও কোনো একটি বাড়ির বিষয়ে আমরা ঐক্যমত্ত হতে পারি নি।

আপনার এও জানা উচিত যে দু বছর আগে আমরা এই শহরটিতে সাগর পাড়ের একটি বাড়ির জন্য বীজ বপন করেছিলাম। সেই সময়ে আমাদের স্বীকারোক্তিটি ছিল এই যে এই শহরে আমাদের একটি সমুদ্র সৈকতের ধারে বাড়ি রয়েছে, আমরা এরই মধ্যে সেটি পেয়েছি, এবং যে দিন আমরা বাড়িটির জন্য বপন করেছিলাম সেই দিনই আমরা সেটি পেয়ে গিয়েছিলাম। আমরা যেদিন ড্রেনডার সমুদ্র পাড়ের বাড়িটির পক্ষে পরস্পরের হাত ধরেছিলাম ও ঐক্যমত্ত হয়েছিলাম সেদিনের সেই স্থান ও কালটির কথা আমি স্মরণ করতে পারি। কিন্তু যখন আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম, তখন দুই বছর পূর্বে ড্রেনডা যে ছবিটি দেখেছিলেন সেটির কথা স্মরণ ও এই উপলব্ধি করেছিলেন যে এই বাড়িটি ছবিতে দেখা সেই বাড়িটিই, তার বাড়ি!

সেই বাড়িটির ইতিহাসের ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার পর, আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে বাড়ির মালিক সত্যিই কয়েক বছর আগে বাড়িটি বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বাড়িটি বিক্রি হয় নি ও তিনি বাড়িটিকে বিক্রি করা থেকে বিরত হয়েছিলেন। যখন ড্রেনডা বিক্রয়যোগ্য জমি বাড়ির তালিকায় বাড়িটিকে দেখেছিলেন ঘটনাটি সেই সময়ের। কিন্তু বাড়ির মালিক পুনরায় বাড়িটিকে তালিকাভুক্ত করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, এবং কেন আমি "তোমাকে এই সপ্তাহতে বাড়িটি কিনতে হবে" এই নির্দেশ সহকারে ড্রেনডাকে সাগরে পাঠানোর জন্য আকস্মিক তাগিদ অনুভব করেছিলাম, তার কারণ এটিই। তিনি আপনাকে বলবেন যে সাধারনত এইভাবে আমি অর্থ ব্যয় করি না। সময়টাই

সবকিছু। সেইবার আমার অর্থ অন্য কোনো প্রকল্পে যুক্ত ছিল না, ও সেটি বাড়ির জন্য মজুদ ছিল। আমি নিশ্চিত যে সেই সময় অনেক লোক সেই বাড়িটির দিকে লক্ষ্য রাখছিল এবং সেটিই সেই তাগিদ অনুভব করবার কারণ। আশ্চর্যজনকভাবে, দুবছর আগে ড্রেনডা যখন বাড়িটি প্রথম দেখেছিলেন বাড়িটির তখন যে দাম ধার্য করা হয়েছিল তার তুলনায় দামের বৃদ্ধি ঘটে নি। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর ড্রেনডার জন্য বাড়িটিকে আগলে রাখছিলেন।

কিন্তু এই কাহিনীর দ্বিগুন অংশের ভাগটি এখানে। যখন আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়া বাড়িটির বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত করবার জন্য কিছুটা সময় বাকি ছিল, তখন আমরা ড্রেনডার মায়ের নিকট থেকে একটি ফোন কল পাই। গত ৩২ বছর ধরে কানাডাতে তিনি একটি বাড়ির মালিক ছিলেন। বেশ কিছু বছর ধরে বেশ কয়েকবার আমরা সেখানে গিয়ে থেকেছি ও বাড়িটি ও তার অবস্থানটি আমরা ভালবাসতাম। বাড়িটি ঠিক জলের উপরে থাকা একটি দ্বীপের উপরে রয়েছে। বলা ভালো যে বাড়িটির পেছনের দিকের কাঠের পাটাতনের থেকে সাগরের দূরত্ব প্রায় ৩০ ফিট। ড্রেনডার বাবা ও মায়ের বয়স হচ্ছিল ও তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তারা এত দুরে থাকা একটি বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও সেটির পেছনে অর্থ ব্যয় করতে চান না। তারা আমাদের কাছে এসেছিলেন ও জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সেই বাড়িটি কিনতে আমরা আগ্রহী কিনা, আর আমি তাদের না বলেছিলাম। যদিও আমি জায়গাটি ভালবাসতাম, কিন্তু ওহাইও থেকে সেটির দুরত্ব ছিল গাড়িতে ৩১ ঘন্টার মত, এবং এই দূরত্বের কারণে আমার মনে হয় নি যে আমি মাঝে মাঝেই ওখানে যেতে পারব। কাজেই তারা একজন জমি বাড়ির দালালের কাছে গিয়ে বাড়িটি বিক্রয়ের জন্য তালিকাভুক্ত করেছিলেন, কিন্তু বাড়িটিকে দু বছর ক্রয় বিক্রয়ের বাজারে রাখবার পরেও কোনো ক্রেতা বাড়িটির বিষয়ে তেমন আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করে নি।

কাজেই তখন যখন আমরা আমাদের সাগর পাড়ের বাড়িটির বিক্রয় প্রক্রিয়ার সমাপ্তির জন্য অপেক্ষমান ছিলাম, তখন তারা ফোন করেছিলেন ও বলেছিলেন যে তারা বাড়িটিকে বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হন নি, এবং আমরা যদি বাড়িটিকে কিনতে চাই ও পরিবারের মধ্যে রাখি তাহলে তারা বাড়িটির দাম কমিয়ে অর্ধেকে নিয়ে আসতে রাজি আছেন। আমি যখন সেই বিষয়ে চিন্তা করেছিলাম, তখন দেখলাম আমার সন্তানেরা ছোট থেকে ওখানে গিয়ে বড়

হয়েছে, আর জায়গাটি খুব মনোরম। কাজেই ড্রেনডা ও আমি সেই বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলাম ও তাদের বলেছিলাম যে আমরা বাড়িটি কিনব। আমাদের কাছে ওই বাড়িটি ক্রয় করবার মত নগদ অর্থ ছিল। তাছাড়া বিগত বছরে আমার কোম্পানির জন্য আমি একটি বিমান কিনেছিলাম, যার কারণে ৩১ ঘন্টার রাস্তা অতিক্রম করবার পরিবর্তে আমরা মাত্র ৫ ঘন্টাতেই ওখানে পৌঁছে যেতে পারতাম। সেটি ওখানে যাওয়াটিকে অনেক বেশি সুবিধাজনক করেছিল।

দ্বিগুন অংশ কোনো কিছুর একজোড়া প্রাপ্ত করবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, এমন ভাবনা যেন আপনার মধ্যে না আসে বাস্তবে, দ্বিগুন অংশ হলো প্রয়োজনের অধিক থাকা

ওই দুটি বাড়ি ক্রয় করবার পর, আমি একদিন আমার অফিসে বসে ছিলাম যখন আকস্মিক আমার মাথায় এই চিন্তাটি ধাক্কা মেরেছিল, “একটু থামো, এটিই তো দ্বিগুন অংশ!” আমার স্ত্রী বহু বছর ধরে একটি সাগর পাড়ের বাড়ির স্বপ্ন দেখে আসছিলেন। আর এখন, মাত্র দুমাসের মধ্যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিন অংশে তার একটি বাড়ি রয়েছে, যেটি শীতকালে বেশ উষ্ণ থাকে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে থাকবার পক্ষে সেটি অতিরিক্ত গরম। কিন্তু কানাডাতে যে বাড়িটি রয়েছে সেটিতে গ্রীষ্মকালে বেশ উপযুক্ত তাপমাত্রা থাকে কিন্তু শীতকালে সেটি অতি শীতল। আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে এখন উভয় ঋতুর জন্য তার কাছে একটি করে সাগর পাড়ের বাড়ি রয়েছে। অবিশ্বাস্য। যখন ওই দুটি বাড়ির হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছিল, তখন আমরা অবশ্যই বলেছিলাম, “তুমি কি ওটা দেখেছ?” আমার মনে হয় আপনিও মানবেন যে এই ঘটনাটির সাথে দ্বিগুন অংশের সাদৃশ্য রয়েছে! আশ্চর্য!

কিভাবে ঈশ্বর ড্রেনডা ও আমার নিকট কোনো কিছুর দুটি করে অংশ আনয়ন করেছিলেন আমি সেগুলির বেশ কিছু উদাহরণ ব্যবহার করলাম। আমার বিশ্বাস দ্বিগুন অংশ যে সক্রিয় ঈশ্বর আমাদেরকে স্পষ্টভাবে সেটি দেখাবার জন্যই এগুলিকে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত করতে চাই যে দ্বিগুন অংশ কোনো কিছুর একজোড়া প্রাপ্ত করবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, এমন ভাবনা যেন আপনার মধ্যে না আসে। বাস্তবে, দ্বিগুন অংশ হলো প্রয়োজনের অধিক থাকা। ঈশ্বর দ্বিগুন অংশের সম্পর্কে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য কোনো কিছুর এক জোড়ার এই অতি সুস্পষ্ট উদাহরণগুলি ব্যবহার করছিলেন। তাই যা কিছুই

হোক না কেন, কোনো কিছুর প্রচুর পরিমাণ সরবরাহই হলো দ্বিগুন অংশ। আমি আশা করি আপনি দ্বিগুন অংশ ও বিশ্রামবারের বিশ্রামের বাস্তবতাকে বুঝতে পারছেন। ঈশ্বরের রাজ্যে জীবন অতি মধুর! এখন আমি যখন এই অধ্যায়টি লিখছি, তখন আমি কানাডাতে আমাদের বাড়িতে বসে রয়েছি, জানালার বাইরে সাগরের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। বাড়িটি থেকে মাত্র ২৫ গজ দুরে সামুদ্রিক শঙ্খচিল ও হাঁস সমুদ্রের তীর বরাবর খেলা করছে। সেখানে রয়েছে শান্তি, কোনো নিষ্ঠুরতা নেই, সবকিছুর মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে, এবং আশীর্বাদ রয়েছে। আমি একটি কার্যভারে নিযুক্ত রয়েছি, আমার পিতার রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করবার, আমি তাঁর বাটির একজন পুত্র, তাঁর মহান রাজ্যের একজন নাগরিক, এবং আমি দ্বিগুন অংশ উপভোগ করছি!

কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য ও যে সকল ধর্ম সেই রাজ্যকে পরিচালিত করে সেগুলি আমাদের ও তার সাথে সাথে সেই সকল হাজার হাজার মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে, যারা তাদের কাহিনীগুলিকে ইমেইল করে আমাদের কাছে পাঠায়, ড্রেনডা ও আমি সেগুলি নিয়ে অনেক গল্প লিখতে পারি। যে কথা আমি বলেছি, বাইবেলে আপনি সেই সকল কিছু পাঠ করতে পারেন, কিন্তু সেই বাইবেলকেই আপনার চোখের সামনে ঘটতে দেখাটি খুব রোমাঞ্চকর একটি বিষয়।

এখানে আমি কেবলমাত্র একটি পার্শ্বটিকা যুক্ত করতে চাই। কিভাবে ঈশ্বর ড্রেনডা ও আমাকে আশীর্বাদ করেছেন ও আমরা যে যাত্রাপথ অতিক্রম করেছি মানুষকে সেটি বলা আমার পক্ষে কিছুটা ঝুঁকি নেওয়ার সামিল। অনেক সময় মানুষ এটিকে ভুল ভাবে নেয়। কখনও কখনও তারা মনে করতে পারে যে আমরা আত্মশ্লাঘাপূর্ণ বা দর্পকারী। বা তারা ভাবে যে আমরা তাদের দশমাংশের বা তাদের উপহারের অর্থ নিয়েছি ও নিজেদের জন্য ব্যয় করেছি। দয়া করে বুঝবেন যে ড্রেনডা ও আমি আমাদের টিভি সম্প্রচারের থেকে কোনো অর্থ নিই না, এবং আমরা আমাদের পঠন সামগ্রী বিক্রির অর্থ গ্রহণ করি না। তবে হ্যাঁ, আমরা যে মন্ডলীর পালকত্ব করি সেখান থেকে আমরা অবশ্যই বেতন পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের ব্যবসা রয়েছে ও সবসময় সেটি ছিল, এবং ঈশ্বর সেগুলিকে আশীর্বাদ করেন। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ঘটনা বলবার দ্বারা এটি নিশ্চিত করতে চেয়েছি যে আপনি যেন আমাদের অন্তরকে জানতে পারেন। আমার মনে হয়েছিল যে বাস্তবে আমরা যা ঘটতে দেখেছি এবং সেই ঘটনাগুলি সম্পর্কে ঈশ্বর আমাদের

যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন সেটি আপনাকে জানানো প্রয়োজন। আমি আপনাকে যে ফলাফলগুলির কথা বলছি সেগুলি গ্যারি ও ড্রেনডা কেসির ফলাফল নয়; আমরা অতটা ভালো নই! না, আমরা যা কিছু দেখেছি ও আমরা যা কিছু উপভোগ করছি সেগুলি হলো আমাদের পিতার ও আমাদের জীবনে তাঁর রাজ্যের ফলাফল। আমরা এই কারণে সেই কাহিনীগুলি বলছি কারণ আমরা এইটুকুই চাই যে আপনি যেন সেটি বুঝতে পারেন! শুনুন, আমরা শূন্য থেকে এখানে এসেছি, এবং একমাত্র যে কারণে আমি এই বইটি লিখছি সেটি হলো আপনার জন্য! আমি চাই যে আপনি জানুন যে কিভাবে সেটি কাজ করে যাতে আমার মত আপনিও বুঝতে পারেন ও ঈশ্বরের নিকট আপনার জন্য যা কিছু রয়েছে সেগুলি প্রাপ্ত করেন।

বোঝবার চেষ্টা করুন যে আমি তীব্রভাবে দরিদ্রতাকে ঘৃণা করি। নয় বছর সেই ক্রমাগত মানসিক চাপ ও ভয়ের মধ্যে বাস করাটি আক্ষরিক অর্থে পৃথিবীর মধ্যে স্থিত নরকে বাস করবার ন্যায় ছিল! আশা করি আপনি স্মরণ করবেন যে বিশ্রামপর্বের বিশ্রাম আপনার মতই আমারও বটে! কিভাবে বিশ্রামপর্বের বিশ্রামে প্রবেশ করতে হয় পরের অধ্যায়ে আমি আপনাকে সেটি বুঝতে সাহায্য করব।

এটি এই অধ্যায়টির একটি পার্শ্বটিকা মাত্র। যে মুহুর্তে আমি উপরের লাইনটি লেখা সমাপ্ত করলাম, ঠিক তখনই আমার সেক্রেটারি বা সচিব আমার অফিসে এলেন ও বললেন যে আমার জন্য একটি বাক্স এসেছে। আমি বিস্মিত হয়ে সেটিকে খুললাম ও দুটি অতি সুন্দর শটগান দেখতে পেলাম। বাহ, বেশ উৎসাহব্যঞ্জক তো! মনে হচ্ছে এই মাত্র আমি যে কথা বললাম ঈশ্বর যেন তার উপরেই "আমেন" মুদ্রাঙ্কিত করলেন।

এই বইটি ছাপাখানায় যাওয়ার ও আমি প্রথম বইভর্তি ট্রাক পাওয়ার পর, আমি আমাদের আটলান্টা Revolution অধিবেশনে প্রথম বারের জন্য এই সকল নীতিগুলি শিক্ষা দেওয়ার জন্য রোমাঞ্চিত ছিলাম। আমি এ কারনেও রোমাঞ্চিত ছিলাম কারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমার কাছে অনেক নতুন বই ছিল। আমি যখন বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নাচঘরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, তখন আমার সচিব আমাকে ডেকে বললেন যে যে ভদ্রলোক আমাকে প্রথম বন্দুকের সেটটি দিয়েছিলেন তিনি আমাকে ফোন করেছেন এবং এই মুহুর্তেই আমার সাথে তার কথা বলা প্রয়োজন। কাজেই আমি তাকে তৎক্ষনাত ফোন করলাম। তিনি খুব রোমাঞ্চিত হয়ে আমাকে বললেন যে তিনি একটু আগেই পার্সেল করবার

অফিসে গিয়েছিলেন ও আমাকে আরো দুটি বন্দুক প্রেরণ করেছেন! তার সাথে, তিনি ড্রেনডাকেও একটি বন্দুক পাঠিয়ে ছিলেন, এবং যেহেতু তিনি জানতেন যে ড্রেনডা শিকার করেন নি, তাই তিনি তাকে একশ ডলারের নোটে ১৫০০ ডলার পাঠিয়েছিলেন। আমি হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হলো আমি যা করছিলাম স্বয়ং ঈশ্বর তাতে আরেকটিবার সীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন, এবং একভাবে, তিনি আমাকে সেই কাজ করা অব্যাহত রাখতে বলছিলেন। মানুষের এটি জানা প্রয়োজন – ঈশ্বর চান যে আপনি এটি জানুন! যাইহোক, বাড়ি ফিরে আমি বাক্সটি খোলবার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। ড্রেনডা ও আমি আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর মিলযুক্ত ব্রাউনিং কোম্পানীর উপর নিচে থাকা দোনালা শটগান পেয়েছিলাম। দুটি বন্দুকই ছিল একেবারে নতুন। আমার কাছে একটি ব্রাউনিং কোম্পানির গোল্ড মডেলের আংশিক স্বয়ংক্রিয় ২০ গেজের বন্দুক ছিল, আর তাছাড়া, ড্রেনডার জন্য তার ১৫০০ ডলার অর্থ তো ছিলই। দ্বিগুন অংশ!

আপনি এই কথা চিন্তা করে বিস্মিত হতে পারেন যে অতগুলি বন্দুক কী প্রয়োজন। হ্যাঁ, আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে এই মুহূর্তে আমার কাছে অনেকগুলি খুব সুন্দর শটগান রয়েছে, সেগুলি সস্তা দামেরও নয়, আর আমি এই একই প্রশ্ন করেছি। ঈশ্বর আমাকে জানান যে তাঁর সম্পদ কত বিরাট, ও আমি যা প্রত্যাশা করি তার তুলনায় তাঁর যোগান আরো অধিক, আমি যেন তা দেখতে পাই, সেই কারণেই তিনি আমাকে এতগুলি অতি মূল্যবান ও সুদৃশ্য শটগান প্রেরণ করেছিলেন। আমি সেটি বুঝি! আমি তা দেখি!

অধ্যায় ১০

দ্বিগুন অংশের রহস্য

বিশ্রামপর্বের বিশ্রাম কাকে বলে ও কিভাবে সেটি দ্বিগুন অংশের মাধ্যমে সম্ভব হয় এখন আমি সে বিষয়ে আলোচনা সেরে ফেলেছি। আপনার মনের মধ্যে যে প্রশ্নটি থাকা উচিত সেটি হলো, "কিভাবে আমি দ্বিগুন অংশের মধ্যে প্রবেশ করি?" আপনি প্রশ্নটি করেছেন বলে আমি খুশি! এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করবার জন্য সেই কাহিনীতে ফিরে যাওয়া যাক যেখানে যীশু ৫০০০ জন পুরুষকে পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ সহকারে আহার দিয়েছিলেন।

পরে দিবা প্রায় অবসান হইলে তাঁহার শিষ্যগণ নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, এটি নির্জন স্থান, এবং দিবাও অবসান-প্রায়; ইহাদিগকে বিদায় করুন, যেন ইহারা চারিদিকে পল্লীতে পল্লীতে ও গ্রামে গ্রামে গিয়া আপনাদের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পারে।

কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই উহাদিগকে আহার দেও। তাঁহারা কহিলেন, আমরা গিয়া কি দুই শত সিকির রুটি কিনিয়া লইয়া উহাদিগকে খাইতে দিব?

তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটি আছে? গিয়া দেখ। তাঁহারা দেখিয়া কহিলেন, পাঁচখানি রুটি এবং দুইটি মাছ আছে।

তখন তিনি সকলকে সবুজ ঘাসের উপরে দলে দলে বসাইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা শত শত জন ও পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া সারি সারি বসিয়া গেল। পরে তিনি সেই পাঁচখানি রুটি ও দুইটি মাছ লইয়া

স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং সেই রুটি কয়খানি ভাঙ্গিয়া লোকদের সম্মুখে রাখিবার জন্য শিষ্যদিগকে দিতে লাগিলেন; আর সেই দুইটি মাছও সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন। তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল। পরে তাঁহারা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা বারো ডালা এবং মাছও কিছু তুলিয়া লইলেন। যাহারা সেই রুটি ভোজন করিয়াছিল, তাহারা পাঁচ হাজার পুরুষ।

-মার্ক ৬:৩৫-৪৪

এর আগে আমরা এই কাহিনীটির সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু কাহিনীটিতে দ্বিগুন অংশ বিষয়ক সত্যিই কিছু বড় সুত্র রয়েছে। এই কাহিনীতে, যীশু অতিপ্রাকৃতভাবে রুটি ও মাছকে বৃদ্ধি করেছিলেন, এবং জনতা পেট না ভরা পর্যন্ত খেয়েছিল। আমি অনুমান করছি যে নারী ও শিশু সমেত সেই স্থানে ২০,০০০ মানুষের সমাগম ঘটেছিল; এবং পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে ওই সংখ্যক মানুষের প্রত্যেককে ভর পেট খাওয়ানো ছিল নিশ্চিতভাবেই সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক কাজ। এবং এই কারণে, আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের ও যেভাবে সেই রাজ্য কাজ করেছিল সেই বিষয়ে আনন্দ করতে পারি। কিন্তু সেদিন যা ঘটেছিল, শুধুমাত্র মানুষকে আহার দেওয়াটাই সেটির সম্পূর্ণ চিত্র নয়, এবং আপনি যদি ওখানেই থেমে যান, তাহলে আপনি দ্বিগুন অংশ হারিয়ে ফেলবেন। আসুন আরেকটু অধিক তদন্ত করা যাক।

শুধুমাত্র পরিতৃপ্ত হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখবার পরিবর্তে জীবনযাপন করবার একটি তুলনামূলক উত্তম উপায় রয়েছে আপনি পরিতৃপ্ত হওয়ার মানসিকতা নিয়ে বেশি কিছু গড়তে পারবেন না

তাহাতে সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল। <u>পরে তাঁহারা গুঁড়াগাঁড়ায় ভরা বারো ডালা এবং মাছও কিছু তুলিয়া লইলেন।</u> যাহারা সেই রুটি ভোজন করিয়াছিল, তাহারা পাঁচ হাজার পুরুষ

কাজেই শাস্ত্রের এই অংশটি আমাদের কী বলছে? প্রত্যেকে তৃপ্তি করে খাওয়ার পর ১২ ডালা রুটি ও মাছ তুলে নেওয়া হয়েছিল। দ্বিগুন অংশের সংজ্ঞা হলো প্রয়োজনের অধিক থাকা। প্রয়োজনটি হলো মানুষের তৃপ্তি পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ

করা, কিন্তু মানুষ পরিতৃপ্ত হওয়ার পর ১২ ডালা গুঁড়াগাঁড়া পড়ে থাকাটি হলো দ্বিগুন অংশ, যা প্রয়োজনের অধিক। আপনার চেতনার মধ্যে কিছুটা সময়ের জন্য এই পার্থক্যটিকে গেঁথে রাখুন। আমি চাই আপনি আপনার মনের মধ্যে দ্বিগুন অংশের একটি সুস্পষ্ট চিত্র রাখুন। এই কাহিনীর প্রথম অংশটিকে – অর্থাৎ ৫০০০ মানুষকে পেট ভরে খাওয়ানো—সম্পাদন করবার জন্য কিভাবে যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের পরাক্রমকে আনয়ন করেছিলেন সে বিষয়ে অধিক গভীরে যাওয়ার মত সময় এখানে আমার নেই। কিন্তু আপনি আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব: আজ্ঞাবহতার শক্তি নামের ধারাবাহিক এই বইগুলির প্রথম বইটিতে এই বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন।

তার পরিবর্তে, আমি দ্বিগুন অংশ, অতিপ্লাবনের উপর, এবং এই কাহিনীটিতে কিভাবে সেটি ঘটেছিল সেই দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে চাই। হ্যাঁ, এটি একটি বিস্ময়কর কাহিনী – ২০০০০ মানুষ প্রত্যেকে পরিতৃপ্ত হয়েছিল, কি দারুন ঘটনা! কিন্তু কেবলমাত্র পরিতৃপ্ত হওয়া ছাড়াও ঈশ্বরের রাজ্যে আরো অনেক কিছু রয়েছে, যদিও অতিপ্লাবনে যাওয়ার পূর্বে নিশ্চিতভাবেই আপনার পরিতৃপ্ত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। পরিতৃপ্ত হওয়া তো দারুন ব্যাপার, কিন্তু আগামীকাল কী হবে? আমি যেটা বলতে চাইছি যে আপনার লক্ষ্য যদি হয় কেবলমাত্র পরিতৃপ্ত হওয়া, তাহলে পুনরায় আপনি যখন ক্ষুধার্ত হবেন তখন আপনার কী হবে? অনেক খ্রীষ্টবিশ্বাসী পরিতৃপ্তির অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু তারা দ্বিগুন অংশ থেকে বঞ্চিত থাকে। দ্বিগুন অংশই ঈশ্বরের বিশ্রামপর্বের বিশ্রাম নিয়ে আসে। পরিতৃপ্ত থাকা কেবলমাত্র একটি সাময়িক সমাধান। সেটি যোগানের সমস্যার সমাধান করে না। এই মুহুর্তে আপনি ক্ষুধার্ত না হলেও আপনি যে পুনরায় ক্ষুধার্ত হবেন সেটি জানা ভয়ের দ্বারকে উন্মুক্ত করে, যা আপনাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায় ও একটি টিঁকে থাকার মানসিকতা সহকারে পরিশ্রম করায়। না, শুধুমাত্র পরিতৃপ্ত হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখবার পরিবর্তে জীবনযাপন করবার একটি তুলনামূলক উত্তম উপায় রয়েছে। আপনি পরিতৃপ্ত হওয়ার মানসিকতা নিয়ে বেশি কিছু গড়তে পারবেন না। কেবলমাত্র আজকের দিনের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার পরিতৃপ্তির স্তরের মধ্যে দূরদর্শিতা সীমাবদ্ধ থাকে। কেবলমাত্র পরিতৃপ্ত থাকাকে একটি লক্ষ্যরূপে রাখাটি হলো যন্ত্রণাদায়ক শ্রম ও ঘাম ঝরানোর পৃথিবীর অভিশাপের প্রথার মধ্যে টিঁকে থাকার লক্ষ্য।

পরিতৃপ্ত আজকের দিনের জন্য ভোজন করে; দ্বিগুন অংশ একটি আগামীকাল নির্মাণ করে!

সংস্কৃতি ও অধিকাংশ মন্ডলীগুলি কিরূপ চিন্তা করে সেই বিষয়ে আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দিই। যে কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্ন করুন যে তাদের আর্থিক পরিস্থিতি কেমন ও আপনি নানান উত্তর পাবেন, খুব বেশি ভালো উত্তর সম্ভবত পাবেন না। কিন্তু আপনি যদি ভালো একটি উত্তর পান, কেউ যদি বলে, “আমাদের অবস্থা বেশ ভালো”, তাহলে তাদের প্রশ্ন করুন, “তাহলে আপনি কতদিন আগে আপনার বাড়ির ঋণ মিটিয়ে দিয়েছেন?” তারা সম্ভবত আপনার দিকে তাকাবে ও আপনাকে বলবে, “আসলে, আমার বাড়ির দেনাটা এখনও মিটিয়ে উঠতে পারি নি। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমরা আমাদের সকল বিলের অর্থ মিটিয়ে দিচ্ছি আর ব্যাঙ্কে আমাদের কিছু টাকা রয়েছে।” আপনি বলুন, “বাহ, দারুন! আপনারা বেশ ভালোই আছেন। আচ্ছা, আপনাদের ব্যাঙ্কের খাতায় কি ১০ হাজার ডলারের অধিক (প্রায় আট লক্ষ টাকা) রয়েছে?” অবশ্যই, আমার ধারণা কেউই এই প্রশ্ন করবে না, কিন্তু আপনি যদি এই প্রশ্ন করেন, তাহলে তারা উত্তরে বলবে, “না, অত নেই, তবে ৮০০ ডলার (৬৪ হাজার টাকার মত) রয়েছে। সত্যিই, এই লোকগুলো মনে করে যে যেহেতু তাদের একটি সুন্দর গাড়ি রয়েছে, একটি ভালো বাড়ি আছে, আর ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে, তাই তাদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো। তারা পরিতৃপ্তির জীবনযাপন করছে। কিন্তু এর থেকেও অধিক কিছু রয়েছে! যদি আপনার বাড়ির দেনা মিটে যাওয়ার পরেও আপনার ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ বা ৫ লক্ষ ডলার থাকে তাহলে সেটি কেমন হবে? অধিকাংশ মানুষের কাছেই সেটি হবে জীবনে প্রয়োজনের অধিক থাকার একটি চিত্র। পরিতৃপ্তি মহান বিষয় ও সেটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কিন্তু খাদ্য ভান্ডারে ১২ ডালা রুটি ও মাছ থাকা হলো প্রয়োজনের অধিক, এবং সেখানে রয়েছে শান্তি!

একদিন আমি একজন মক্কেলের সাথে বসে ছিলাম ও তার আর্থিক সঙ্গতির বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। আমি যখন তার ঋণের পরিমাণের উপর চোখ বুলাচ্ছিলাম, তখন আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে ক্রেডিট কার্ডে তার ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪০০০০ ডলার। আর আমি তার সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলাম, ও লক্ষ্য করেছিলাম যে তার চেকিং একাউন্টে প্রায় ৪০০০০ ডলারের মত অর্থ ছিল। আমি

বলেছিলাম, "জো, এটা এমন কোনো বড় সমস্যা নয়। আপনার কাছে আপনার তিনটি ক্রেডিট কার্ডের সম্পূর্ণ ঋণ মেটাবার মত নগদ অর্থ রয়েছে। ক্রেডিট কার্ডে আপনার সুদের হার হলো ১৮%, এবং আপনার চেকিং একাউন্টের সুদের হার হলো ১%। নগদ টাকা দিয়ে আপনার ক্রেডিট কার্ডের ঋণ মিটিয়ে নিন!" কিন্তু কী জানেন? জো বলেছিলেন যে তিনি তা করতে চান না। তার কথায় আমি সেখানে বিস্মিত হয়ে বসে ছিলাম ও তাকে প্রশ্ন করেছিলাম কেন। তিনি বলেছিলেন যে তার চেকিং একাউন্টে টাকা থাকলে তিনি সুরক্ষিত ও আর্থিকভাবে ধনী বোধ করেন। আমি হা করে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, "আপনাকে ধনবান বোধ করায় মানেটা কী? এটা একটি ভ্রম। যদিও আপনার চেকিং একাউন্টে ৪০০০০ ডলার অর্থ রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে আপনার কাছে সেই অর্থ নেই কারণ আপনি আপনার ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলির নিকট সেই পরিমাণ অর্থ ঋণ করেছেন। আপনার ধারণা ভ্রান্ত, এবং আপনি একটি প্রতারণাকে বিশ্বাস করে বহু অর্থ প্রদান করে চলেছেন"।

আমরা প্রায় ঘন্টা খানেক কথা বলেছিলাম, এবং তিনি কখনই বুঝতে পারেন নি কমপক্ষে যে তার চেকিং একাউন্টে যা কিছু রয়েছে তার একটি বৃহৎ অংশ কেন তার ঋণ পরিশোধের কাজে লাগানোর বিষয়ে তার বিবেচনা করা উচিত। তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি ওই অর্থের জন্য কঠোর শ্রম করেছিলেন। আরেকটি ঘন্টা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবার পর আমি হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম ও বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন; সেই অর্থকে তার চেকিং একাউন্টে রাখবার চেষ্টা করবার মধ্যে কোনো নিরাপত্তা ছিল না। হ্যাঁ, আমি জানি যে যখন তার কাছে ইমেইলের মধ্যে ব্যাঙ্কের খাতার বিবরণটি আসে ও সেই বিবরণীটি দেখায় যে তার নামে ব্যাঙ্কে ৪০০০০ ডলার রয়েছে তখন সেটি ভালো লাগে। কিন্তু তিনি কোথায় রয়েছেন সেই বিষয়ে প্রকৃত চিত্রটি পাওয়ার জন্য তাকে ক্রেডিট কার্ডের বিলটিও খুলতে হবে।

সন্তুষ্টি মহান একটি বিষয়, এবং সেই পরিতৃপ্তভাবটি আপনাকে নিরাপত্তার একটি ভুয়া ধারণার দিকে প্রলোভিত করতে পারে। কিন্তু আপনাকে একটুখানি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে জানতে হবে যে এইমাত্র আপনি যা কিছু ভক্ষণ করলেন, সেটি কয়েক ঘন্টা পরেই আপনার যা কিছু প্রয়োজন হবে তা দিতে পারবে না। আপনি পুনরায় ক্ষুধার্ত হবেন। আপনি যদি কেবলমাত্র দ্রুত

সমাধানের, প্রয়োজনীয় বস্তুর সরবরাহের চটজলদি সন্তুষ্টির চেষ্টা করেন, তাহলে একমাত্র যে বিষয়টি বাস্তবে আপনার জীবন পরিবর্তন করতে পারে সেটি থেকে বঞ্চিত হবেন- দ্বিগুন অংশ।

যখন আমরা সকলে পৃথিবীর যন্ত্রণাদায়ক শ্রম ও ঘাম ঝরাবার অভিশাপের প্রথাতে বেড়ে উঠেছিলাম, তখন আমরা একটি বিষয়ের বাসনা করতাম, থামা! আমি এই কথাটি পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছিলাম। আমরা আরেকটি কাজ বা আরেকটি সুযোগের স্বপ্ন দেখি নি, কারণ, সত্যি বলতে কি, আমরা ইতিপূর্বেই জীবনকে নিয়ে বাকহীন হয়ে পড়েছিলাম এবং পরবর্তী ছুটির সময় পর্যন্ত কোনক্রমে জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনি দেখবেন, দাসেরা অধিক কাজ করবার ব্যাপারে আকাঙ্খা করে না। দাসেরা একটি বিষয়ের স্বপ্ন দেখে, সেটি হলো শুক্রবার রাত, সোমবার সকাল নয়। কেন? কারণ দাসেরা কেবলমাত্র একটি বিষয়ের স্বপ্ন দেখে—থামা। শুনুন, জর্জরিত ও "থামবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাওয়া" মানসিকতা আপনাকে কখনই কোনো স্থানে নিয়ে যাবে না। একজন স্বর্গদূতও যদি আপনার শয়নকক্ষে এসে আপনাকে ঈশ্বরের নিকট হতে প্রাপ্ত একটি আইডিয়া বা ধারণার কথা বলে, তা হলেও আপনার মানসিকতা আপনাকে টেনে ধরে থাকবে।

দ্বিগুন অংশকে ধরবার জন্য আপনাকে অবশ্যই পরিতৃপ্ত হওয়ার বাইরে দেখতে হবে!

দ্বিগুন অংশের ক্ষেত্রে এই উক্তিটি প্রধান বিষয়। আমি জানি এই মুহূর্তে এই কথাটির তেমন বৃহৎ কোনো অর্থ নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে থাকবে। আমি যা বলতে চাই আপনাকে সেটি দেখাবার জন্য আমি মার্কের পরিবর্তে, যোহনের পুস্তক থেকে সেই ৫০০০ লোককে খাওয়ানোর কাহিনীটির দিকে আরেকটিবার দৃষ্টিপাত করতে চাই। সেই কাহিনীটির প্রতি যোহনের দৃষ্টিভঙ্গিতে, আমরা সেই একই কাহিনীটি দেখতে পাই কিন্তু সেখানে কতিপয় এমন কিছু বিবরণ পাওয়া যায় যেগুলি আমরা মার্কের সংস্করণে পাই না।

তখন যীশু সেই রুটী কয়খানি লইলেন, ও ধন্যবাদ করিলেন, এবং যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন; সেইরূপে মাছ কয়টী

হইতেও, তাহারা যত ইচ্ছা করিল, দিলেন। আর তাহারা তৃপ্ত হইলে তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সকল সংগ্রহ কর, যেন কিছুই নষ্ট না হয়।

-যোহন ৬:১১-১২

কাহিনীর এই সংস্করণটিতে আমরা দেখি যীশুই তাদেরকে গিয়ে গুঁড়াগাঁড়া সংগ্রহ করতে ও যাতে কোনকিছুর অপচয় না হয় তা বলেছিলেন। আমি চাই আপনি এই বুঝুন। যেহেতু শিষ্যরা সুযোগটি দেখতে পায় নি তাই তাঁকে তাদেরকে এই কথাটি বলতে হয়েছিল। নিজেকে তাদের স্থানে রেখে দেখুন। আপনি পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত, আর আপনি কেবলমাত্র বিছানায় গড়াগড়ি দিতে ও দিবানিদ্রায় যেতে চান। আপনার পৃথিবীর অভিশাপের প্রশিক্ষণ ও দাসসুলভ মানসিকতার কারণে, যখন আপনি পরিতৃপ্ত হন, তখন থেমে যাওয়ার সময় হয়। আপনি দেখছেন যে দাসের মানসিকতা কেবলমাত্র তখনই কাজ করে যখন কাজ করতে বাধ্য থাকে, কিন্তু যখন কাজ করতে বাধ্য থাকে না, যখন সেটি পরিতৃপ্ত হয়ে যায়, তখন সেটি থেমে যায়। শিষ্যদের চোখের সামনে যা কিছু ছিল যীশুকে তাদেরকে সেগুলিকে সংগ্রহ করতে বলতে হয়েছিল। তাদের চারিপাশে ভূমির উপর গুঁড়াগাঁড়া পড়ে ছিল, তা সত্ত্বেও তারা সেগুলিকে তুলে ফেলবার জন্য কোনো চেষ্টা করে নি। কিন্তু তা হলেও, তাদের মনের মধ্যে, পাখিদের জন্য সেই গুঁড়াগাঁড়াকে ফেলে রাখা ছাড়া সেটির আর কী মূল্য ছিল?

যীশু তাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাদেরকে গুঁড়াগাঁড়া সংগ্রহ করতে ও কোনকিছু নষ্ট না করতে বলবার পর একটি মন্তব্য করেন! কিন্তু তাঁর সেই উক্তির অর্থ কী? বেশ কথা, অন্তত তখনকার মত তো প্রত্যেকে ভরপেট খেয়েছে, প্রত্যেকেই পরিতৃপ্ত, কেউই আর রুটি বা মাছ চায় না। কিন্তু সমস্যাটি এখানেই – আপনার যা প্রয়োজন তার তুলনায় অধিক সংগ্রহ না করতে পারলে বিশ্রামপর্বের কোনো বিশ্রাম থাকে না। যখন ষষ্ঠ দিনে ইস্রায়েলীয়রা মান্না সংগ্রহ করত, তখন তাদেরকে তাদের যতটা প্রয়োজন তার তুলনায় অধিক সংগ্রহ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাহলে সেইদিন তাদের যতটা প্রয়োজন তার তুলনায় অধিক সংগ্রহ করাটি সপ্তম দিনে, বিশ্রাম করবার দিনে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সম্ভারে পরিণত হত। যীশু তাঁর শিষ্যদের পরিতৃপ্তির অধিকের

দিকে দৃষ্টিপাত করবার ও ঈশ্বরের রাজ্যের পূর্ণ সরবরাহের দিকে তাকানোর শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আবারও, আপনি পরিতৃপ্তি দিয়ে কোনকিছু নির্মাণ করতে পারেন না, দ্বিগুন অংশ দিয়ে আমি গেঁথে তুলতে পারেন। পরিতৃপ্তি আজকের দিনের খাদ্য নিঃশেষিত করে দিয়েছে কিন্তু **১২** ডালা গুঁড়াগাঁড়া আপনাকে আগামীকালের বিকল্প প্রদান করে।

এখানেই সেই মূল নীতিটি রয়েছে যেটি আমি চাই আপনি দেখুন।

যীশু যতক্ষণ পর্যন্ত না গুঁড়াগাঁড়ার প্রতি তাঁর শিষ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সেগুলিকে দেখতে পায় নি ঠিকই, তবুও **ইতিপূর্বেই ঈশ্বর তাদেরকে বিশ্রামপর্বের বিশ্রাম দিয়েছিলেন,** অর্থাৎ দ্বিগুন অংশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সেটিকে দেখতে পায় নি। এর আগেই ঈশ্বরের রাজ্য খাদ্য যোগান দিয়েছিল, রুটি ও মাছের বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল, এবং সকল মানুষকে আহার দিয়েছিল—কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য সর্বদা দ্বিগুন অংশ যুগিয়েছিল। ঈশ্বর কখনই কেবলমাত্র পরিতৃপ্ত করবার জন্য যোগাবেন না; **তিনি সর্বদা প্রয়োজনের অধিক সরবরাহ করবেন।** সমস্যাটি হলো হয়ত আপনি সেটিকে দেখছেন না!

> *দেও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে; লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দিবে; কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদেরও নিমিত্তে পরিমাণ করা যাইবে।*
>
> -লুক ৬:৩৮

দেও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে; লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দিবে। কিন্তু এখানে এই পদের সমাপ্তি ঘটে না। আপনার চেপে ঝাঁকিয়ে দেওয়া পরিমাণটি হলো সেই দিনের জন্য আপনার প্রাপ্য বস্তুসমূহ।

কিন্তু এই পদটি আরো বলে “উপচিয়া!” এই উপচিয়া পড়াটি হলো দ্বিগুন অংশ। ঈশ্বর সর্বদা দ্বিগুন অংশ সরবরাহ করে, কেবলমাত্র যথেষ্ট নয়!!!! কিন্তু আপনি যদি সে বিষয়ে সচেতন না থাকেন, ও শষ্য যদি উপচিয়া পড়ে যায়, তাহলে আপনি হয়ত সেটিকে ভূমিতে পড়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবেন যেহেতু

আপনি আপনার সম্মুখস্থ পরিতৃপ্তির অংশটির উপরে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ছিলেন ও উপচে পড়া অংশটিকে ধরবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এমন করার দ্বারা, আপনি দ্বিগুন অংশকে ধরতে ও সেটি উপভোগ করতে ব্যর্থ হবেন। কিন্তু আপনি যদি পরিপূর্ণ সরবরাহের বিষয় জেনে ও অনুমান করে, উপলব্ধি করতেন যে কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কার্য করে, তাহলে আপনি কার্য করতে এবং ঈশ্বর যা কিছু প্রদান করেন, সেগুলিকে ধরবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

আমি আপনাকে আরেকটি উদাহরণ দিই।

> *'শিমোন উত্তর করিলেন, হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব। তাঁহারা সেইরূপ করিলে মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়িল, ও তাঁহাদের জাল ছিঁড়িতে লাগিল; তাহাতে তাঁহাদের যে অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা সঙ্কেত করিলেন, যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন। তাঁহারা আসিয়া দুইখান নৌকা এমন পূর্ণ করিলেন যে, নৌকা দুখানি ডুবিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া শিমোন পিতর যীশুর জানুর উপরে পড়িয়া কহিলেন, আমার নিকট হইতে প্রস্থান করুন, কেননা, হে প্রভু, আমি পাপী। কারণ জালে এত মাছ ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া তিনি, ও যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন; আর সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহন, যাঁহারা শিমোনের অংশীদার ছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তখন যীশু শিমোনকে কহিলেন, ভয় করিও না, এখন অবধি তুমি জীবনার্থে মানুষ ধরিবে। '*
>
> -লুক ৫:৫-১০

এটি হলো এমন একটি কাহিনীর অংশ বিশেষ যে কাহিনীটি পূর্বে আমরা পাঠ করেছিলাম। পিতরের দুটি নৌকা ছিল ঈশ্বরের রাজ্যের কারণে যেগুলির মাছের ভারে জলে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এই ঘটনাটি ছিল মাছ ধরবার বিষয়ে তার জ্ঞানের বিপরীত ও সেটি তাঁকে হতবাক করেছিল। কিন্তু পরের বার যীশু যখন তাকে বলেছিলেন, "এই যে পিতর, চলো গভীর জলে যাই, আর তুমি যত ইচ্ছা মাছ ধরতে পারবে" তখন কী ঘটেছিল বলে আপনার মনে হয়? আপনি

কি মনে করেন যে পিতর দুটি নৌকা নেবেন? আমার সন্দেহ আছে। তিনি তার বন্ধুদের কাছ থেকে যতগুলো সম্ভব নৌকা ধার ও সেই নৌকাগুলিকে একত্রিত করবেন। কেন? কারণ তার একটি ভিন্ন প্রত্যাশা এবং যেভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কার্য করে সেই বিষয়ে একটি ধারণা থাকবে।

এই গোটা আলোচনাটির মূল উদ্দেশ্য হলো আপনি যাতে বোঝেন যে ঈশ্বর যে সরবরাহ প্রেরণ করছেন আপনি সেটির পুরোটি দেখছেন না। অবশ্যই, অধিকাংশ সময়ে সেই যোগানটি কাঁচা টাকার রূপ গ্রহণ করবে না। কিন্তু সেটি বুদ্ধি, স্বর্গীয় কার্যকলাপ, ও পবিত্র আত্মা কর্তৃক পথ নির্দেশনার আকারে হবে। আমরা যদি দ্বিগুন অংশ সম্পর্কিত যথাযত ধারণা সহকারে প্রস্তুত না থাকি, তাহলে আমাদের পৃথিবীর অভিশাপের টিঁকে থাকবার প্রশিক্ষণের কারণে আমরা সেগুলিকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবো।

এই রুটি বৃদ্ধি হয়ে যাওয়ার কাহিনীটিতে, কিভাবে ঈশ্বরের রাজ্য কার্য করে, কী প্রত্যাশা করতে হবে, ও কী অনুমান করতে হবে, যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যেহেতু তাদের দাসত্বের মানসিকতা চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা রুটিগুলির মধ্যকার সম্ভবনা দেখে নি, তাই তাদেরকে দৃষ্টিপাত করবার ক্ষেত্রে যীশুকে প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছিল: "তোমরা কী দেখো? তাকাও! তোমাদের জন্য ঈশ্বর যা কিছু প্রস্তুত রেখেছেন তোমরা সেগুলির সবকিছু দেখছ না।"

আমি এক মুহুর্তের জন্য আপনাকে যাত্রাপুস্তক ১৬ এর কথা মনে করিয়ে দিতে চাই কারণ সেখানে আরো একটি বিষয় রয়েছে যা আমি নির্দেশ করতে চাই।

> *আর প্রতিদিন প্রাতঃকালে তাহারা আপন আপন ভোজনশক্তি অনুসারে কুড়াইত, কিন্তু প্রখর রৌদ্র হইলে তাহা গলিয়া যাইত। পরে ষষ্ঠ দিনে তাহারা দ্বিগুণ খাদ্য, প্রতিজনের নিমিত্তে দুই দুই ওমর, কুড়াইল, আর মণ্ডলীর অধ্যক্ষেরা সকলে আসিয়া মোশিকে জ্ঞাত করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, সদাপ্রভু তাহাই বলিয়াছিলেন; কল্য বিশ্রামপর্ব্ব, সদাপ্রভুর উদ্দেশে পবিত্র বিশ্রামবার; তোমাদের যাহা ভাজিবার ভাজ, ও যাহা পাক করিবার পাক কর; এবং যাহা অতিরিক্ত, তাহা প্রাতঃকালের জন্য তুলিয়া রাখ।*

তাহাতে তাহারা মোশির আজ্ঞানুসারে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহা রাখিল, তখন তাহাতে দুর্গন্ধ হইল না, কীটও জন্মিল না। পরে মোশি কহিলেন, অদ্য তোমরা ইহা ভোজন কর, কেননা অদ্য সদাপ্রভুর বিশ্রামবার; অদ্য মাঠে ইহা পাইবে না। তোমরা ছয় দিন তাহা কুড়াইবে, কিন্তু সপ্তম দিন বিশ্রামবার, সে দিন তাহা মিলিবে না।

তথাচ সপ্তম দিনেও লোকদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা কুড়াইবার জন্য বাহির হইল; কিন্তু কিছুই পাইল না। তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তোমরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করিতে কত কাল অসম্মত থাকিবে? দেখ, সদাপ্রভুই তোমাদিগকে বিশ্রামবার দিয়াছেন, তাই তিনি ষষ্ঠ দিনে দুই দিনের খাদ্য তোমাদিগকে দিয়া থাকেন; তোমরা প্রতিজন স্ব স্ব স্থানে থাক; সপ্তম দিনে কেহ নিজ স্থান হইতে বাহিরে না যাউক। তাহাতে লোকেরা সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিল।

-যাত্রাপুস্তক ১৬:২১-৩০

যে কথাটি আমরা বলে আসছি যে, দ্বিগুন অংশই হলো সেই বিষয় যা বিশ্রামপর্বের বিশ্রামকে সম্ভবপর করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, যদিও ইতিপূর্বেই ঈশ্বর ষষ্ঠ দিনে দ্বিগুন অংশ সরবরাহ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্রামবারে সেটির সন্ধানে বাইরে গিয়েছিল ও কিছুই পায় নি। ঈশ্বর যে সেটি সরবরাহ করবার বিষয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন না ব্যাপারটি তা নয়। তারা সেটি দেখতে পায় নি কারণ ইতিমধ্যেই ষষ্ঠ দিনে যে দ্বিগুন অংশ তাদের দেওয়া হয়েছিল সে বিষয়ে তাদের উপযুক্ত কোনো ধারণা ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই, তারা কেবলমাত্র একদিনের মত যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করেছিল। এইবার, সপ্তম দিনে ক্ষুধার্ত হওয়ার পর, তারা মোটেই কোনো কিছু পায় নি। তাদের চিন্তাধারা থেকে দেখলে হয়ত মনে হতে পারে ঈশ্বর তাদের প্রতি স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর ব্যর্থ হন নি; তারাই দ্বিগুন অংশের নীতির বিষয়ে মোটেই সচেতন ছিল না। তারা যদি জানত, তাহলে তাহলে ভিন্নভাবে পরিকল্পনা করত।

আজ কত মানুষ তাদের যা কিছু প্রয়োজন সেগুলির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করছে না যে ঈশ্বর ইতিপূর্বেই সেই প্রয়োজনের বস্তুটি

প্রেরণ করেছেন? আমার মনে হয় উপরের পংক্তিটিতে এই বিষয়টি সত্যিই বেশ কৌতুহল উদ্রেককারী যে যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ না করবার কারণে বাস্তবে ঈশ্বর তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন!!!! কিভাবে আমাদের মন্ডলীগুলিতে সেটি শিক্ষা দেওয়া হবে আমি সে বিষয়ে চিন্তা করি।

> *আর যিনি বপনকারীকে বীজ ও আহারের জন্য খাদ্য যোগাইয়া থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজ যোগাইবেন এবং প্রচুর করিবেন, আর তোমাদের ধার্ম্মিকতার ফল বৃদ্ধি করিবেন; এইরূপে তোমরা সর্ব্বপ্রকার দানশীলতার নিমিত্তে সর্ব্ববিষয়ে ধনবান্ হইবে, আর এই দানশীলতা আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ সম্পন্ন করে।*
>
> -2 করিন্থীয় ৯:১০-১১

এখানে পৌল ঈশ্বরের রাজ্যের প্রভাবকে 'তোমরা সর্ব্বপ্রকার দানশীলতার নিমিত্তে সর্ব্ববিষয়ে ধনবান্ হইবে' রূপে বেশ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। বন্ধু আমার, এর জন্য প্রয়োজন দ্বিগুন অংশ। প্রয়োজনের অধিক থাকা ছাড়া আপনি সর্ব বিষয়ে দানশীল হতে পারেন না।

কিভাবে আমার ব্যবসাটি আমাদের একজন বিক্রেতার সাথে কাজ করে এক বছরে ৩ থেকে ৪ মিলয়ন ডলার উৎপাদন স্তর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেই একই বিক্রেতার সাথে কাজ করেই এক বছরে ১১ মিলিয়ন ডলার হয়েছিল, সেকথা আগের একটি অধ্যায়ে আমি আপনাকে বলেছিলাম। এই সকল বৃদ্ধিগুলি মাত্র এক বছর সময়ের মধ্যেই ঘটেছিল। কিভাবে সেটি ঘটেছিল সেটিও আমি আপনাকে বলেছি। এক রাতে ঈশ্বর আমাকে একটি স্বপ্ন দিয়েছিলেন ও কিভাবে সেটি করতে হয় সেটি বলেছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে যা বলেছিলেন এখন সেকথা আপনাকে বলা প্রয়োজন, কারণ এখন আপনার কাছে সেটি অর্থবহ হয়ে উঠবে। আমার স্বপ্নটিতে তিনি সোজাসুজি আমাকে তিনটি শব্দ দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, ঠিকই পড়লেন, কেবল তিনটি শব্দ। সেই তিনটি শব্দই সেই বছরে আমার উপার্জনকে হাজার হাজার ডলার বৃদ্ধি করেছিল। তার জন্য তখন পর্যন্ত আমি যে বাজারজাতকরণ ও বিজ্ঞাপন করছিলাম তার চাইতে বেশি কিছু আমাকে করতে হয় নি। আমি নিজেকে ছাড়া আমার কোম্পানির কার্যকলাপের মধ্যে কোনো কিছু পরিবর্তন করি

নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেভাবে কোনো কিছু করছিলাম ওই তিনটি শব্দ আমাকে সেটিকে পরিবর্তন করবার নির্দেশ দিয়েছিল, এবং সেই পরিবর্তনটি আমাদের ব্যবসা ও আমার আয়কে চারগুন বৃদ্ধি করেছিল। আপনি প্রশ্ন করুন, "সেই তিনটি শব্দ কী কী?" সময়ের সদ্ব্যবহার কর--- এটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

হ্যাঁ, সময়ের সদ্ব্যবহার কর। "ব্যাস, এই টুকুই? এই তিনটি শব্দই এই সকল কিছু করেছিল?" হ্যাঁ, করেছিল। আপনি যখন বুঝবেন যে ঈশ্বর তাঁর সরবরাহের সাথে সর্বদা দ্বিগুন অংশকে প্রেরণ করেন, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে তিনি আমাকে কী বলছিলেন।

অন্যান্য সকল সেলস বা বিক্রয় কোম্পানীর ন্যায়, আমার কোম্পানীও মানুষকে সাহায্য করবার দ্বারা লাভ উপার্জন করে থাকে। যে কোম্পানী মানুষকে সাহায্য করবার ক্ষেত্রে অধিক উত্তম, তারা ততই অধিক অর্থ উপার্জন করবে। যদিও এই কথাটি সত্য, পাশাপাশি এটাও ঠিক যে অনেক সেলস কোম্পানীগুলি তাদের মক্কেলদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। হয় ক্রেতাদের সাথে দুর্বল যোগাযোগের ও ক্রেতা পরিষেবার মাধ্যমে, অথবা তাদের সংস্থার জন্য নতুন মক্কেল সন্ধান ও তাদের রক্ষা করবার অভাবের মাধ্যমে তাদের এই ব্যর্থতা ঘটে।

আমাদের ক্ষেত্রে আমরা অত্যাধিক ব্যস্ত ছিলাম, আর যদিও সেই ব্যস্ততা মন্দ বিষয় নয়, তথাপি আমি আমার মক্কেলদের যত দ্রুত উত্তর দিতে চাইতাম, কখনও কখনও আমরা তাদেরকে অতটা দ্রুততার সাথে উত্তর দিই নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমাদের বিনিয়োগকারী মক্কেলদের সাথে কাজ করি ও আমি সেই কাজ ভালবাসি। যখন একজন সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারী মক্কেল ফোন করেন, এবং ব্যক্তিগতভাবে সেই ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করবার জন্য সেই কাজটি আমাকে দেওয়া হয়, কিন্তু কখনও কখনও আমার ব্যস্ত কর্মসূচীর কারণে, আমি প্রথম ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ফোন করে উঠতে পারি না। আমার অভিপ্রায়টি সাধু, কিন্তু আমি সেই কাজটি সম্পূর্ণ করে উঠতে পারি না। যেমনটা আপনি জানেন, যখন মানুষ প্রশ্ন করে,

প্রভু আমাকে বলছিলেন যে সেই অতিপ্লবন, বিশ্রামপর্বের বিশ্রাম, আগে থেকেই ছিল, তিনি আগে থাকতেই সেসব যুগিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আমিই সেটি দেখছিলাম না!

তখন কোম্পানী তাদেরকে তাদের উত্তর দিয়ে থাকে যেটি তাদের কারবার চালায়। কখনও কখনও একজন সম্ভবনাময় মক্কেলকে তাদের ব্যক্তিগত বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যে ফোন করতে দেরী করাটি অনেক বেশি দেরী হয়ে যেতে পারে। তারা অন্য কাউকে ফোন করতে পারে যারা তাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি সময় দিতে পারে। এমন অনেক কিছু থাকতে পারে যা ভুল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু যখন মানুষ উত্তর জানতে চায় তখন সেই উত্তরের সাথে সমস্যার সমাধানকে থাকতে হবে।

কাজেই প্রভু যখন আমাকে সেই তিনটি শব্দ দিয়েছিলেন, তখন আমি জেনেছিলাম যে সেই শব্দগুলির অর্থ কী। আমাকে যদি সত্যিই সেই মঞ্চটির উপরে উঠতে হয়, সেরা দশের মধ্যে জায়গা করে নিতে হয় এবং সেই এক লক্ষ ডলারের বোনাস চেকটি গ্রহণ করতে হয় তাহলে আমাকে ভিন্নভাবে বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। আমাকে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে! কাজেই আমি যেভাবে কাজ করতাম তার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন করেছিলাম। আমি একটি নিয়ম বানিয়েছিলাম, কোনো ব্যক্তি যদি বিনিয়োগের পরামর্শ পেতে ফোন করে, তাহলে, সম্ভব হলে, দুই মিনিটের মধ্যে আমি তাদেরকে ঘুরিয়ে ফোন করব, এবং আমি তৎক্ষনাত তাদের সাথে সাক্ষাত করব। আমার মক্কেলরা গোটা দেশ জুরে রয়েছে, এবং এই প্রতিশ্রতিটি এমন একটি প্রতিশ্রুতি ছিল যেটিকে রক্ষা করা কঠিন হবে। কিন্তু আমি সেটি করবার ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আমি আমার কোম্পানীর ম্যানেজার বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম ও ঈশ্বর যা কিছু বলেছিলেন তাকে সেই কথা জানিয়েছিলাম এবং তাকে আমার সকল প্রতিনিধিদেরকে সুযোগের দেখা পাওয়া মাত্র সেটিকে কাজে লাগাবার সেই একই মানসিকতা রাখবার কথা বলে দিতে বলেছিলাম। যখন সেই বছরের সমাপ্তি ঘটেছিল, তখন সেই বিক্রেতার নিকট সেরা দশে স্থান পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ১১ মিলিয়ন ডলারের অধিক ব্যবসা আমরা করেছিলাম। কিন্তু তার সাথে সাথে, আমরা আমাদের অন্যান্য বিক্রেতাদের জন্য মিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত ব্যবসা প্রাপ্ত বা সংরক্ষিত করেছিলাম।

এখানেই সেই বৃহৎ রহস্য উন্মোচনের মুহূর্তটি রয়েছে। যখন কোনো মক্কেল আমাদের সাথে কথা বলতে চাইত তখন আমরা দ্রুত তার প্রতি সাড়া দিতাম, কেবলমাত্র এইটুকু করা ছাড়া আমরা তেমন ভিন্নধর্মী কোনো কিছু করি নি। আপনি দেখছেন যে, প্রভু আমাকে বলছিলেন যে সেই অতিপ্লাবন, বিশ্রামপর্বের

বিশ্রাম, আগে থেকেই ছিল, তিনি আগে থাকতেই সেসব যুগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমিই সেটি দেখছিলাম না!

কাজেই কিভাবে দ্বিগুন অংশকে সক্রিয় করতে হয় তেমন কোনো ঈশ্বরের রাজ্যের নীতি নেই। সর্বদাই দ্বিগুন অংশ রয়েছে। ঈশ্বর সর্বদা একটি দ্বিগুন অংশের স্তরে যোগান দিয়ে থাকেন।

ঈশ্বর কখনই কেবলমাত্র আজকের দিনের জন্য যোগান প্রেরণ করেন না। কিন্তু সর্বদা সেটির সাথে দ্বিগুন অংশ প্রেরণ করে থাকেন!

এখানেও, সমস্যাটি হলো আমরাই সেই দ্বিগুন অংশকে দেখি না।

কিন্তু তার থেকেও বড় সমস্যাটি হলো আমরা সেটির সন্ধান করবার কথাও জানতাম না!!!!

"যেন কিছুই নষ্ট না হয়!" যীশুর এই উক্তিটি আমার বেশ ভালো লাগে। ঈশ্বর সব কিছু পাঠিয়েছিলেন, এবং তিনি চান আপনি সেগুলি প্রাপ্ত করেন। তিনি যখন লোকেদের নিকট আগেই মান্না প্রেরণ করে দিয়েছিলেন, তার পরেও তিনি যখন দেখেছিলেন যে, সপ্তম দিনে তারা সেই মান্নার সন্ধান করছিল তখন তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। তিনি মোশিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি ষষ্ঠ দিনেই সেই মান্না বর্ষণ করেছিলেন, যাতে তারা সেটিকে সঞ্চয় করে রাখতে ও বিশ্রামপর্ব উপভোগ করতে পারে। মূলত তিনি তাদেরকে যে কথা বলছিলেন, "বিশ্রামপর্ব আমার নিমিত্ত নয়, এটি তোমাদের জন্য। সেই কারণেই আমি তোমাদের নিকট দ্বিগুন অংশ প্রেরণ করেছি।" আপনি যীশুকে প্রায় সেই একই কথা বলতে শোনেন। "বন্ধুগণ, খাবারের অংশগুলি তুলে ফেল, ও এক জায়গায় জড়ো করো। তোমার যাতে দ্বিগুন অংশ উপভোগ করতে ও বিশ্রাম পেতে পারো তাই ঈশ্বর এইগুলি তোমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন, এইগুলিকে তুলে নাও।"

পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে ৫০০০ লোকের আহার দেওয়ার যীশুর এই কাহিনীতে, শিষ্যরা গুঁড়াগাঁড়া দেখে নি। তারা সেইগুলির সন্ধানও করছিল না। কিন্তু কোনটা তুলে রাখতে হবে যীশু তাদের সেই কথা বলেছিলেন, এবং সেই খাদ্য নষ্ট হয়ে যায় নি। আজ আমাদেরকে পরিতৃপ্তির অধিক দেখবার ও দ্বিগুন অংশকে সংগ্রহ করবার জন্য পবিত্র আত্মাকে সাহায্য করতে হয়। আমরা যদি

তাঁকে অনুরোধ করি তাহলে আমরা যা কিছু দেখছি না তিনি সেগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দেবেন। আশা করি এতক্ষণে আপনি মূল বিষয়টি জানতে পেরেছেন যে ইতিমধ্যেই আপনাকে দ্বিগুন অংশ প্রদান করা হয়েছে; আপনাকে কেবলমাত্র সেটিকে সংগ্রহ করতে হবে।

যেহেতু পৃথিবীর অভিশাপের যন্ত্রনাদায়ক কঠোর শ্রম ও ঘাম ঝরানোর প্রথা থেকে বাঁচবার একমাত্র পথ হলো দ্বিগুন অংশ, তাই শয়তান সেটিকে ঘৃণা করে। হ্যাঁ, সে হয়ত খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে যে তারা যদি কেবলমাত্র তাদের বিলের অর্থ মিটিয়ে দেয়, জীবন চালানোর জন্য কাজ করে, তাহলেই সবকিছু ঠিক আছে। কিন্তু এমন একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী যার কাছে ঈশ্বরের রাজ্যকে সাহায্য করবার জন্য অর্থ রয়েছে ও যে আর্থিক ভয় ও দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে জীবনযাপন করে--- এখন এমন একজন ব্যক্তিকে শয়তান থামিয়ে দিতে চায়। শয়তানের অভিপ্রায় হলো আপনাকে আপনার জীবনের সমস্ত সময় জুড়ে ভগ্ন করে রাখা এবং আপনাকে এমন একটি অনুর্বর টিঁকে থাকার জীবনশৈলীতে বন্দি করে রাখা যেখানে আপনার কোনো প্রভাব থাকবে না। অর্থ হলো প্রভাব! শয়তান নিশ্চিতভাবেই আপনাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে আটকে রাখতে চেষ্টা করবে। সেই কারণেই আমি যা বলতে চলেছি সেটি আপনার পক্ষে বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিগুন অংশ লুক্কাইত রয়েছে!

বেশ, এখন শিষ্যদেরকে চাপমুক্ত করবার সময়। তারা কেন অতিপ্লাবনটিকে দেখতে পায় নি তার একটি কারণ ছিল। হ্যাঁ, আমরা যে কথা বলে আসছি, অবশ্যই তারা দেখছিল না, কিন্তু সত্যিই আরেকটি কারণ ছিল। আপনি সাধারনত ময়লা তুলে নেন না! আমি বলতে চাইছি যে চারিপাশে যে রুটি ও মাছের টুকরোগুলো পড়ে ছিল, তাদের চিন্তায় সেগুলি নিছক ফেলে দেওয়া খাদ্যাংশ ছিল।

কর প্রদান করবার জন্য পিতরের যে মুদ্রাটি প্রয়োজন ছিল কেন সেটি একটি মাছের মুখের ভেতরে লুকোনো ছিল? কেই বা মাছের মুখের মধ্যে টাকা খুঁজতে যাবে? কেই বা ভাবতে পেরেছিল যে যেসব দক্ষ পেশাদার জেলেরা সারারাত ধরে মাছ ধরবার চেষ্টা করেও কিছুই পায় নি, তারা একজন রব্বির মুখের কথাতে তাদের দুটি নৌকা ভর্তি করে মাছ ধরতে পারবে, যেটি তাদের জীবনের সর্ববৃহৎ

মাছ ধরা হবে? কেই বা ভাবতে পেরেছিল যে ২ রাজাবলী ৪ অধ্যায়ের সেই স্ত্রীলোক যার কাছে কোনো অর্থ ছিল না, একটু খানি তৈল ছাড়া বাড়িতে আর কিছুই ছিল না, এবং সে যে দেউলিয়া হয়ে গেছে সেই কথা ঘোষণা করতে যাবে এমন সময় কোনো এক উপায়ে এত অধিক পরিমাণ তৈল লাভ করবে যা তার সকল ঋণ মিটিয়ে দেবে ও তাকে ঋণমুক্ত হয়ে জীবনযাপন করবার সুযোগ দেবে? কেউই ভাবতে পারে নি। কে ভেবেছিল যে গ্যারি কেসি, সে তার ক্লাসের সর্বনিম্ন নম্বর প্রাপকের চাইতে ঠিক আগের ধাপে থেকে লেখাপড়া সমাপ্ত করেছিল, সে আজ একজন কোটিপতি হয়ে যাবে ও প্রতিদিন সমগ্র বিশ্বের হাজার হাজার মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলবে? কেউ না! এই সকল ঘটনাগুলির মধ্যে, ঈশ্বর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাবার জন্য অপ্রত্যাশিতকে ব্যবহার করেছিলেন।

শয়তানের অভিপ্রায় হলো আপনাকে আপনার জীবনের সমস্ত সময় জুড়ে ভগ্ন করে রাখা এবং আপনাকে এমন একটি অনুর্বর টিঁকে থাকার জীবনশৈলীতে বন্দি করে রাখা যেখানে আপনার কোনো প্রভাব থাকবে না

যদি অতিপ্লাবন, দ্বিগুন অংশ সুস্পষ্ট হত, উন্মুক্ত থাকত, তাহলে শয়তান সেটিকে দেখে ফেলতে পারতো ও সেটিকে ধরে ফেলবার ও চুরি করবার চেষ্টা করত। সেই কারণেই উন্মুক্তভাবে তাঁর সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করেন না। সেগুলি গুপ্ত থাকে। আপনি সন্তুষ্ট থাকুন ও ঈশ্বরের যোগানকে উপভোগ করুন, আপনার এহেন পরিস্থিতি শয়তান চায় না, কিন্তু আপনি যদি অতিপ্লাবনের ও বিশ্রামপর্বের বিশ্রামের উপরে উঠে থাকেন, তাহলে সে সেটিকে সত্যিই ঘৃণা করে।

পার্থিব রাজ্যে ঈশ্বর যেভাবে কাজ করেন সে সম্পর্কে আমি আপনাকে এমন কিছু দেখাই যেটি আপনার বোঝবার প্রয়োজন।

কিন্তু আমরা নিগূঢ়তত্ত্বরূপে ঈশ্বরের সেই জ্ঞানের কথা কহিতেছি, সেই গুপ্ত জ্ঞান, যাহা ঈশ্বর আমাদের প্রতাপের জন্য যুগপর্য্যায়ের পূর্ব্বে নিরূপণ করিয়াছিলেন। এই যুগের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ তাহা জানেন নাই; কেননা যদি জানিতেন, তবে প্রতাপের প্রভুকে ক্রুশে দিতেন না।

-১ করিন্থীয় ২:৭-৮

এই পদটি আমাদের স্পষ্টভাবে দেখায় যে শয়তান যদি ঈশ্বরের পরিকল্পনা জেনে ফেলত তাহলে সে নিজের কৌশল বদলে ফেলত! এই কারণেই ঈশ্বরকে আচ্ছাদনের নীচে কাজ করতে হয়। যা কিছু স্পষ্ট সে ধরনের যে কোনো বিষয়ের প্রতি শয়তান প্রতিক্রিয়া জানাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই একই কারণে আপনি আপনার সমৃদ্ধ সম্পদ ধারণ বা সংগ্রহ না করেন, ততক্ষণ সেই সম্পদকেও দৃষ্টিগোচর করা যায় না। আমি বেশ কিছু বছর ধরে একটি কথা বলে আসছি। ঈশ্বরের সম্পদ আপনার থেকে লুক্কাইত নেই, বরং আপনার স্বার্থে লুক্কাইত রয়েছে।

আপনার স্বার্থে আপনার নিকট থেকে লুক্কাইত রয়েছে!

আমাকে অনেক লোক বলে যে ঈশ্বর যদি তাঁর উত্তর দেওয়ার জন্য মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা না করেন তাহলে কতই না ভালো হয়। কিন্তু বন্ধু আমার, ঈশ্বর ভীত-সন্তস্ত্র নন। তিনি জানেন কখন বিলের অর্থ প্রদান করতে হবে, এবং আপনার লাভের জন্যই ঈশ্বর অতি তড়িঘড়ি তাঁর হস্ত প্রদর্শন করেন না, পাছে শয়তান সেটিকে কেড়ে নিয়ে যায়।

> *আর আমি তোমাকে অন্ধকারাবৃত ধনকোষ ও গুপ্ত স্থানে সঞ্চিত নিধি দিব; যেন তুমি জানিতে পার, আমি সদাপ্রভুই তোমার নাম ধরিয়া ডাকি, আমি ইস্রায়েলের ঈশ্বর*
>
> -যিশাইয় ৪৫:৩

গুপ্ত স্থানে সঞ্চিত নিধি? এটি সর্বোত্তম হলিউড ছবির কাহিনীর চাইতেও বেশি ভালো। আমার ব্যবসায়িক জীবনে দ্বিগুন অংশ ধরবার ক্ষেত্রে ঈশ্বর যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন তার একটি দৃষ্টান্ত দিই। বেশ কয়েকবছর আগে আমি বসে বসে আমার আর্থিক পরিষেবা কোম্পানীর সেই বছরের লাভ ক্ষতির খতিয়ান দেখছিলাম। যদিও আমি পরিতৃপ্ত ছিলাম – আমি ঋণমুক্ত ছিলাম ও ব্যাঙ্কে আমার কিছু অর্থ ছিল—তা সত্ত্বেও আমি জানতাম যে আরো কিছু রয়েছে। আমি ঈশ্বরের রাজ্যে বিনিয়োগ করতে পারি এমন বেশ কিছু প্রকল্পগুলি দেখেছিলাম, করবার মত অনেক কিছুই রয়েছে, আর সেগুলির সবকটির জন্যই অর্থের প্রয়োজন।

আমি যখন এই বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলাম, তখন প্রভু আমার সাথে গুঁড়াগাঁড়া এই পরিভাষাটি নিয়ে কথোপকথন শুরু করেছিলেন। তিনি যা বলছিলেন প্রথমে সেটি আমার মাথায় ঢোকে নি, কিন্তু আমি যত দীর্ঘ সময় ধরে এই বিষয়ে প্রার্থনা ও তাঁর রব শ্রবণ করেছিলাম, আমি তত অধিক সেটি বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা যেমনটি এই কাহিনীটিতে পাঠ করলাম, গুঁড়াগাঁড়াকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। সেগুলির মূল্যকে মূল্যহীন ভাবা হয়েছিল – কারণ সেগুলিকে মূল্যহীন বা সেকেলে প্রথায় সেগুলির মূল্য নির্ধারিত হয়েছে এমন মনে করে সেই মূল্যহীন বস্তুকে কুড়িয়ে নিতে গিয়ে যে শক্তির প্রয়োজন হবে সেই জন্য। অথবা সম্ভবত, সেগুলির সম্ভাব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি ত্রুটিপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ ধারণা তাদের বর্তমান ধারণা থেকে সম্ভাব্য মূল্য বৃদ্ধির ধারণাকে সীমাবদ্ধ করে তোলে।

আমি নিশ্চিত আপনি মানুষকে বহুবার এই কথা বলতে শুনেছেন, “এইভাবেই আমরা সবসময় এই কাজ করেছি।” বেশ, আমি আপনাকে বলতে পারি দ্বিগুন অংশ সম্ভবত এইভাবে আসবে না।

আমি যখন সেই তথ্যের কাগজটির দিকে তাকিয়েছিলাম, তখন ঈশ্বর সেই সকল টুকরোর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছিলেন যেগুলি আমি টেবিলের উপরে ফেলে রেখেছিলাম ও যেগুলি আমার তুলে নেওয়া উচিত। আমাদের প্রতিটি মক্কেলের সাথে আমরা বাধ্যতামূলকভাবে যে কাজগুলি করি তাদের একটি হলো তাদের কতটা বা কী কী সম্পদ রয়েছে এবং তার পাশাপাশি তাদের ঋণের পরিমাণটি দেখবার জন্য তাদের উপরে আমরা একটি সম্পূর্ণ তথ্যবহুল বিবরণ তৈরী করি। তাদের কাছে এমন কোনো অর্থ আছে কিনা তারপর আমরা সেটির সন্ধান করি, যে অর্থটিকে আমরা তাদের ঋণ দূরীকরণের অভিমুখে কাজে লাগাতে পারি। অবশ্যই আমরা সেই তথ্য সম্বলিত কাগজে তাদের বর্তমান বন্ধকী সম্পদের অবস্থা বা হাল ও সুদের হার তালিকাভুক্ত করি, তার সাথে ঋণের শর্তাবলীগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। সেই সময়ে, আমরা আমাদের মক্কেলদের তাদের গৃহ বন্ধকের বিপরীতে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণের সীমাটি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করতাম, যাতে তাদের ক্রেডিট কার্ডের উচ্চ সুদের হারের ঋণ পরিশোধ করা যায়, সেইভাবে সেই সময়ে ২১% থেকে ৬% হারে তাদের ঋণের সুদকে নামিয়ে আনা হত। এই উপায় অবলম্বন করেই একটি পরিবার এক মাসে cash flow বা নগদের প্রবাহে গড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ ডলার অর্থ সঞ্চয় করতে

পারতো। যখন নিজে থেকেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, তখন আমরা আমাদের মক্কেলদের তাদের নিজেদের ব্যাঙ্কে ফেরৎ পাঠাতাম যাতে তারা অন্যান্য ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট থেকে বড় অঙ্কের ঋণ পেতে পারে।

আমি যখন আমার তথ্যগুলি দেখছিলাম, তখন পবিত্র আত্মা আমার দিকে এই বন্ধকী ঋণের বিষয়টিকে তুলে ধরেছিলেন। "তুমি এই বন্ধকী কাজটি কেন পরিচালনা করো না? আমি যখন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করে ছিলাম, তখন সেটিকে যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয়েছিল। ইতিমধ্যেই আমাদের নিকট আমাদের মক্কেলদের আস্থা রয়েছে; ইতিমধ্যেই আমাদের কাছে তাদের তথ্য রয়েছে; এবং সর্বশেষে, আমরাই সেই লোক যারা তাদেরকে প্রথমে তাদের ঋণকে পুনর্গঠন করবার পরামর্শ দিয়েছিলাম।

ব্যবসার এই দিকটি তদারকি করবার জন্য আমাকে একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যবসা জানতে হবে, সেটির জন্য লাইসেন্স বা ছাড়পত্র পাওয়ার ও প্রশিক্ষণের ক্লাসগুলি পাশ করতে হবে, আরো অনেক কিছু করতে হবে। সেই সব কিছু করবার মত সময় আমার কাছে ছিল না। কিন্তু আমি যখন এই বিষয়ে অবিরত প্রার্থনা করতে থাকলাম, তখন প্রভু আমাকে আমার বন্ধকী কোম্পানি গড়ে তোলবার ও চালাবার জন্য অন্য কোনো একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন, আর আমি সেটিই করেছিলাম। আমরা নিজেরা সেই বন্ধকী কাজটি পরিচালনা করায় প্রথম বছরেই অতিরিক্ত ১৬০০০০ ডলার উপার্জন ঘরে এসেছিল। আমি যে গুঁড়াগাঁড়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেও কখনই সেটিকে দেখি নি, সেটিকে যদি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর জন্য পবিত্র আত্মাকে সুযোগ না করে দিতাম, তাহলে এই পরিমাণ অর্থ আমি কখনই লাভ করতে পারতাম না।

এরপর আমি এমন আরো অনেক কিছুকে ধরেছিলাম যেগুলি ছিল গুঁড়াগাঁড়া, এবং পবিত্র আত্মা আমাকে যেগুলি দেখিয়েছিলেন। এমনই একটি টুকরো যেটিকে আমি অগ্রাহ্য করছিলাম—তার কারণটি হলো অন্য মানুষদেরকে আমি বলতে শুনেছিলাম যে ওই ক্ষেত্রটি প্রবেশ করবার মত উপযুক্ত নয়, এবং তাদের সেই কথাতে আমার একটি অনমনীয় ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল—পরবর্তীতে সেটিই আমাদের জন্য একটি বৃহৎ সফলতাতে পরিণত হয়েছিল। শেষপর্যন্ত যখন আমি বসেছিলাম ও সেটির দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলাম, তখন আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে এই উৎপাদন ক্ষেত্রটির সম্পর্কে আমি যা কিছু তথ্য পেয়েছিলাম সেগুলি সবই

ছিল ভুল, আর বাস্তবে, সেটি আমাদের কোম্পানীর ছিল অতি মানানসই বিষয় ছিল। সেই গুঁড়াগাঁড়াটি আমার কেন্দ্রীয় ব্যবসার পরিকল্পনার চাইতে আরো অধিক আয় সৃষ্টি করেছিল, সেটি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অর্থ আনয়ন করেছে। বাস্তব অর্থেই সেটি ছিল বহু মিলিয়ন ডলারের গুঁড়াগাঁড়া!

তাই আপনার কাছে আমি এটিকে অতি স্পষ্ট করে দিচ্ছি। দ্বিগুন অংশকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ধরা হয়! সোজা কথায় প্রত্যাদেশ হলো এমন কিছু যা পবিত্র আত্মা আপনার নিকট প্রকাশ করছেন এবং যেটি আপনি নিজের চেষ্টায় জানতে পারতেন না। সুতরাং পবিত্র আত্মা এমন কোনো কিছুকে আপনার নিকট প্রকাশ করেন বা সে বিষয়টির প্রতি আপনার চক্ষু উন্মোচন করেন, যেটি নিজে থেকে আপনি জানতেন না। এটিকে প্রত্যাদৃষ্ট জ্ঞান বলে।

দ্বিগুন অংশের ক্ষেত্রে প্রত্যাদেশ হলো প্রধান বিষয়!

তারপর লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করে, "কিভাবে আমি পবিত্র আত্মার রব শ্রবণ করি? কিভাবে এই গুপ্ত ধারণা ও সুযোগগুলিকে ধরতে হয় কিভাবে আমি সেটি শ্রবণ করি" খুব ভালো প্রশ্ন। এই বইটিতে ঈশ্বরের রব শ্রবণ করবার বিষয়ে গভীর আলোচনা করবার মত সময় আমার নেই। তাই আমি আপনাকে আমার লেখা The Baptism of the Holy Spirit শীর্ষক আরেকটি বই পাঠ করবার পরামর্শ দেব। আপনি বইটি Amazon বা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে বইটি কিনতে পারেন। আমরা যেন এখানে এই পার্থিব রাজ্যে, শয়তানের চোখের সামনে সমৃদ্ধ হতে পারি, এবং সে সেই বিষয়ে যাতে কিছুই করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট ঈশ্বরের গুপ্ত পরিকল্পনাগুলিকে প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মা যেভাবে কাজ করেন, ওই বইটিতে আপনি এই বিষয়ে অধিক তথ্য পেতে পারেন। কিন্তু আপনি যাতে সঠিক দিকে এগিয়ে যেতে পারেন, তাই আসুন একবার **১ করিন্থীয় ১৪:২** পদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

> *কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বলে; কারণ কেহ তাহা বুঝে না, বরং সে আত্মার নিগূঢ়তত্ত্ব বলে*

৪ পদ বলে,

যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে আপনাকে গাঁথিয়া তুলে

গেঁথে তোলা শব্দটির অর্থ হলো নির্দেশ বা ধারণা আনয়ন করা। আমার সেটি প্রয়োজন ও আপনারও সেটি দরকার। এখানে বাইবেল যখন পরভাষায় কথা বলবার বিষয়ে বলে, অথবা যখন পৌল এটিকে আত্মাতে প্রার্থনা করা বলে বর্ণনা করেন, তখন – পবিত্র আত্মার এই কার্যটি সম্পর্কে আপনি যা কিছু শুনে থাকুন না কেন, কোনো ব্যক্তি যদি আপনাকে বলে থাকে যে প্রেরিতদের সঙ্গেই এই বরদানটি বিলীন হয়ে গেছে, অথবা এটি শয়তানের থেকে আসে--আমি আপনাকে আপনার বাইবেলটি পাঠ করতে উৎসাহিত করি! আত্মাতে প্রার্থনা করা হলো এক কথায় পার্থিব রাজ্যে আপনার মাধ্যমে স্বয়ং পবিত্র আত্মার প্রার্থনা, যাতে যা কিছু ঘটেছে দিয়াবল সেটি জানতে না পারে অথচ পবিত্র আত্মার ইচ্ছা সাধিত হয়। আত্মাতে প্রার্থনা করা স্বর্গের বাণী শ্রবণ করবার ক্ষেত্রে একটি মুখ্য চাবিকাঠি, এবং আমি যা কিছু বললাম সেটি অধ্যয়ণ করবার জন্য আপনাকে আমি উৎসাহিত করি। আর আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমার বইটি সংগ্রহ করুন, এবং আমি জানি সেই বইটি আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার এই বিস্ময়কর কার্যটির বিষয়ে অধিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে আপনাকে সাহায্য করবে।

আমি শাস্ত্রের দুটি পদের সাহায্যে এই বইটির ইতি টানতে চাই যা মূলত এই অধ্যায়টিকে সমাপ্ত করে।

পরন্তু, যে শক্তি আমাদিগেতে কার্য্য সাধন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচ্ঞার ও চিন্তার নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে পারেন, মণ্ডলীতে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহারই মহিমা হউক। আমেন।

-ইফিষীয় ৩:২০-২১

আপনি এমন কোনো কিছুর বিষয়ে কখনই যাচ্ঞা করতে পারেন না যার বিষয়ে আপনি চিন্তা করেন নি। বর্তমানে আমার কাছে দুটি উড়োজাহাজ রয়েছে, একটি ছোট বিমান যেটি আমি আনন্দ করবার জন্য উড়াই, আর অপরটি আমার

ব্যবসায়িক বিমান যেটিকে আমি তখন আকাশে উড়াই যখন আমি দেশের মধ্যে কোনো স্থানে যাই। আমি যখন ব্যবসার জন্য একটি বিমান ক্রয় করবার কথা বিবেচনা করছিলাম, তখন সেটির দাম শুনে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। উড়োজাহাজ সস্তা নয়! আমি পিছু হটতে ভাবতে শুরু করেছিলাম, "আমার ব্যবসায়িক বিমান ছাড়াও কাজ চলে যাবে। যতই হোক, বিমান কিনতে গেলে অনেক টাকা লাগবে।" কিন্তু প্রতি সপ্তাহেই আমি ব্যবসায়িক বিমান সংস্থার বিমানে চড়ে ভ্রমন করছিলাম, এবং একটি মাসে আমি ২৩ বার বিমান ভ্রমন করেছিলাম। খুব ক্লান্তিকর ছিল। হ্যাঁ আমি বলতে পারতাম যে আমার যোগান রয়েছে। আমার সকল বিমান যাত্রার ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল; ভাড়া মেটাবার জন্য অর্থের সংস্থানের বিষয়ে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু আমার বিমান ভ্রমণ ক্লান্তিকর হয়ে পড়েছিল। যাত্রাপথের বিমানগুলি বাতিল অথবা দেরী করে চলত, এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হয়ে পড়েছিল। আমার যে বিশ্রামপর্বের বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল, এটি তা নয়।

শেষমেষ, আমি স্বীকার করেছিলাম যে সেক্ষেত্রে আমি ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করে ফেলছিলাম। তিনি দ্বিগুন অংশের ঈশ্বর। দুঃখের সাথে বলছি, ড্রেনডা ও আমি সেই বিমানটি ক্রয় করবার ক্ষেত্রে এক বছরের অধিক সময় ধরে ইতস্ততঃ করেছিলাম। পরিশেষে, ঈশ্বর সেই বিমানটির বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন ও আমাদেরকে বলেছিলেন তিনি দু বছর ধরে আমাদেরকে সেই বিমানটি দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছেন! আমরা অনুতাপ করেছিলাম ও আমাদের মনস্থির করেছিলাম। আমরা যে ব্যবসায়িক বিমানটি পেতে চেয়েছিলাম ও যেটি আমাদের প্রয়োজন ছিল আমরা ঠিক সেই বিমানটির জন্যই আমাদের বীজ বপন করেছিলাম; এবং যখন আমরা সেটি করেছিলাম; তখন দু মাসের মধ্যে আমাদের নিকট সেই বিমানটি এসে গিয়েছিল। সেই সময় চলাকালীন ঈশ্বর আমাকে কিছু ব্যবসায়িক চুক্তির বিষয়ে বিচক্ষণতা ও আনুকুল্য প্রদান করেছিলেন, এবং যখন আমার প্রয়োজন হয়েছিল তখন অর্থের যোগান ছিল।

হ্যাঁ, ঈশ্বর দ্বিগুন অংশের ঈশ্বর। তার দ্বারা ভিন্ন কিছু হয়েছিল কি? বেশ, আমার জীবনে বানিজ্যিক বিমানে ভ্রমন করবার তুলনায় নিজের বিমানে ভ্রমন করতে সক্ষম হওয়ার পার্থক্যটির সাথে ৫০ মাইল দুরে আপনার একটি পূর্ব নির্দিষ্ট কাজের স্থানে যাওয়ার সময় আপনার বাইকে চড়ে যাওয়া বা একটি গাড়ি

চালিয়ে যাওয়ার পার্থক্যটির সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন! যে দুটি বছর ধরে আমি কেবলমাত্র পরিতৃপ্ত হওয়ার দিকে লক্ষ্য স্থির করে বসে ছিলাম এবং সেই দ্বিগুন অংশের বিষয়ে অন্ধ ছিলাম যা তার পূর্বেই ঈশ্বর আমার জন্য প্রদান করেছিলেন, তখন ঈশ্বর আমাকে সেই বিমানটি দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আমার প্রয়োজন ছিল কেবলমাত্র সেই দিকে একবার তাকানো।

আপনি হয়তো এমন একটি গাড়ি চালাচ্ছেন যে গাড়িটির এই মুহুর্তেই মেরামতের প্রয়োজন রয়েছে। আপনি যখন ঘুম থেকে উঠেন তখন প্রার্থনা করেন যাতে সেই গাড়িটি চালু হয়। ফাঁকা ব্যাঙ্কের বইয়ের দিকে তাকানো ও সেটির উপরে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বন্ধ করুন। তার পরিবর্তে দ্বিগুন অংশের ঈশ্বরকে আপনাকে গুঁড়াগাঁড়া, সেই সকল গুপ্ত বিষয় প্রদর্শন করবার সুযোগ করে দিন, যেগুলি মুক্ত হওয়ার ও বিশ্রামপর্বের শান্তি ও বিশ্রাম উপভোগ করবার জন্য আপনার জানা প্রয়োজন। তিনি আপনাকে পরিকল্পনা প্রদান করবেন ও আপনি যদি কেবল তাঁকে প্রশ্ন করেন তাহলেই কিভাবে সেটি করতে হয় তিনি আপনাকে তা দেখাবেন। যীশু যেমন বলেছিলেন, “কোনো কিছুই যেন নষ্ট না হয়!” ইতিমধ্যেই দ্বিগুন অংশ আপনার জন্য প্রদান করা হয়েছে!

> *সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের নিমিত্ত বিশ্রামকালের ভোগ বাকী রহিয়াছে। ফলতঃ যেরূপ ঈশ্বর আপন কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তেমনি যে ব্যক্তি তাঁহার বিশ্রামে প্রবেশ করিয়াছে, সেও আপনার কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিতে পাইল।*
>
> -ইব্রীয় ৪:৯-১০

আমি বিশ্বাস করি এই বইটি আপনার ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে আপনার গমনাগমনের পক্ষে একটি আশীর্বাদের কারণ হয়েছে। যে কথা আমি বইতে বলেছি, এই বইটি "আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব" ধারাবাহিক পুস্তকমালার দ্বিতীয় বই। মোট পাঁচটি বই থাকবে, তাই পরবর্তী বইটির জন্য আমাদের ওয়েবসাইটটির দিকে লক্ষ্য রাখতে থাকুন। এছাড়াও আমাদের সদস্যপদ গ্রহণের অভিযান, Team Revolution-এর একজন সদস্য হওয়ার কথাটি বিবেচনা করুন। আপনি আমাদের ওয়েবসাইটেও Team Revolution বিষয়ক অধিক তথ্যের সন্ধান পেতে পারেন।

গ্যারি ও ড্রেনডা কেসি নিউ আলবানি, ওহাইও তে Forward Financial Group এর মালিক ও পরিচালক, 1-(800)-815-0818

গ্যারি ও ড্রেনডা কেসি নিউ আলবানি, ওহাইও তে Faith Life Church এর পালকত্ব করেন।

গ্যারি ও ড্রেনডা কেসির আরো অধিক সামগ্রীর জন্য FaithLifeNow. com, GaryKeesee.com, বা Drenda.com ওয়েবসাইটগুলিতে যান।

আপনার অর্থনৈতিক বিপ্লব
বিশ্রামের শক্তি

আপনি কি ক্লান্ত?

ইঁদুর দৌড়ে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন?
অসফলতার অনুভূতির কারণে ক্লান্ত?
দুশ্চিন্তা করতে করতে হাঁফিয়ে উঠেছেন?
সুখী না হতে পেরে ক্লান্ত?

আপনাকে আর এইভাবে বেঁচে থাকতে হবে না।

আবিস্কার করবার এই অতুলনীয় যাত্রাতে গ্যারি কেসির সাথে সামিল হোন, এবং একটি নতুন প্রথা জানুন- এমন একটি প্রথা যা আপনার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত করে দেবে, ঠিক যেভাবে সেটি অতি দীর্ঘ ক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকবার এবং আর্থিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে কুঁড়ে কুঁড়ে খাওয়ার পর গ্যারির জীবনকে রূপান্তরিত করেছিল।

খুঁজে বার করুন:

1. কিভাবে গ্যারির জন্য সকলকিছুর পরিবর্তন হয়েছিল – কিভাবে তিনি আর্থিক ও শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ মরিয়া অবস্থা থেকে সাস্থ্যবান ও পরিপূর্ণ হওয়া, নগদ অর্থে গাড়ি কেনা, ঋণমুক্ত হয়ে স্বগৃহ নির্মাণ করা, বেশ কিছু কোম্পানি শুরু করা, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের জীবনযাত্রার সম্পর্কে.... বিশ্রামের জীবনযাপন করা সম্পর্কে... লক্ষ লক্ষ মানুষকে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি করেছেন।

2. আপনার পক্ষেও কিভাবে সকল কিছুর পরিবর্তন ঘটতে পারে- কিভাবে আপনি বিশ্রামের জীবনযাপন করতে পারেন।

বিশ্রামপর্বের মূল নীতিগুলিকে বোঝবার দ্বারা, আপনি আপনার জীবনের প্রকৃত ফলাফলগুলি দেখতে পারেন। আপনি এমন এক অবস্থায় জীবনযাপন করতে পারেন যেখানে আপনার প্রয়োজনগুলি মিটে যায়; ইঁদুর দৌড় থেকে মুক্ত হোন; আপনার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাকে সন্ধান করবার ও তাতে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য মুক্ত হোন, যেখানে আপনি টিঁকে থাকাকে পেছনে ফেলে সমৃদ্ধ হবেন; এবং যেখানে আপনি সাধারণ ভাবে জগত যা দেখে তার চাইতে ভিন্ন ফলাফল তাদের কাছে তুলে ধরবেন।

আটকে পড়ে থাকবেন না। ক্লান্তভাবে জীবন যাপন করে চলবেন না।

জীবনযাপনের একটি নতুন পথ আবিস্কার করুন!

গ্যারি কেসি একজন লেখক, বক্তা, শিল্পপতি, আর্থিক বিশেষজ্ঞ, ও পালক যার মানুষকে জীবনে জয়ী হওয়ার জন্য সাহায্য করবার তীব্র ইচ্ছা রয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বাস, পরিবার ও আর্থিক সঙ্গতির ক্ষেত্রে। গ্যারি ও তার স্ত্রী ড্রেনডা, বেশ কিছু সফল ব্যবসা তৈরি করেছেন, এবং তারা Faith Life Now-এর স্থপতি, যে সংস্থা Fixing the Money Thing এবং ড্রেনডা নামের দুটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার, বিশ্বব্যাপী অধিবেশন, ব্যবহারিক পুস্তক প্রস্তুত করে থাকে।কেসি দম্পতি কলম্বাস, ওহাইও,- এর নিকট Faith Life Church মন্ডলীর পালকও বটে।

GKM GARY KEESEE MINISTRIES

garykeesee.com